॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুকদেব উবাচ।

ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তং পরিক্রম্য সংনম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—অঙ্গ! (হে রাজন্) কৃষ্ণেন ইত্থং (অনেন প্রকারেণ) অনুগৃহীতঃ ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ সঃ (মুচুকুন্দঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিক্রম্য সংনম্য গুহামুখাৎ (গুহাদ্বারাৎ) নিশ্চক্রাম (নির্গতোবভূব)।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ! সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের দ্বারা এই প্রকারে অনুগৃহীত ইক্ষ্বাকুনন্দন মুচুকুন্দ তাঁকে বার বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করত গুহাদ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** কৃষ্ণেন সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবতানুগৃহীতঃ, অতঃ ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ সম্যক্ সাষ্টাঙ্গং বহুশো নত্বা। এবমস্য পূর্ব্বমেব নিষ্ক্রামণং শ্রীভগবদাজ্ঞয়া মহাদরেণ শৈঘ্র্যাৎ, শ্রীভগবতা চ স্বসঙ্গেনানিষ্ক্রামণং, তস্য তদ্যোগ্যতানবাপ্তেঃ, প্রথমমেব নিষ্ক্রামণঞ্চ স্বোপদিষ্টস্য শীঘ্রানুষ্ঠানবোধায়েতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ১ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণেন—সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের দ্বারা অনুগৃহীত, সুতরাং ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মুচুকুন্দ **সংনম্য**—'সম্যক' সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম বার বার করে বেরিয়ে গেলেন। এইরূপে উহার কৃষ্ণের পূর্বেই নিষ্ক্রমণের কারণ শ্রীভগবৎ আজ্ঞার প্রতি মহাদর বুদ্ধি। শ্রীভগবানেরও উহাকে নিজ সঙ্গে নিয়ে নিষ্ক্রমণ না করার কারণ উহার সে যোগ্যতার অভাব। প্রথমেই কৃষ্ণের অনিষ্ক্রমণও নিজ উপদিষ্ট মুচুকুন্দের চট্ জলদি বেরিয়ে যাওয়া বুঝানোর জন্য॥ জী০ ১॥

সংবীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্ মর্ত্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্।
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২ ॥

তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ।
সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্গন্ধমাদনম্ ॥ ৩ ॥

২। **অন্বয়ঃ** [নির্গমনানন্তরং] সঃ মর্ত্ত্যান্ (মনুষ্যান্) পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্ (বীরুধঃ লতাঃ 'বনস্পতয়ঃ' বৃক্ষাঃ তাশ্চতাংশ্চ) ক্ষুল্লকান্ (অল্প প্রমাণান্) সংবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কলিযুগং প্রাপ্তং মত্বা উত্তরাং দিশং জগাম (গতবান্)।

২। **মূলানুবাদঃ** লতা-বৃক্ষ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় দেখে মুচুকুন্দ বুঝতে পারলেন কলিযুগ আগত প্রায়। তাই শ্রীনারায়ণের বদরিকা আশ্রমের উদ্দেশ্যে উত্তর দিকে গমন করলেন।

৩। **অন্বয়ঃ** তপঃশ্রদ্ধাযুতঃ (তপসি শ্রদ্ধাযুতঃ) ধীরঃ (তত্ত্বজ্ঞাননিপুণঃ) [অতঃ] মুক্তসংশয়ঃ (শাস্ত্রাদিভিঃ কৃতপরমনিশ্চয়ঃ) [অতঃ] নিঃসঙ্গঃ (বাহ্যাভ্যন্তর সম্বন্ধরহিতঃ) কৃষ্ণে মনঃ সমাধায় গন্ধমাদনং প্রাবিশৎ।

৩। **মূলানুবাদঃ** তপস্যায় শ্রদ্ধান্বিত, তত্ত্বজ্ঞান নিপুণ, অতএব শাস্ত্রাদিতে মুক্তসংশয়, স কারণে বাহ্যাভ্যন্তর সম্বন্ধ রহিত মুচুকুন্দ মন কৃষ্ণে নিষ্ঠার সহিত ধারণ করত সর্বোৎকৃষ্ট রীতিতে গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করলেন।

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** বীরুধো বনস্পতীংশ্চ, উত্তরামিতি শ্রীনরনারায়ণাশ্রম-গমনস্যাভিপ্রায়েণ। তত্র হি কলির্ন প্রভবতীতি। যদ্যপি 'যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং ন চাশকৎ॥' (২।৩০) ইতি দ্বাদশোক্তানুসারেণ শ্রীকৃষ্ণপ্রাকট্যে তত্রাপি তৎপ্রভাবো নাসীৎ, তথাপি চিরং তৎপ্রাকট্যং ন স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ তথা কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ বীরুদ্বনস্পতীন্ ইতি**—লতা ও বৃক্ষ প্রভৃতিকে ক্ষুদ্রাকার দেখে বুঝতে পারলেন, কলিযুগ আগত প্রায়। **উত্তরাং ইতি**—উত্তর দিকের কথা উল্লেখ করা হল, শ্রীনারায়ণের বদরিকাশ্রম গমন অভিপ্রায়ে, কারণ সে স্থানেই কলি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যদিও 'রমাপতি' শ্রীকৃষ্ণ যে কালপর্যন্ত পাদপদ্মযুগল দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করে অবস্থিত ছিলেন, ততকাল কলিযুগ ভূতল আক্রমণ করতে পারে নি। (শ্রীভা০ ১২।২।৩০)। —এইরূপে দ্বাদশের এই উক্তি অনুসারে বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে তথায়ও কলি-প্রভাব ছিল না,

বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্।
সর্ব্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তস্তপসারাধয়দ্ধরিম্ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয়ঃ** [তত্র চ] নরনারায়ণালয়ং বদর্য্যাশ্রমং আসাদ্য (প্রাপ্য) সর্ব্বদ্বন্দ্বসহঃ (শীতোষ্ণাদিদুঃখসহনশীলঃ) শান্তঃ (অনুদ্বিগ্নচিত্তঃসন্) তপসা হরিং আরাধয়ৎ।

৪। **মূলানুবাদঃ** তথায় মুচুকুন্দ (তপঃপ্রবর্তক সাক্ষাৎ কৃষ্ণাবতার) নরনারায়ণের বাসস্থান বদরিকা আশ্রমে উপস্থিত হয়ে শীত-উষ্ণ প্রভৃতি শীতোষ্ণাদি দুঃখসহনশীল শান্ত, অতএব অনুদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে তপস্যার দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন।

তথাপি চিরকাল তার প্রাকট্য থাকবে না, এই অভিপ্রায়ে বদরিকা আশ্রমে চলে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী° ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রাপ্তং আসন্নত্বাৎ প্রাপ্তপ্রায়মিত্যর্থঃ ॥ বি° ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রাপ্তং**—কলিযুগ আসন্ন বলে বলা হল 'প্রাপ্ত' প্রাপ্তপ্রায় ॥ বি° ২ ॥

৩। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ধীরঃ বিবেকনিপুণঃ, অতো মুক্তসংশয়ঃ, শাস্ত্রাদিভিঃ কৃতপরমনিশ্চয়ঃ, অতো নিঃসঙ্গ। অন্যোপাসনাফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ; যদ্বা, মুক্তসংশয়ত্বাদেব তপসি ভগবদেকাগ্রচিত্তত্বে শ্রদ্ধাযুক্তঃ, অতএবাত্র নিঃসঙ্গঃ। অতঃ কৃষ্ণে মনঃ সমাধিনিষ্ঠং কৃত্বেত্যর্থঃ। অথবা তপসি ভগবত্যেব চিত্তৈকাগ্র্যে শ্রদ্ধাযুতঃ সাদরঃ, অতঃ কৃষ্ণে স্বয়ং ভগবতি তস্মিন্নেব মনঃ সম্যক্ তদেকনিষ্ঠত্বেনাধায়, অতএব প্রকর্ষেণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট-প্রকারেণাবিশৎ ॥ জী° ৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ ধীরঃ**— তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ, অতএব **মুক্তসংশয়**—শাস্ত্রাদিদ্বারা কৃত পরমনিশ্চয়, অতএব **নিঃসঙ্গঃ**—অন্য উপাসনার ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত। অথবা, **তপসি**—মুক্ত সংশয় হওয়া হেতু ভগবানে একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাযুক্ত অতএব অন্য উপাসনা ফল আকাঙ্ক্ষা রহিত। অতঃপর **কৃষ্ণে মনঃ**—কৃষ্ণে মনকে সমাধিনিষ্ঠ করত। অথবা **তপসি**—ভগবানেই একাগ্রচিত্তে **শ্রদ্ধাযুতঃ**— আদর বিশিষ্ট। অতঃপর **কৃষ্ণে**—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণে, এঁতেই **মন সমাধায়**—[সম্+আধায়] 'সম্যক্' তদেক নিষ্ঠত্বেন 'আধায়' ধারণ করত **প্রাবিশদ্ গন্ধমাদনম্**—'প্র' প্রকর্ষেণ অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট রীতিতে প্রবেশ করলেন মুচুকুন্দ॥ জী° ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বদর্য্যাশ্রমেঽপি নরনারায়ণালয়মাসাদ্যেত্যর্থঃ; যদ্বা, নরনারায়ণয়োরালয় আশ্রেয়ো যস্মিন্ তম্॥ জী০ ৪ ॥

ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং যবনবেষ্টিতাম্ ।
হত্বা ম্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্ ॥ ৫ ॥
নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুতচোদিতৈঃ ।
আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ ॥ ৬ ॥

৫। **অন্বয় ঃ** ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) পুনঃ যবনবেষ্টিতাম্পুরীং আব্রজ্য (প্রত্যাবৃত্য) ম্লেচ্ছবলং (যবনসৈন্যং) হত্বা তদীয়ং ধনং দ্বারকাং নিন্যে (নেতুমুপচক্রমে))।

৫। **মূলানুবাদ ঃ** এদিকে সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় কালযবন বেষ্টিত পুরী ফিরে এসে যবনসৈন্য বধ করত হতসৈন্যের মুকুটাদি ধন দ্বারকায় নিতে আরম্ভ করলেন।

৬। **অন্বয় ঃ** অচ্যুতচোদিতৈঃ ('অচ্যুতেন' আজ্ঞাচ্যুতিরহিতেন ভগবতা) চোদিতৈঃ (প্রেরিতৈঃ) নৃভিঃ (ভারবাহিভিঃ) গোভিঃ চ (উষ্ট্রাদিভিঃ) নীয়মানে [সতি] ত্রয়োবিংশত্য-নীকপঃ (ত্রয়োবিংশতি সংখ্যানাং অক্ষৌহিণীনাং পতিঃ) জরাসন্ধঃ আজগাম (যুদ্ধার্থং সমাগতঃ বভূব)

৬। **মূলানুবাদ ঃ** যাঁর আজ্ঞা অবশ্য পাল্য সেই কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ভারবাহী মনুষ্য-গরু- উষ্ট্রাদি দ্বারা ঐ ধনাদি যখন বাহিত হচ্ছে এমন সময় ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীপতি জরাসন্ধ যুদ্ধার্থে এসে উপস্থিত হল।

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ বদর্য্যাশ্রমং**—বদরিকা আশ্রমে পৌঁছে অর্থাৎ নরনারায়ণ-আলয়ে উপস্থিত হয়ে; অথবা, নরনারায়ণের 'আলয়' আশ্রয় যাতে, সেই বদরিকা আশ্রমে পৌঁছে ॥ জী° ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** 'মথুরাং যবনে হতে' ইতি, 'পুরীং যবনবেষ্টিতাম্' ইতি পাঠদ্বয়ম্ ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এখানে পাঠভেদ আছে, যথা 'মথুরাং যবনে হতে' ইতি, 'পুরীং যবন বেষ্টিতাম্' অর্থাৎ 'যবন হত হলে' পুরীতে প্রবেশ করে অথবা 'যবন বেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিন্যে নেতুমুপচক্রমে ॥ বি° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নিন্যে**—নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন ॥ বি° ৫ ॥

৬ **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** চকারাদুষ্ট্রাদিভিশ্চ তদীয়ৈরেব প্রতিবারং ত্রয়োবিংশতি-সংখ্যানামক্ষৌহিণীনাং, ন তু ন্যূনাধিকানাং সংগ্রহস্তস্য রাজভ্যস্তাবৎ তাবৎ সৈন্যাদাননির্ণয়াৎ ॥ জী০৬ ॥

বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ।
মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ দুদ্রুবতুর্দ্রুতম্ ॥ ৭ ॥
বিহায় বিত্তং প্রচুরমভীতৌ ভীরুভীতবৎ ॥
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেলতুর্ব্বহুযোজনম্ ॥ ৮ ॥

৭। **অন্বয় ঃ** [হে] রাজন্! মাধবৌ (রামকৃষ্ণৌ) রিপুসৈন্যস্য বেগরভসং (বেগোদ্রেকং) বিলোক্য মনুষ্যচেষ্টাং আপন্নৌ (স্বীকুর্ব্বন্তৌ সন্তৌ) দ্রুতং দুদ্রুবতুঃ (ধাবিতবন্তৌ)।

৭। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! শ্রীরামকৃষ্ণ শত্রুসৈন্যে বলাধিক্য দেখে মনুষ্য-চেষ্টা স্বীকার করে নিয়ে দ্রুত ধাবিত হলেন।

৮। **অন্বয়ঃ** অভীতৌ (স্বরূপতঃ অভীতৌ অপি রামকৃষ্ণৌ) ভীরুভীতবৎ (ভীরোঃ অপি ভীতবৎ অতিভীতবৎ ইত্যর্থঃ) প্রচুরং বিত্তং বিহায় (পরিত্যজ্য) পদ্মপলাশাভ্যাং (কমলদল-সুকোমলাভ্যাং) পদ্ভ্যাং বহুযোজনং (দেশং) চেলতুঃ (পলায়েতাং)।

৮। **মূলানুবাদ ঃ** স্বরূপতঃ ভয়শূন্য হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ অতিভীতবৎ প্রচুর বিত্ত ফেলে রেখে কমলদল সুকোমল পদযুগলে মথুরা থেকে বহুযোজন দূর দেশে পালিয়ে গেলেন।

৬। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** 'চ' কার প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, উটাদি দ্বারাও বাহিত, সব বাহকই নিজেরই। — [সপ্তদশ বার যুদ্ধ হয়েছিল—শ্রীধর টীকা—১০।৫০।৪১] প্রতি-বারেই **ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ**—ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে। অধিকও নয়, কমও নয়। কারণ জরাসন্ধের সংগৃহীত অধীনস্থ রাজাদের থেকে প্রতিবারে ততটা ততটা সৈন্যদানই নির্দিষ্ট ছিল॥ জী॰ ৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** মাধবৌ ক্রীড়াবিশেষার্থং মধুকুলে জাতৌ শ্রীরামকৃষ্ণৌ, মথুরায়াং পুরা রক্ষিতেন শ্রীরামেণ সঙ্গতেঃ। আপন্নৌ স্বীকৃতবন্তৌ; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ। অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি॥ মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ। তস্যারিপক্ষ-ক্ষপণে কিয়ানুদ্যমবিস্তরঃ॥ তথাপি যে মনুষ্যাণাং ধর্ম্মাস্তদনু-বর্ত্তনম্। কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ॥ সামং চোপ প্রদ নঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্। করোতি দণ্ডপাতঞ্চ ক্বচিদেব পলায়নম্॥ মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেব-মনুবর্ত্ততে। লীলা জগৎ-পতেস্তস্য চ্ছন্দতঃ সংপ্রবর্ত্ততে॥' ইতি। হে রাজন্নিতি—মহাকৌতুকাৎ সম্বোধয়তি॥ জী॰ ৭॥

৭। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** **মাধবৌ**—ক্রীড়া বিশেষের জন্য মধুকুলে জাত শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্বে মথুরায় শ্রীরামের সহিত মিলনে। **মনুষ্যচেষ্টাম্ আপন্নৌ**—মনুষ্য চেষ্টা স্বীকৃত-

পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী।
অন্বধাবদ্রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ ॥ ৯ ॥

৯। **অন্বয় ঃ** ঈশয়োঃ (সর্ব্বশক্তিযুক্তয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ) অপ্রমাণবিৎ (ইয়ত্তা-তত্ত্ব অনভিজ্ঞঃ) বলী (বলবান্) মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) তৌ পলায়মানৌ দৃষ্ট্বা প্রহসন্ (উচ্চৈঃহসন্ সন্) রথানীকৈঃ (রথৈঃ সৈন্যৈশ্চ সহ) অন্বধাবৎ।

৯। **মূলানুবাদ ঃ** সর্বশক্তিযুক্ত রামকৃষ্ণের শক্তিসীমা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলবান্ জরাসন্ধ তাঁদের পলায়নপর দেখে উচ্চহাস্য করতে করতে রথ ও সৈন্যনিবহ সহ পিছনে পিছনে ধাবিত হল।

বান্ রামকৃষ্ণ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে, যথা—'সেই জগতের পতি শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যধর্মশীলের লীলা। যিনি শত্রুর উপরে অনেক প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। মনে মনে জগৎ সৃষ্টি ও সংহার করেন। তাঁর পক্ষে শত্রুপক্ষ বিনাশে বিস্তর উদ্যমের প্রয়োজন কি? তথাপি যে মানুষের ধর্ম সকলের অনুসরণ করত তিনি যে হীনের সঙ্গে সন্ধি করেন, যুদ্ধ করেন—সন্ধি-উৎকোচ দান, তথা ভেদ [অর্থাৎ শঙ্কা-ভীতি ও সন্দেহ উৎপাদনরূপ রাজনীতি] প্রদর্শন করিয়ে—কখনও দণ্ডপাত কখনও পলায়ন।—এইরূপে মনুষ্যদেহীদের চেষ্টা অনুসরণ করেন—এইরূপে সেই স্বেচ্ছাময় জগৎ-পতির লীলা এক ছন্দে উচ্ছলিত হয়ে চলে।'—**হে রাজন্**—মহাকৌতুক হেতু শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন॥ জী° ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বিশেষেণ পুনর্লিপ্সারাহিত্যেনৈব হিত্বা। কুতঃ? প্রচুরং বিত্তস্য প্রাচুর্য্যাৎ শত্রোর্লোভনেন বিলম্বনায়েত্যর্থঃ; যদ্বা, প্রচুরমপি অভীতাবপি ভীরুভীতবদিতি মহাভীতো যথা পলায়তে, তথৈবেত্যর্থঃ। অতএব পদ্মপলাশাভ্যামপীতি দুঃখোক্তিঃ॥ জী° ৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ বিহায় ইতি**—[বি+হায়] 'বি' বিশেষেণ অর্থাৎ পুনরায় ফিরে পাওয়া লিপ্সা-রহিত ভাবেই প্রচুর বিত্ত ফেলে রেখে। কেন? বিত্তের প্রাচুর্য দেখে লোভিত শত্রুর বিলম্বের জন্য। অথবা প্রচুর বিত্ত পড়ে থাকা অবস্থায়ও, ভীরু না হলেও **ভীরুভীতবৎ**—মহাভীত যথা পালিয়ে যায় সেইরূপই **চেলতুঃ**—পালাতে লাগলেন অতএব **পদ্ম-পলাশাভ্যাং**—তাঁর চরণযুগল কমলদল তুল্য সুকোমল হলেও, শ্রীশুকদেবের এই শব্দটি দুঃখ-উক্তি॥ জী° ৮ ॥

৯। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** অত্র প্রমাণং বিভুত্বং বলাদিভিরপরিচ্ছেদ্যত্বমিতি যাবৎ। অনু পশ্চাদধাবদিত্যাদিনা তস্য তদ্ধনগ্রহণং নিরস্তমতস্তদ্ধনং শ্রীদ্বারকায়ামায়াতমেব জ্ঞেয়ম্। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'নিবেদয়ামাস ততো নরাধিপে, তদুগ্রসেনে পরিপূর্ণমানসঃ। জনার্দ্দনো দ্বারবতীং চ তাং পুরী,-মশোভয়ত্তেন ধনেন ভূরিণা ॥' ইতি ॥ জী° ৯ ॥

প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্।
প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি ॥ ১০ ॥

গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপ।
দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ১১ ॥

১০। **অন্বয়ঃ** [শ্রীরামকৃষ্ণৌ] দূরং প্রদ্রুত্য সংশ্রান্তৌ (অতিশয় ক্লান্তৌ সন্তৌ) তুঙ্গং (একাদশযোজনোন্নতং) প্রবর্ষণাখ্যং (প্রকর্ষেণ বর্ষতি অস্মিন্ ইতি প্রবর্ষণঃ ইত্যাখ্যা যস্য স তং) গিরিং আরুহতাং (আরূঢ়বন্তৌ) যত্র (গিরৌ) ভগবান্ (ইন্দ্রঃ) নিত্যদা (সর্ব্বদা) বর্ষতি।

১০। **মূলানুবাদঃ** শ্রীরামকৃষ্ণ সুদীর্ঘ পথ দৌড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ায় অত্যুচ্চ-প্রবর্ষণ পর্বতে আরোহণ করলেন, যথায় ইন্দ্রদেব সর্বদাই জল বর্ষণ করে থাকেন।

১১। **অন্বয়ঃ** নৃপঃ (জরাসন্ধঃ) [তৌ] গিরৌ (প্রবর্ষণ পর্ব্বতে) নিলীনৌ আজ্ঞায় (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) পদং (পাদচিহ্নং) নাধিগম্য (বিচিন্বন্নপি অপ্রাপ্য) সমন্তাৎ (অষ্টদিক্ষু) এধোভিঃ (প্রভূত কাষ্ঠৈঃ) অগ্নিং উৎসৃজন্ গিরিং দদাহ।

১১। **মূলানুবাদঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! তৎকালে জরাসন্ধ রামকৃষ্ণকে উক্ত পর্বতে লুক্কায়িত সম্যক্ জেনেও লুকাবার স্থানটি খুঁজে বের করতে সমর্থ না হওয়ায় প্রচুর কাষ্ঠে চতুর্দিকে অগ্নি উৎপাদন করত নীচ থেকে তা নিজজন দিয়ে ছুঁড়িয়ে ছুড়িয়ে বন জ্বালিয়ে দিল।

৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** এখানে **অপ্রমাণবিৎ**—বিভূতা অর্থাৎ সৈন্যাদি দ্বারা অপরিসীমতা, এতদূর পর্যন্ত অর্থেরগতি। **অন্বধ্রাবৎ**—পিছনে পিছনে ধেয়ে চলা, ইত্যাদি কথায় জরাসন্ধের কৃষ্ণ-ধন-গ্রহণ নিরস্ত হল। অতঃপর সেই ধন দ্বারকায় এসেছিল, এরূপ বুঝতে হবে। শ্রীহরিবংশেও সেরূপই আছে, যথা—'পরিপূর্ণমনা কৃষ্ণ নরাধিপ উগ্রসেনের কাছে নিবেদন করলেন, তৎপর দ্বারাবতী পুরি সেই প্রচুর ধনের দ্বারা শোভিত করলেন॥ জী॰ ৯॥

৭-৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বেগরভসং বেগোদ্রেকম্। মনুষ্যচেষ্টামাপন্নাবিতি তস্য স্বভাব এবোক্তঃ নতু পলায়নেঽয়মেব সিদ্ধান্তঃ। মনুষ্যচেষ্টামাপন্নত্বেঽপি বহুশঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্ব দর্শনাৎ তত্র প্রিয়জনস্য কস্যাপ্যভাবান্নাপি প্রেমমৌগ্ধ্যঞ্চ ব্যাখ্যাতুং শক্যং নাপি ভয়স্যানুকরণমেবৈতদিতি ব্যাখ্যেয়ম্। 'খিদ্যতি ধীর্বিদামপী' ত্যুদ্ধবোক্তেঃ। তস্মাৎ 'দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়ন'মিত্যুদ্ধব এব তমেব দৃষ্টান্তস্য সিদ্ধান্তং জ্ঞাস্যতীতি জ্ঞেয়ম্। অভীতাবিতি ভয়াভাবঃ প্রাপ্তঃ ভীরু ভয়শীলাবন্তৌ জনৌ ভীতৌ যথা স্যাতাং তথা ভীতাবিতি ভয়ঞ্চপ্রাপ্তমিতি বিরোধ এবোক্তঃ। অপ্রমাণবিৎ প্রমাণমিয়ত্তা তন্ন বেত্তীতি তথা॥ বি॰ ৭-৯॥

তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ।
দশৈকযোজনোত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি ॥ ১২ ॥

১২। **অন্বয় ঃ** উভৌ (শ্রীরামকৃষ্ণৌ) দহ্যমান তটাৎ (প্রান্তভাগমাত্রং যস্য তস্মাৎ) দশৈকযোজনোত্তুঙ্গাৎ (একাদশ যোজনোত্তুঙ্গাৎ) ততঃ [গিরেঃ] তরসা (বেগেন) উৎপত্য (উচ্চৈঃকুর্দ্দিত্বা) অধঃভুবি নিপেততুঃ (পতিতবন্তৌ)।

১২। **মূলানুবাদঃ** শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ে প্রবর্ষণ পর্বতের প্রান্তভাগ দহ্যমান হতে দেখে একাদশ যোজন উন্নত ঐ পর্বত থেকে বিশাল এক লাফ দিয়ে জরাসন্ধ কৃত সৈন্য-অবরোধ স্থান অতিক্রম করত এক মসৃণ সমতল ভূমিতে নিপতিত হলেন, কণ্টকাকীর্ণ বা জলা ভূমিতে নয়।

৭-৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বেগরভসং**—বেগ উদ্রেক। **মনুষ্যচেষ্টামাপন্নাবিতি**—মনুষ্যচেষ্টা প্রাপ্ত হলেও তাঁর স্বভাবই বলা হল। ইহা পলায়ন নয় কিন্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত। মনুষ্যচেষ্টা প্রাপ্ত হলেও বহু বহু সর্বজ্ঞত্ব শক্তিভাব দর্শন হেতু তথায় প্রিয়জনের কোন প্রকার অভাবের জন্য নয়। প্রেমমুগ্ধতাভাবও ব্যাখ্যা করতে পারনা, ইহা ভয়েরই অনুকরণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করতে হবে, 'খেদ করছেন সর্বজ্ঞানের আধারকেও' এরূপ উদ্ধবউক্তি হেতু। সেহেতু দুর্গে আশ্রয়, অতঃপর শত্রুভয়ে পলায়ন ইহা উদ্ধবের দেখা সিদ্ধান্ত। এইরূপ বুঝতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভয় না পেলেও ভয়শীল অন্যজন যেরূপ ভয় পায়, সেইরূপ রামকৃষ্ণ ভয় ভাব দেখালেন ॥ বি° ৭-৯ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** প্রবর্ষণাখ্যমিতি তদ্গিরেরগ্নিদাহশঙ্কাপি নিরস্তা ॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীধর—**প্রবর্ষণাখ্য গিরিম্**—ইতি প্রবর্ষণ নামক গিরি, প্রবর্ষণ='প্র+বর্ষণ'—এই পর্বতের উপর ইন্দ্র অতি উত্তমরূপে বর্ষণ করেন জলধারা] এইরূপে সেই গিরিতে অগ্নিদাহ শঙ্কাও নিরস্ত হল ॥ জী° ১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নাধিগম্যেতি তৈর্ব্ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা, আজ্ঞায়েত্যত্র হেতুঃ—তয়োঃ পদং পাদচিহ্নমন্যত্রাপ্রাপ্যেতি। দদাহ দগ্ধুমারেভে। নৃপ ইতি তত্র শক্ত্যতিশয়ঃ সূচিতঃ ॥ জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীধর-তথায় খুঁজেও রামকৃষ্ণের **পদং**—লুকানোর স্থানটি **নাধিগম্য**—খুঁজে পেল না জরাসন্ধ।] অথবা, **নিলীনাবাজ্ঞায়**—[নিলীনৌ+আজ্ঞায়] এই পর্বতে যে লুকিয়েছেন, তা সম্যক্ জেনেও লুকাবার স্থানটি খুঁজে বের করতে পারল না। এতে কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণের **পদং**—পায়ের চিহ্ন অন্যত্র কোথাও পূর্বে দেখার ভাগ্য তার হয় নি। **দদাহ**—দগ্ধ করতে আরম্ভ করল। পাঠান্তর [নৃপঃ এবং নৃপ] নৃপঃ পাঠে অর্থ—

অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূত্তমৌ।
স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ ॥ ১৩ ॥

সোঽপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বল-কেশবৌ।
বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্ মাগধো যযৌ ॥ ১৪ ॥

১৩। **অন্বয় ঃ** [হে] নৃপ ! [ততঃ] সানুগেন (অনুচর সহিতেন) রিপুণা (শত্রুণা জরাসন্ধেন) অলক্ষ্যমানৌ যদূত্তমৌ (যাদবানন্দয়ন্তাবিতি রামকৃষ্ণৌ) পুনঃ সমুদ্রপরিখাং স্বপুরং আয়াতৌ (আগতবন্তৌ)।

১৩। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ ! চতুর্দিক ধূয়ায় আচ্ছাদিত থাকায় শত্রু জরাসন্ধের অলক্ষ্যে যাদবদের আনন্দবর্ধনকারী শ্রীরামকৃষ্ণ অনুচরবর্গের সহিত সমুদ্রজলময় গড়্খাই বেষ্টিত স্বপুরীতে পুনরায় আগমন করলেন।

১৪। **অন্বয় ঃ** সঃ মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) অপি বল-কেশবৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) দগ্ধাবিতি (দগ্ধৌ ইতি) মৃষা মন্বানঃ (মন্যমানঃ) [সন্] সুমহৎ বলং আকৃষ্য (গৃহীত্বা) মগধান্ (মগধদেশান্) যযৌ (গতবান্)।

১৪। **মূলানুবাদ ঃ** রামকৃষ্ণ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, মনে করে স্বকীয় বহুতর সৈন্য সঙ্গে নিয়ে মগধ দেশে গমন করলেন জরাসন্ধ।

হে নৃপ পরীক্ষিৎ, নৃপ পাঠে জরাসন্ধের বনে আগুন লাগানো বিষয়ে শক্তির আতিশয্য সূচিত হল— সে নীচের থেকে নিজের জন দিয়ে কাঠের আগুন ছুঁড়ে ছুড়ে বনে আগুন লাগালেন॥ জীব° ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** দহ্যমানং তটং প্রান্তভাগমাত্রং যস্য তস্মাৎ। অধো গিরেঃ, তত্রাপি ভূপ্রদেশে, ন তু কণ্টক-জলাদৌ ; অনেন নিঃশব্দেন চ সুদূরে তয়োঃ সুখপতনমভিপ্রেতম্ ॥ জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ দহ্যমান** তটাৎ—দহ্যমান 'তটং' প্রান্তভাগমাত্র যার সেই পর্বত থেকে **অধো**—পর্বতের নিম্নদেশে, **ভুবি**—ভূপ্রদেশের কণ্টক-জলাদিতে নয়। আরও এর দ্বারা রামকৃষ্ণের সুদূরে পতন অভিপ্রেত ॥ জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ততো গিরেঃ। দশ চ একঞ্চ যানি তাবত্তুঙ্গাৎ। অধঃ মাগধসৈন্যসংরোধদেশমতিক্রম্য পরতো নিপেততুঃ ॥ বি° ১২ ॥

আনর্ত্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রেবতীং সুতাম্।
ব্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্বলায়েতি পুরোদিতম্ ॥ ১৫ ॥

১৫। **অন্বয় ঃ** আনর্ত্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ (সর্ব্বসম্পত্তিমান্) রৈবতঃ (রেবতসুতঃ ককুদ্মী) ব্রহ্মণা চোদিতঃ (প্রেরিতঃ) [সন্] বলায় (রামায়) সুতাং রেবতীং প্রাদাৎ (প্রকর্ষেণাদাৎ) ইতি (ইত্যেবং বৃত্তং ময়া) পুরা (নবমস্কন্ধে) উদিতং (কথিতং)।

১৫। **মূলানুবাদ ঃ** পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বলতে গিয়ে বলদেবের বিবাহ-কথা স্মরণ করান হচ্ছে—

হে রাজা পরীক্ষিৎ! দ্বারকার নিকটস্থ আনর্তদেশাধিপতি সর্বসম্পত্তিমান্ রেবতপুত্র ককুদ্মী ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে পরমভক্তিভরে রেবতী নাম্নী কন্যা শ্রীবলরামকে সম্প্রদান করেছিলেন, যা পূর্বে নবমস্কন্ধে উক্ত হয়েছে।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দশৈকযোজনোত্তুঙ্গাৎ**—উচ্চতায় যে পর্বত একাদশ যোজন, তার শিখর দেশ থেকে। **অধ্রঃ**—জরাসন্ধের সৈন্যবেষ্টনিকে অতিক্রম করত অন্য ভূমিতে পড়লেন ॥ বি° ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** অলক্ষ্যমাণাবিতি—ধূমাবৃতসর্ব্বদিক্ত্বাৎ রিপুণেতি, রিপুত্বাৎ সাবধানেনাপীত্যর্থঃ। তত্রাপি সানুগেন মহাসৈন্যেনাপি সহ যদূত্তমাবিতি যাদবানন্দয়ন্তাবিতি ভাবঃ॥ জী° ১৩॥

১৩। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ রিপুণাঽলক্ষ্যমাণৌ**—পর্বত প্রান্তের আগুনের ধোঁয়ায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন থাকায় শত্রুদ্বারা অলক্ষ্যমাণ রামকৃষ্ণ। **সানুগেন**—এর মধ্যেও আবার অনুচর মহাসৈন্যদের সহিত। **যদূত্তমৌ**—যাদবদের আনন্দদায়ী রামকৃষ্ণ॥ জী° ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** বলকেশবাবিতি—সামর্থ্যসূচকং, সুমহদিতি তদা সর্ব্বস্যাপি শ্রীভগবদুপেক্ষিতত্বাৎ; উপেক্ষা চ রুক্মিণীহরণ-পরাক্রমকৌতুকপোষণার্থং, তৎসাক্ষাদরিবর্গ-নির্জ্জয়েন তস্যাঃ প্রহর্ষার্থঞ্চ জ্ঞেয়ম্। ননু কথং মহাপাবনান্ মাথুরানেবং স্বরাজ্যত্বেন গৃহীত্বা নোবাস? তত্রাহ—মাগধঃ নীচদেশ্যানাং তত্রৈবাভিরুচেরিতি ভাবঃ। তদেবং পলায়নেঽপি জয়ো দর্শিতঃ। অনেকসহস্রৈর্মহারথাদিভিরনুগন্তুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বাংস্তানতিক্রম্য উৎপ্লুতত্বাচ্চ॥ জী° ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ বলকেশবৌ** — [বলরাম ও কেশব] (শ্রীভা° ১০।২।১৩) শ্লোকানুসারে এখানে বলাধিক্যে 'বল' শব্দ ব্যবহার। আর কেশীদৈত্য হন্তা বলে নাম কেশব। সুতরাং এখানে এই 'বলকেশব' শব্দটি সামর্থ্যসূচক। আর দ্বিতীয় পয়ারের **সুমহৎবলম্**—

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরুদ্বহ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥ ১৬ ॥
প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব ॥ ১৭ ॥

১৬-১৭। **অন্বয় ঃ** [হে] কুরূদ্বহ! (কুরুকুল তিলক!) ভগবান্ গোবিন্দ (স্বয়ং ভগবান্ ক্রীড়া মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি স্বয়ম্বরে তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব (গরুড়ো যথা দেবানাং সমক্ষে সুধাং হৃতবান্ তদ্বৎ) চৈদ্যপক্ষগান্ (শিশুপালস্য সহায়ান্) শাল্বাদীন্ রাজ্ঞঃ তরসা (সদ্যঃ) প্রমথ্য (নির্জ্জিত্য) পশ্যতাং সর্বলোকানাং (সর্বলোকেষু পশ্যৎসু সৎসু) স্বয়ম্বরে শ্রিয়ঃ মাত্রাং (শ্রীরাধায়া এব মূর্তিতে) ভীষ্মকসুতাং বৈদর্ভীং (রুক্মিণীম্) উপযেমে (বিবাহ বিধিনা জগ্রাহ) ।

১৬-১৭। **মূলানুবাদঃ** হে কুরুকুল তিলক পরীক্ষিৎ! গরুড় যেমন দেবতাদের সমক্ষে সুধা-হরণ করেছিল, সেইরূপ ক্রীড়ামনুষ্য রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের সহায় শাল্বাদি নৃপতিবৃন্দকে সর্বলোকের চোখের সামনে স্বয়ম্বরে শ্রীরাধার মূর্তিভেদ ভীষ্মকসুতা রুক্মিণীকে বিবাহ করেছিলেন।

অর্থাৎ বিশাল সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রীভগবৎ-উপেক্ষার ভাব প্রকাশ হেতু সামর্থ্যই সূচিত। আরও এই উপেক্ষার ভাব পরবর্তী রুক্মিণীহরণ লীলা সম্বন্ধে পরাক্রম কৌতুক পোষণের জন্যই।—সেই সাক্ষাৎ শত্রুবর্গের পরাভব শ্রীরুক্মিণীদেবীর অতিশয় হর্ষের প্রয়োজনেই। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা মহাপাবন মথুরাকে এইরূপে স্বরাজ্যরূপে গ্রহণ করত বাস করলেন না কেন? এরই উত্তরে **মাগধ্রঃ**—নীচদেশী (বিহারের রাজগিরের) লোকদের মথুরা অধিকার করারই অভিরুচি, এরূপ ভাব। সেইরূপে পলায়নেও জয় দেখানো হল। অনেক সহস্র মহারথাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা সম্ভব নয় বলেই বিশাল এক লাফ দিয়ে তাঁদের অতিক্রম করে চলে গেলেন॥ জী° ১৪ ॥

১৫। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** শ্রীমান্ ব্রহ্মলোকগমনেন সপ্তবিংশতিচতুর্যুগেষ্বতীতেষ্বপি সর্ব্বসম্পত্তিমান্ ইতি যোগাদিবলং সূচয়তি, অতঃ প্রকর্ষেণাদাৎ। রৈবতো রেবতসুতঃ ককুদ্মী॥ জী° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বলতে গিয়ে ভূমিকা স্বরূপে নবমস্কন্ধোক্ত বলদেব বিবাহের সংক্ষেপউক্তি-শ্রীধর] কন্যা বিবাহের ব্যাপারে রেবতরাজার ব্রহ্মলোক গমন হেতু সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হলেও **শ্রীমান্**—সর্বসম্পত্তিমান্। [শ্রীসনাতন—জরাদি অভাবে সর্বশোভাবান] এতে তার যোগাদিবল সূচিত হচ্ছে। অতএব **প্রাদাৎ**—ভক্তিভরে দান করলেন বলরামকে। **রৈবতঃ**—রেবত রাজার সুত ককুদ্মী॥ জী° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শ্রীকৃষ্ণস্য বিবাহান্ বক্তুং প্রথমং বলদেব-বিবাহং নবমস্কন্ধোক্তমনুস্মারয়তি,—আনর্ত্তেতিঃ। রৈবতঃ রেবতসুতঃ ককুদ্মী॥ বি° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বলতে গিয়ে প্রথমে বলদেবের নবমস্কন্ধোক্ত বিবাহ স্মরণ করান হচ্ছে, আনর্ত্তেতি। **রৈবতঃ**—রেবতসুত ককুদ্মী॥ বি° ১৫॥

১৬-১৭। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** ভগেতি যুগ্মকম্। ভগবান্ স্বয়ংভগবান্—তথা তথা নিত্যবিহারী শ্রীকৃষ্ণঃ। তদানীঞ্চগোবিন্দঃ—গাং পৃথ্বীং বিন্দতীতি ক্রীড়াবিশেষার্থং তস্যামবতীর্ণ ইত্যর্থঃ। অতঃ শ্রিয়ো মাত্রাং মাতি প্রবিশত্যস্যাং সর্ব্বমিতি পরিপূর্ণাং মূর্ত্তিং ভগবদ্বদেবাবতরীতুমর্হত্বাৎ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িণী॥' ইতি। অতএব বক্ষ্যতে—সদৃশীমিতি। উপযেমে বিবাহলীলয়া নিকটে নিনায়। অপি পূর্ব্বোক্তসমুচ্চয়ে। যদ্বা, গোবিন্দো গোকুলেন্দ্রঃ, গোকুলচক্রবর্ত্তী গোপীজনবিরহেণান্তঃখিন্ন ইত্যর্থঃ। যথৈব শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি নিজকরুণা-বাষ্পমুদ্গিরতি স্ম—'গচ্ছোদ্ধব ব্রজম্', (শ্রীভা°১০।৪৬।৩) ইত্যাদিভিঃ; যথৈবোদ্গিরিষ্যতি সর্ব্বপ্রকট-লীলান্তেঽপি; 'তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতাঃ' (শ্রীভা° ১১।১২।১১) ইত্যাদিভিঃ। তাদৃশঃ সন্নপ্যুপযেমে; কুতঃ? শ্রিয়ো মাত্রামংশং মূর্ত্তিভেদমিতি যাবৎ। ততশ্চ 'শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ' (শ্রীব্র সং ৫।৬৭) ইত্যাদ্যনুসারেণ গোপীনামপি শ্রীত্বাৎ 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদ্যনুসারেণ প্রসিদ্ধ-শ্রীতোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেনৈব কুরুষু পাণ্ডবশব্দবৎ শ্রীষু গোপীতি—নামান্তরপ্রাপ্তত্বাৎ তদেকতত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তাস্বপি মুখ্যায়াঃ শ্রীরাধায়া এব মাত্রামিতি বা। 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্' (শ্রীভা ১০।৪৫।২৩) ইতি শ্রীভগবদুক্ত্যনুসারেণ যাদবাদি-নিজগণ-বিশেষ-সুখার্থমপি তাদৃশীমেব স্বীচকারেতি ভাবঃ। এবমেবোক্তং পাদ্মকার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—'কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা;' ইতি, স্কান্দাদৌ চ—'রুক্মিণী দ্বারবত্যান্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি তথা শক্তিবৈচিত্রীবোধনার্থমাহ—ভগবানিতি। যদ্বা, 'যো গোবিন্দঃ মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্গোবিন্দঃ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ' ইতি নারায়ণবর্ম্মাদ্যনুসারেণ তথা নিত্যবিহারী সোঽপি বৈদর্ভীমুপযেমে। তৎ কথম্? তত্রাহ—ভগবান্ অচিন্ত্যশক্ত্যা তত্র চাত্র চ যুগপৎ প্রকাশবান্। যথৈব সান্ত্বিতা উদ্ধবদ্বারা ব্রজদেব্য ইতি ভাবঃ। স্বয়ম্বর ইতি শ্রীহরিবংশোক্তং তদ্বৃত্তং স্মারয়তি। ততশ্চ শ্রীভগবদুক্ত্যা স্বয়ম্বরে নিবৃত্তে শিশুপালায় দাতুং নিশ্চিতায়াস্তস্যা মহার্ত্তিবৈয়গ্র্যেণ সন্দেশাদিনা হরণাদিকং বৃত্তমিতি। যদ্বা, স্বয়মেব বৈদর্ভ্যা পুরোহিত-পুত্রপ্রেষণেন বরঃ—পতিত্বেন শ্রীকৃষ্ণবরণং, তস্মিন্।

তরসা সদ্যঃ প্রমথ্য নির্জ্জিত্য জরাসন্ধস্য মুখ্যত্বেঽপি সাল্বাদিত্বং সর্ব্বে রাজভিঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রপত্তৌ সম্মতায়ামপি সাল্বস্যৈব বা যুদ্ধপ্রবৃত্ত্যা তত্র তস্যৈব মুখ্যত্বাৎ, তচ্চ শ্রীহরিবংশে ব্যক্তম্। চৈদ্যস্য পক্ষগান্ সহায়ান্। সর্ব্বলোকানামন্যেষাং পশ্যতামিত্যনাদরে ষষ্ঠী। ইতি রাজ্ঞামিতি লজ্জাদিকং বোধয়তি। তার্ক্ষ্যঃ কশ্যপঃ॥ জী° ১৬-১৭॥

১৬-১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ১৬-১৭ দুটি শ্লোক একসঙ্গে 'ব্যাখ্যা'। **ভগবান্**—স্বয়ং ভগবান্—তথা তথা নিত্য বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। আরও তদানীং **গোবিন্দঃ**—[গো+বিন্দঃ=বিন্দ-(বিন্দ° —লাভে+শ)=লাভবান।] **গাং**—পৃথিবীতে বিন্দতীতি অর্থাৎ ক্রীড়া-বিশেষের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ। অতঃপর **শ্রিয়ো মাত্রাং**—লক্ষ্মীদেবী 'মাত্রাং' মাতি অর্থাৎ এতে সর্বপ্রকারে প্রবেশ করেন, কারণ ভগবানের মতই পরিপূর্ণামূর্ত্তি এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়াই উচিত। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে—"যথা জগৎ স্বামী দেবদেব জনার্দন অবতীর্ণ হন। তথা তৎসহায়িণী লক্ষ্মীদেবীও অবতীর্ণ হন।"—অতএব বলা হয়ে থাকে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীগোবিন্দ সদৃশী। অথবা, **গোবিন্দ**—গোকুলেন্দ্র অর্থাৎ গোকুল-চক্রবর্তী (গোকুলে স্বামীরূপে অবস্থিত) অর্থাৎ গোপীজন বিরহে অন্তরে দুঃখিত। যথা শ্রীমদ্ উদ্ধব প্রতি নিজ কাতরতা-বাষ্প উদ্গিরণ করেছিলেন—"গচ্ছোদ্ধব ব্রজম্"—(ভা° ১০।৪৬।৩) 'হে সৌম্য উদ্ধব তুমি ব্রজে গমন কর' ইত্যাদি দ্বারা। যেইরূপ উদ্গিরণ করবেন সর্বপ্রকট লীলান্তেও।—"তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতাঃ"—(শ্রীভা° ১১।১২।১১ ইত্যাদিভিঃ) অর্থাৎ 'হে উদ্ধব! রাধাদি গোপীগণ পূর্বে বৃন্দাবনে অবস্থানকালে প্রিয়তম আমার সহিত যে সকল রাত্রি ক্ষণার্ধ কাল-বুদ্ধিতে সুখে কাটিয়েছিল, তাই বিরহদশায় তাঁদের নিকট কল্পকাল প্রমাণ সুদীর্ঘ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।' ইত্যাদি দ্বারা। তাদৃশ হয়েও কেন তিনি রুক্মিণীকে বিবাহ করেছিলেন। এরই উত্তরে **শ্রিয়ো মাত্রাং**—শ্রিয়ো=গোপীদের 'মাত্রাং' অংশ=মূর্ত্তি ভেদ পর্যন্ত। এখানে 'শ্রিয়ো' শব্দে গোপী করা হল, [শ্রীব্র-সংহিতা ৫।৬৭] শ্লোকানুসারে যথা—'শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ' অর্থাৎ 'শ্রীবৃন্দাবনে মহালক্ষ্মী ব্রজসুন্দরীগণই কান্তা' ইত্যাদি অনুসারে গোপীদের মহালক্ষ্মী ভাব থাকা হেতু। আরও 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' (শ্রীভা° ১০।৪৭।৬০) অর্থাৎ 'রাসলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভুজদণ্ড দ্বারা গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করায় মনস্কামনা পূরণে তাঁদের যে অনুগ্রহ লাভ হয়েছিল, তা অহো বক্ষোবিলাসিনী একান্ত অনুরক্তা লক্ষ্মীদেবীরও হয় নি।' ইত্যাদি অনুসারে প্রসিদ্ধ শ্রীলক্ষ্মী থেকেও উৎকৃষ্টতম হওয়া হেতুই 'কুরুষু পাণ্ডব'—শব্দবৎ অর্থাৎ 'কুরুকুলের মধ্যে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ' শব্দবৎ 'মহালক্ষ্মীদের মধ্যে গোপী' নামান্তর প্রাপ্ত হেতু মহালক্ষ্মীর সঙ্গে গোপীদের অভেদ। তাঁদের মধ্যেও মুখ্যা শ্রীরাধারই 'মাত্রাম্' অংশ' ইতি বা। 'জ্ঞাতীন্ বো' ইতি—'হে পিতঃ! আপনারা এখন ব্রজে যান। আমরাও বসুদেবাদি সুহৃদ্গণের সুখবিধান করবার পর বিরহদুঃখ-কাতর জ্ঞাতি আপনাদের নয়নগোচর হয়ে থাকবার জন্য পরে ব্রজে গমন করব। আপাততঃ কিছুদিন এখানেই থাকছি।'—(শ্রীভা°১০।৪৫।২৩)' এই ভগবৎ-উক্তি অনুসারে যাদবাদি নিজগণের বিশেষ সুখার্থেই তাদৃশ বিবাহলীলাও স্বীকার করেছেন, এরূপ ভাব।—এরূপই পাদ্মকার্তিক মাহাত্ম্যে উক্ত হয়েছে, যথা—'কৈশোরে সেই গোপকন্যাগণ, যৌবনে রাজকন্যাগণ'।—আরও স্কান্দাদিতে 'দ্বারাবতীতে রুক্মিণী, আর রাধা বৃন্দাবনে বনে'। এইরূপে শক্তিবৈচিত্রী বোঝাবার জন্য প্রস্তুত শ্লোকে 'ভগবান্' শব্দটি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজোবাচ।

ভগবান্ ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্।
রাক্ষসেন বিধানেন উপযেমে ইতি শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥

১৮। **অন্বয়ঃ** [পূর্বং সামান্যতঃ শ্রুত্বা বিশেষেণ শ্রোতুম্ পৃচ্ছতি,—রাজোবাচ (পরীক্ষিৎ কথয়ামাস, গুরো!)]

ভগবান্ (সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) রুচিরাননাং (সুমুখীং) ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রাক্ষসেন বিধানেন উপযেমে ইতি (এবং) শ্রুতং (অস্মাভিরাকর্ণিতং)।

১৮। **মূলানুবাদঃ** পূর্বে বিবাহের কথা সামান্যরূপে শুনেছিলে বটে, কিন্তু বিশেষভাবে শুনবার ইচ্ছায় পরীক্ষিৎ মহারাজ বলছেন—

আমরা শুনেছি, সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ সুমুখী শ্রীরুক্মিণীদেবীকে রাক্ষস বিবাহের বিধি অনুসারে বিবাহ করেছিলেন।

অথবা, যে গোবিন্দ আমার পক্ষে গদাহস্তে কেশব (কেশীদৈত্য হন্তা), সেই গোবিন্দ প্রাতঃকালে আসক্তির সহিত তাঁর আমত্য-বেণুটি বাজাচ্ছেন।' (নারায়ণ ধর্ম অনুসারে) তথা নিত্যবিহারী সেই গোবিন্দই রুক্মিণীকে বিবাহ করলেন। তা কি করে সম্ভব? এরই উত্তরে, ভগবান্ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তথায় তথায়ও যুগপৎ প্রকাশবান্। যথা উদ্ধব মুখে ব্রজদেবীগণকে সান্ত্বনাদান, এরূপ ভাব। **স্বয়ম্বর ইতি**—শ্রীহরিবংশোক্ত সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করানো হচ্ছে, যথা—আরও অতঃপর শ্রীভগবৎ-উক্তি অনুসারে স্বয়ম্বর সভা স্থগিত হয়ে গেলে শিশুপালকে দান, মনে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে মহা আর্তি-ব্যস্ততায় খবর পাঠিয়ে হরণাদি বৃত্তান্ত। অথবা, নিজে এক ব্রাহ্মণপুত্রকে দ্বারকায় পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে তার প্রতি মনের গভীর অনুরাগের কথা এবং তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করে। **স্বয়ম্বরে**—'বরে' পতিত্বে শ্রীকৃষ্ণবরণ ॥ জী° ১৬-১৭ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মাত্রাং মূলভূতং সূক্ষ্মস্বরূপং তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দ ইতি বৎ কৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্বে তস্যা অপি স্বয়ং লক্ষ্মীত্বৌচিত্যাৎ ॥ বি° ১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ মাত্রাং**—মূলভূত সূক্ষ্মস্বরূপ,—তার 'মাত্রা' ইয়ত্তা, 'গুণঃ' শব্দবৎ (গুণঃ = স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ)। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হওয়া হেতু, রুক্মিণীদেবীরও লক্ষ্মী হওয়া উচিত ॥ বি° ১৬ ॥

১৮। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকাঃ** রাক্ষসেনেতি—বীরৈঃ প্রশস্যত্বাদেষাগ্যেনৈবেতি বিবক্ষিতম্। রুচিরাননামর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবদেবেতি; যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মনোহরমুখীমিতি মহাসৌন্দর্য্যমুপলক্ষয়তি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণেন বিবাহসৌষ্ঠবঞ্চ সম্মতম্ ॥ জী° ১৮ ॥

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
যথা মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ॥ ১৯॥

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ॥ ২০॥

১৯। **অন্বয়ঃ** ভগবন্ (হে সর্বজ্ঞ) যথা [ভগবান্] মাগধ-শাল্বাদিন্ জিত্বা কন্যাং [রুক্মিণীং] উপাহরৎ, অমিততেজসঃ কৃষ্ণস্য [তথা=তৎপ্রকারং] শ্রোতুমিচ্ছামি।

১৯। **মূলানুবাদ ঃ** হে সর্বজ্ঞ মুনিবর! যথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ-শাল্বাদিকে পরাজিত করত রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন তা পূর্বে সামান্যভাবে তো শুনেছি এখন সেই অমিত-তেজ তাঁর কথা আপনার মুখে বিশেষভাবে শুনতে চাই।

২০। **অন্বয় ঃ** হে ব্রহ্মন্ (মুনিবর) শ্রুতজ্ঞঃ (শ্রুতসারবিৎ) কঃ নু (কো নাম নরঃ) পুণ্যাঃ (মহাফলাঃ) মাধ্বীঃ (শ্রুতিসুখাঃ) লোকমলাপহাঃ নিত্যনূতনাঃ কৃষ্ণকথাঃ শৃণ্বানঃ (শৃণন) তৃপ্যেত (তৃপ্তো ভবেৎ) [ন কোঽপীর্থঃ পরন্তু শ্রবণস্পৃহা বর্দ্ধতে এব]।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** হে মুনিবর! শ্রবণাভিজ্ঞ কোন্ জন মহাফলদায়ক, শ্রুতিসুখকর, পাপবিনাশন, নিত্যনূতন কৃষ্ণকথা শ্রবণে তৃপ্ত হয়, কেউ হয় না—পরন্তু শ্রবণস্পৃহা তাদের বেড়েই যায়।

১৮। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—**ভগবান্**—সর্বশক্তিবান্, অতএব] **রাক্ষসেনইতি**—যুদ্ধে হরণের দ্বারা বিবাহ—রুক্মিণীদেবী বীরদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়া হেতু যোগ্যের দ্বারাই এ কাজটা হল, ইহাই বক্তব্য এখানে। **রুচিরাননাম্**—সুমুখী, এই শব্দে কৃষ্ণবৎ সর্বমহা-সৌন্দর্য উপলক্ষিত, অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ সৌষ্ঠব সর্বসম্মত॥ জী॰ ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রাক্ষসেন 'রাক্ষসো যুদ্ধহরণা'দিতিস্মৃতেঃ॥ বি॰ ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **রাক্ষসেন**—প্রতিপক্ষ বীরদের সহিত যুদ্ধ করত হরণ হেতু 'রাক্ষস বিবাহ'—স্মৃতি অনুসারে॥ বি॰ ১৮॥

১৯। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** যথোপাহরত্তথা তৎপ্রকারং শ্রোতুমিচ্ছামঃ, অতএব নির্গলিতার্থ-স্তৈর্ব্যাখ্যাতো বিশেষতস্ত্বিতি। অমিততেজসোঽপীতি—সদ্যঃ সংহর্ত্তুং শক্তাবপি কৌতুকেন মধুরলীলাভিপ্রেতা॥ জী॰ ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** **যথা**—যথা হরণ করেছিলেন, 'তথা' তৎপ্রকারই

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ।
রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্।
তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা ॥ ২১ ॥

২১। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—বিদর্ভাধিপতিঃ ভীষ্মকঃ নাম মহান্ রাজা আসীৎ, তস্য পঞ্চপুত্রাঃ একাবরাননা (সুমুখী) কন্যা চ অভবন্ (জাতাঃ)।

২১। **মূলানুবাদ :** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ! বিদর্ভদেশের (বর্তমান বেরার) অধিপতি ভীষ্মক নামক এক গুণবান-নরপতি ছিলেন। তাঁর পাঁচটি পুত্রএবং মনোহরবদনা এক কন্যা ছিল।

শুনতে ইচ্ছা করছি,- অতএব নির্গলিত অর্থ শ্রীধরের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে, যথা—পূর্বে সামান্য-ভাবে তো শুনেছি বিশেষভাবে শুনতে চাই এখন আপনার মুখে ॥ জী° ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** কথারূপত্বেন সুখসাধ্যা অপি পুণ্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মমূলরূপাঃ কো ধর্ম্মার্থী তাবৎ শৃণ্বংস্তৃপ্যেৎ? যথা মাধ্বীঃ পরমমধুররসার্থরূপাঃ কোঽর্থার্থী কামার্থী বা শৃণ্বংস্তৃপ্যেৎ? তথা লোকমাত্রাণাং মলস্য পাপাদ্যবিদ্যাদোষস্যাপহন্ত্রীঃ কো মোক্ষার্থীশৃণ্বংস্তৃপ্যেৎ? তথা নিত্যনূতনাঃ 'সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গঃ' (শ্রীভা° ১০।১৩।২) ইত্যাদি-ন্যায়েন প্রতিপদং প্রোন্মীলৎপ্রেমানন্দদঃ কো বা ভক্ত্যর্থী শৃণ্বংস্তৃপ্যেৎ? শৃণ্বন্নিতি—শ্রবণমাত্রেণ লভমান ইত্যর্থঃ। শ্রুতজ্ঞ ইতি—যদি তত্তত্তাৎপর্য্যং বেদেত্যর্থঃ। অবধিরমাত্র ইতি বা ॥ জী° ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **কৃষ্ণকথাঃ**—ইহা কথারূপা হওয়া হেতু সুখসাধ্য হলেও অর্থাৎ সহজে বুঝা গেলেও ইহা **পুণ্যাঃ**—সর্বধর্মমূলরূপা **কঃ** কোন অর্থী কামার্থী শুনতে শুনতে তৃপ্তি লাভ করে? অর্থাৎ অতৃপ্ত থেকেই যায়। তথা **লোকমলাপহাঃ**—লোকমাত্রেরই 'মলস্য' পাপাদি অবিদ্যাদোষের অপহরণকারী 'কঃ' কোন মোক্ষার্থী শুনতে শুনতে তৃপ্তি লাভ করে অর্থাৎ কেউ করে না। **শ্রুতজ্ঞঃ**—শ্রুতসারবিৎ শ্রবণমাত্রেই সারবিৎ জন এমন কে আছে যে, কৃষ্ণকথায় তৃপ্তি লাভ করে অর্থাৎ শ্রুতজ্ঞ সবাই অতৃপ্তই থাকে।

তথা **নিত্যানূতনাঃ কৃষ্ণকথাঃ**—"সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গঃ"—(শ্রীভা° ১০।১৩।২) অর্থাৎ 'সারগ্রাহী সাধুদের স্বভাবই এই প্রকার। এঁদের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান্" ইত্যাদি যুক্তিতে কৃষ্ণকথায় প্রতিপদে প্রেমানন্দ উচ্ছলিত হয়ে উঠে। শ্রবণপর কোন বা ভক্ত্যর্থী তৃপ্তিলাভ করে? অর্থাৎ কেউ করে না। **শৃণ্বন্ ইতি**—শ্রবণদ্বারে মাত্র গৃহীত। **শ্রুতজ্ঞো**—যদি সেই কৃষ্ণকথার তাৎপর্য বুঝতে পারে, বা শেষপর্যন্ত ভালভাবে বুঝতে পারে যে জন ॥ জী° ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মাধ্বীর্মধুরাঃ। শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ ॥ বি° ২০ ॥

রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষাং স্বসা সতী॥ ২২ ॥

সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্য্যগুণশ্রিয়ঃ।
গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিম্ ॥ ২৩ ॥

২২। **অন্বয় ঃ** [তন্মধ্যে] অগ্রজঃ রুক্মী, অনন্তরঃ রুক্মরথঃ রুক্মবাহুঃ রুক্মকেশঃ রুক্মমালী ; এষাং স্বসা (সহোদর ভগিনী) সতী (রূপগুণৈরুত্তমা) রুক্মিণী [অসৌদিতি শেষঃ]।

২২। **মূলানুবাদ ঃ** ঐ পঞ্চপুত্র মধ্যে রুক্মীই সর্বজ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় রুক্মরথ, তৃতীয় রুক্মবাহু, চতুর্থ রুক্মকেশ, পঞ্চম রুক্মমালী, এবং সর্বকনিষ্ঠ এদের সহোদরা ভগিনী রূপগুণে উত্তমা। পিতার প্রেমপাত্রী শ্রীরুক্মিণী।

২৩। **অন্বয় ঃ** সা (শ্রীরুক্মিণী) গৃহাগতৈঃ (পিতৃগৃহসমাগতৈঃ সর্বৈরেব জনৈঃ) গীয়মানাঃ মুকুন্দস্য (পরমাপ্রদস্য শ্রীভগবতঃ) রূপবীর্য্য গুণশ্রিয়ঃ (রূপং, 'বীর্যং' পরাক্রমং, 'গুণান্' শ্রিয়ঃ সম্পদশ্চ) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) তং (শ্রীকৃষ্ণমেব) সদৃশং (স্বযোগ্যং) পতিং মেনে (নির্দ্ধারিতবতী)

২৩। **মূলানুবাদ ঃ** সেই রুক্মিণী পিতার গৃহাগত জনগণ কর্তৃক গীয়মান-পরমানন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-পরাক্রম-বিবিধনৈপুণ্যাদি গুণ ও সম্পদের বিষয় অবগত হয়ে সেই শ্রীকৃষ্ণকেই স্বযোগ্য পতি বলে নির্দ্ধারণ করলেন।

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মাধ্বী**—মধুর মধুর, যারা শোনে তাদের কাছে॥ বি°২০ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** গুণৈর্মহান্ ; 'কন্যৈকা রুচিরাননা' ইতি কন্যকা তু বরাননেতি পাঠে পূর্ব্ববদেব তাৎপর্য্যম্॥ জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ মহান্**—গুণে মহান্ ; 'কন্যৈকারুচিরাননা' অর্থাৎ কন্যা একটি, মাধুরীতে ভরা মুখটি তাঁর। পাঠ ভেদ 'বরাননা' একই তাৎপর্য॥ জী° ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অনন্তর ইতি—রুক্মরথাদৌ সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ক্রমজাতত্ব-বিবক্ষয়া সা চ রুক্মিণ্যাঃ সর্ব্বকনিষ্ঠাত্বেন পিত্রোঃ প্রেমপাত্রত্ববিবক্ষয়া চ। সতী রূপগুণৈ-রুত্তমা॥ জী০ ২২ ॥

২২। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ অনন্তর ইতি**—পুত্র রুক্মরথের থেকে আরম্ভ করে পর পর সর্বত্র অন্বয় হবে। ক্রমানুসারে জাত, এরূপ বক্তব্য হওয়া হেতু কন্যা রুক্মিণী সর্ব-কনিষ্ঠা, এহেতু সে পিতার অতি প্রেমপাত্রী এইরূপই বক্তব্য এখানে॥ জী° ২২ ॥

তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্যরূপশীলগুণাশ্রয়াম্।
কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্য্যাং সমুদ্বোঢ়ুং মনো দধে ॥ ২৪ ॥

২৪। **অন্বয় ঃ** কৃষ্ণশ্চ (সর্বচিত্তাকর্ষকগুণো ভগবানপি) বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্যরূপশীলগুণাশ্রয়াং [অতএব] সদৃশীং (নিজযোগ্যাং) ভার্য্যাং তাং (শ্রীরুক্মিণীং) সমুদ্বোঢ়ুং ('সম্যক্' অর্থাৎ যুদ্ধহরণাদিনা উদ্বোঢ়ুং) মনো দধে (নিশ্চিকায়)।

২৪। **মূলানুবাদ ঃ** সর্বচিত্তাকর্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি-সৎস্ত্রীলক্ষণ-মহানুভাবতা সৌন্দর্য-সৌকুমার্য প্রভৃতি গুণনিবহের আশ্রয়ীভূতা-অতএব স্বযোগ্যা ভার্যারূপা রুক্মিণীকে যুদ্ধে হরণ করত বিবাহ করতে স্থির করলেন।

২৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** শ্রীঃ সম্পৎ, বীর্য্যগুণান্তর্গতত্বেঽপি পৃথগুক্তিঃ, ক্ষত্রিয়াত্বেন তস্য বিশেষাপেক্ষয়া পরমানন্দপ্রদত্বে রূপাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বাধিক্যমূহ্যম্। তা উপ সমীপ এব শ্রুত্বা ; কথম্ ? পিতুর্গৃহ-মাগতৈঃ সর্ব্বৈরেব গীয়মানাঃ কবিভির্গীততয়া নিবদ্ধত্বাৎ, প্রীত্যা মধুরস্বরেণোচ্চৈর্বর্ণ্যমানত্বাচ্চ ; সদৃশং যোগ্যমাত্মনস্তাদৃশত্বাৎ ॥ জী॰ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** রূপবীর্য্যগুণশ্রিয়ঃ—'শ্রীঃ' সম্পৎ 'বীর্য্য' গুণের অন্তর্গত হলেও ইহার পৃথক্ উক্তি করার কারণ, ক্ষত্রিয় বলে কৃষ্ণের পক্ষে বিশেষ অপেক্ষা হেতু। পরমানন্দপ্রদত্বে রূপাদির পূর্বপূর্ব থেকে আধিক্য—অর্থসঙ্গতির জন্য এরূপ কল্পনীয়। সেই সব কথা নিকট থেকেই শুনে ; কি করে শুনলেন ? পিতার গৃহে আগত সকলের দ্বারা বলাবলি হচ্ছিল—আর কবিগণের দ্বারা ছন্দে-বন্দে গীত হচ্ছিল, প্রীতিতে মধুর স্বরে উচ্চকণ্ঠে—তাদৃশ হওয়া হেতু নিজের সদৃশ ও যোগ্য ॥ জী॰ ২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** লক্ষণং স্বীয়ভগবল্লক্ষ্মবল্লক্ষ্মীলক্ষ্ম। ঔদার্য্যং বদান্যত্বং, কুলীনত্বাদি মহত্ত্বং বা, শীলং সুস্বভাবঃ ; গুণাঃ সৌকুমার্য্য-সৌরভ্যাদয়ো লজ্জাদয়শ্চ, তৈরাশ্রিয়ত ইত্যাশ্রয়ং, স্ত্রীত্বমার্ষং, তেষামাশ্রয় আশ্রয়ণং যস্যামিতি বা, চ অপি, কৃষ্ণঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকগুণো ভগবানপি বুদ্ধ্যাদেগুর্ণান্তর্গতত্বেঽপি পৃথগুক্তিঃ, পূর্ব্ববত্তদ্বিশেষাভিপ্রায়েণ, অতএব সদৃশীম্। অত্র চরণচিহ্নাদিলক্ষণানাং সাদৃশ্যং দক্ষিণ বামবিপর্যয়েণেতি গম্যতে. স্ত্রীপুরুষয়োঃ সামুদ্রকাদৌ তথা প্রশস্তত্বাৎ। বুদ্ধ্যাদীনাং পূর্ব্বোত্তরানুক্রমাভাবঃ। সাদৃশ্যে সর্ব্বেষামেবাপ্রাধান্যাপেক্ষয়া। সম্যক্ যুদ্ধহরণাদিনাপি উদ্বোঢ়ুং মনো দধে, নিশ্চিকায়, সদাইচিন্তয়দ্বা ; অথবা সদৃশীং তাদৃশবুদ্ধ্যা-দিভির্লক্ষণৈ রাধাদ্যৈকাত্মকত্মাদিতি ভাবঃ। অতএব মনো দধে, এতাবন্তং কালং মনোঽপি ন দধ ইতি ভাবঃ ॥ জী॰ ২৪ ॥

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ।
ততো নিবার্য্য কৃষ্ণদ্বিড্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥ ২৫।

২৫। **অন্বয় ঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণদ্বিট্ (কৃষ্ণং দ্বেষ্টি ইতি তথা—শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী) রুক্মী কৃষ্ণায় ভগিনীং দাতুং ইচ্ছতাং বন্ধূনাং (ইচ্ছতঃ পিত্রাদিন্ অনাদৃত্য) ততঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) নিবার্য্য (বলপূর্বকং তান্ বারয়িত্বা) চৈদ্যং (শিশুপালং) [তস্যবরং] অমন্যত (নিশ্চিকায়)।

২৫। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! রুক্মী-শ্রীকৃষ্ণহস্তে শ্রীরুক্মিণী সম্প্রদানার্থ সমুৎসুকিত চিত্তে পিত্রাদি বন্ধুবর্গকে অনাদর করত শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরুক্মিণী সম্প্রদান—কামনা থেকে বলপূর্বক তাদিকে নিবারণ করত 'শিশুপালকেই ভগিনীর উপযুক্ত বররূপে মনোনীত করল।

২৪। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্য রূপশীলগুণাশ্রয়ায় —'লক্ষণং' স্বীয় ভগবৎলক্ষণবৎ লক্ষ্মীলক্ষণ 'তাং' রুক্মিণীকে, 'ঔদার্যং' বদান্যতা, বা কুলীনত্বাদি শ্রেষ্ঠত্ব, **শীলঃ**—সুস্বভাব, **'গুণাঃ'**—সৌকুমার্য-সৌরভ্যাদি-লজ্জাদি—**আশ্রয়ায়**—এত সবের আশ্রয় স্থান রুক্মিণীকে। **কৃষ্ণ চ**—এখানে 'চ' শব্দে অপি অর্থাৎ সর্বচিত্তাকর্ষকগুনবিশিষ্ট ভগবানও 'বুদ্ধি' প্রভৃতি গুণের অন্তর্গত হলেও পৃথক উক্তি, পূর্ববৎ সেই সেই বিশেষ অভিপ্রায়ে। অতএব **সদৃশীং ভার্য্যাং**—[শ্রীবলদেব—স্বযোগ্য ভার্যা] অত্র চরণচিহ্ন লক্ষণসমূহের সাদৃশ্য, দক্ষিণবাম বিপর্যয়ে, স্ত্রীপুরুষের সামুদ্রিক চিহ্নাদি বিষয়ে তথা প্রশস্ত হওয়া হেতু (অর্থাৎ কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের চিহ্ন রুক্মিণীর বামচরণে। আর বামচরণের চিহ্ন দক্ষিণ চরণে এরূপ দক্ষিণ-বাম বিপর্যয়ে, এরূপ বুঝতে হবে।) 'বুদ্ধি-লক্ষণ' প্রভৃতির আগে পরে অনুক্রম-অভাব।—সাদৃশ্যে সবগুলিরই প্রাধান্য অপেক্ষা হেতু। **সম্যুদ্বোঢ়ুং**—[সম্যক্+উদ্বোঢ়ুং] প্রয়োজনে 'সম্যক্' বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত হরণাদি দ্বারাও নিয়ে গিয়ে 'উদ্বোঢ়ুং' বিবাহ করতে মনে নিশ্চয় করলেন বা সদা চিন্তা করতে লাগলেন। **উদ্বোঢ়ুং**—বিবাহ করতে **মনোদধে**—মনে মনে নিশ্চয় করলেন, বা সদা চিন্তা করতে লাগলেন অথবা **সদৃশীং**—তাদৃশ বুদ্ধি-আদি লক্ষণের দ্বারা রাধাদির সহিত সমতা হেতু, ইতি ভাব। এই কারণেই 'মনো দধে' মনে মনে নিশ্চয় করলেন বিবাহ করতে। এতাবৎকাল মনও করেন নি, ইতিভাব॥ জী° ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব॰ বৈঃ তো॰ টীকা ঃ** তথাপ্যঞ্জসা বিবাহে হেতুমাহ—বন্ধূনামিতি। পিত্রাদীনাং সর্ব্বেষামনাদরে ষষ্ঠী। এবং মুনীন্দ্রেণ ভীষ্মকস্য সাধুত্বমেব দর্শিতম্। তথাগ্রে পুত্রস্নেহবশানুগইত্যত্র, মহামতিরিত্যত্র চ তৈরপি ব্যাখ্যাস্যতে। ততস্তস্মাৎ কৃষ্ণাদ্ভগিনীদানং তান্ বন্ধূন্ বা নিবার্য্য; হে নৃপেতি পরমাশ্চর্য্যত্বাৎ॥ জী° ২৫॥

তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্ম্মনা ভৃশম্।
বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্দ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

২৬। **অন্বয়ঃ** অসিতাপাঙ্গী (সুনীলকটাক্ষা) বৈদর্ভী (শ্রীরুক্মিণী) তৎ (ভ্রাতুর্নিশ্চিতং) অবেত্য (জ্ঞাত্বা) ভৃশং (নিতরাং) দুর্ম্মনা (দুঃখিতচিত্তা) [সতী] কঞ্চিৎ, দ্বিজং (পুরোহিতং কনিষ্ঠ পুত্রং) আপ্তং (বিশ্বস্তং) বিচিন্ত্য (বিচার্য্য) দ্রুতং কৃষ্ণায় (কৃষ্ণমানেতুং) প্রাহিনোৎ (প্রেরয়ামাস)।

২৬। **মূলানুবাদ ঃ** সুনীল কটাক্ষা বিদর্ভ তনয়া শ্রীরুক্মিণী ভাই রুক্মীর মনোভাব অবগত হয়ে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তা হলেন, এবং পুরোহিতের কনিষ্ঠ পুত্রকে বিশ্বাসী মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে আনার জন্য শীঘ্র তাঁকেই পাঠালেন।

২৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** বিবাহ নিশ্চয় করলেও, ইহা সম্পাদন না হওয়ার কারণ বলা হচ্ছে—**ইচ্ছতাম্ বন্ধূনাম্ ইতি**—[অনাদরে ষষ্ঠী] কন্যা দান করতে ইচ্ছুক বন্ধু সকলকে এ কাজ থেকে নিবারণ করত ইত্যাদি, এইরূপে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেব পিতা ভীষ্মকের সাধুত্ব দেখালেন। তথা অগ্রে (১০।৫৩।৭) শ্লোকের 'পুত্রস্নেহবশানুগ' [শ্রীধরস্বামি কৃত ব্যাখ্যা—ভীষ্মক সাধুবলে প্রসিদ্ধ হলেও পুত্রস্নেহের বশ হয়েই শিশুপালকে কন্যা সম্প্রদানে রাজি হলেন—এতে শিশুপালে তার অনভিরুচি ব্যঞ্জিত হল, আরও **মহামতিঃ**—'মহামতি' বাক্যের দ্বারা ভীষ্মকের সাধুত্ব সূচিত হচ্ছে, বিলক্ষণ কন্যাকে বিবাহ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণই আগত হয়েছেন, তাই বরোচিত বিধিতে তাঁকে পূজা করলেন মহামতি ভীষ্মক।] এর থেকে বুঝা যাচ্ছে ভীষ্মক কৃষ্ণকে কন্যাদানেই ইচ্ছুক ছিলেন 'ততঃ' তাই বলা হচ্ছে, 'ইচ্ছতাম্ বন্ধূনাম্ ইতি' শিশুপাল থেকে অন্যজন কৃষ্ণকে ভগিনীদানে ইচ্ছুক পিতাদিকে নিবারণ করত শিশুপালকে বররূপে নির্ণয় করেছিল। **নৃপ!** হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পরম আশ্চর্য শ্রীশুকদেবের সম্বোধন ॥ জী॰ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভগিনীং কৃষ্ণায় দাতুমিচ্ছতো বন্ধূন্ পিত্রাদীন্ অনাদৃত্য স্ববলাদেব ততঃ কৃষ্ণাত্তান্নিবার্য্য রুক্মী তাং দাতুং বরং চৈদ্যং অমন্যতেত্যন্বয়ঃ ॥ বি॰২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ভগিনীকে কৃষ্ণের কাছে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক পিতাদিকে গা-জোরি অনাদর করত **ততঃ**—কৃষ্ণের সহিত বিবাহ সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করে রুক্মী **তাং ভগিনীং**—ভগিনী রুক্মিণীকে বিবাহ দেওয়ার জন্য বররূপে **চৈদ্যম্**—শিশুপালকে মনোনীত করল ॥ বি॰২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব॰ বৈ॰তো॰ টীকা ঃ** অসিতাপাঙ্গীতি—কাতর্য্যেণ তন্মালিন্যাতিশয়স্মরণাৎ; যদ্বা, অসিতে শ্রীকৃষ্ণে তদ্বর্ত্মনি অপাঙ্গং যস্যাঃ সা, অতএব বিচিন্ত্য লজ্জাদিপরিত্যাগেন স্বয়মেব কর্ত্তব্যং তৎসহায়ঞ্চ নিশ্চিত্য; যদ্বা, হন্ত ঝটিত্যেব ভ্রাত্রাদিভির্মম দুর্ব্ববাহে নিশ্চয়ঃ কৃতঃ; তত্রাস্য-

দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ।
অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** সঃ (দ্বিজঃ) দ্বারকাং সমভ্যেত্য (নির্বিঘ্নং এত্য) প্রতীহারৈঃ (দ্বারপালৈঃ) প্রবেশিতঃ (স্তুত্যাদিনা মার্গদর্শনেনান্তঃ প্রবেশিত সন্) কাঞ্চনাসনে আসীনং আদ্যং (শ্রেষ্ঠং) পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণং) অপশ্যৎ।

২৭। **মূলানুবাদঃ** সেই দ্বিজ নির্বিঘ্নে দ্বারকায় পৌঁছে গেলে দ্বারপালের দ্বারা স্তুত্যাদির সহিত দর্শিত পথে অন্দরমহলে প্রবেশিত হয়ে কাঞ্চন আসনে অধিষ্ঠিত আদ্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন।

পর্য্যন্তং তেন তু যোগ্যেনাপি সর্ব্বং জ্ঞাত্বাপি যদনুসন্ধানং ন কৃতং, তৎ কুত্রাপ্যন্যত্র তস্য পরমাসক্তি-র্ভবেৎ। শ্রূয়ন্তে চ গোকুলে পরমপ্রেয়স্যঃ, অতো নিজজনন্যাদিষু তদেকবরণং বিনা নিজমরণাদিকং শ্রাবিতমপি অকিঞ্চিৎকরং, কিন্তু তস্মিন্নেব তৎ শ্রাবিতং কথঞ্চিৎ সিদ্ধিকরং, যতস্তেন গুণিশেখরেণ প্রপন্নজনমাত্রদুঃখাসহিষ্ণুতয়া স্বদুঃখমপি সংব্রিয়ত ইতি চ শ্রূয়তে। যথা—সৈরিন্ধ্রী প্রসঙ্গে তস্মান্ময়া লজ্জাদিপরিত্যাগেন যোঽসৌ দূতঃ সন্দেশশ্চ বিধেয় এব। যদি চ তথাপি তেন নাঙ্গীক্রিয়েয়, তদা প্রথমমেব প্রাণান্ জহ্যামিতি বিচার্য্য ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **অসিতাপাঙ্গী**—[অসিত=কাল] কাতরতায় চোখের কোলে যে কালি, তারই স্মরণে শ্রীশুকদেবের এই উক্তি। অথবা, 'অসিতে' শ্রীকৃষ্ণের পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ যার সেই রুক্মিণী। অতএব **বিচিন্ত্য**—লজ্জাদি পরিত্যাগ করে নিজে নিজেই কর্তব্য ও তার সহায় নিশ্চয় করলেন রুক্মিণীদেবী। অথবা, সেই দ্বারকায় আজ পর্যন্ত সেই যোগ্য কৃষ্ণের দ্বারাও, সবকিছু জেনেও যেহেতু অনুসন্ধান করা হয়নি, তাতে মনে হচ্ছে কুত্রাপি অন্যত্র তার পরম আসক্তি হয়ে থাকবে। শোনাও গিয়েছে গোকুলে তাঁর বহু প্রেয়সী রয়েছে। অতএব নিজ জননী প্রভৃতির নিকট, একমাত্র তাঁকেই বরণ বিনা নিজমরণাদি নিবেদন করলেও উহা অকিঞ্চিৎকর হবে। কিন্তু স্বয়ং তাঁর নিকট উহা শুনালে কথঞ্চিৎ সিদ্ধিকর হবে। কারণ শোনা যায়, সেই গুণিশেখর প্রপন্নজনমাত্রের দুঃখ অসহিষ্ণুতায় স্বদুঃখও বরণ করেন। যথা—কুব্জার প্রসঙ্গে দেখা যায়। সুতরাং আমার পক্ষে লজ্জাদি পরিত্যাগ করত তাঁর নিকটেই দূতের হাতে সন্দেশ পাঠানোই যুক্তিযুক্ত। যদি ইহাতেও তাঁর দ্বারা আমি অঙ্গীকৃত না হই, তা হলে প্রথমেই প্রাণ ত্যাগ করব, এরূপ বিচার করাই ঠিক॥ জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কৃষ্ণায় কৃষ্ণমানেতুম্॥ বি° ২৬॥

দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ ।
উপবেশ্যার্হয়াঞ্চক্রে যথাত্মানং দিবৌকসঃ ॥ ২৮ ॥

২৮। [শ্রীকৃষ্ণ] তম্ ব্রহ্মণ্যদেবং (ব্রাহ্মণং) দৃষ্ট্বা নিজাসনাৎ অবরুহ্য উপবেশ্য (তম্ আসনে স্থাপয়িত্বা) যথা দিবৌকসঃ আত্মানং (দেবা যথা 'আত্মানং' শ্রীকৃষ্ণং আরাধয়ন্তি তথা তং দ্বিজং) অর্হয়াঞ্চক্রে (পূজয়ামাস)।

২৮। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ব্রাহ্মণকে দেখে নিজ সিংহাসন থেকে নেমে এসে আসনে বসিয়ে পূজা করলেন, যেরূপে দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করে থাকে।

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে আনবার জন্য ॥ বি° ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকাঃ** স দ্বিজঃ অভি আভিমুখ্যেনৈব, ন তু ভ্রান্তির্বক্রগত্যা এত্য প্রাপ্যেতি দৈবানুকূল্যং দর্শিতম্—প্রতীহারৈরিতি ; বহুত্বমেকৈকশঃ ক্রমেণ প্রবেশনেঽপি দ্বারাণাং বাহুল্যেন তেষামপি বাহুল্যাৎ। প্রকর্ষেণ স্তুত্যাদিনা মার্গদর্শনেনান্তর্বেশিতঃ সন্। আদ্যং সর্ব্বাংশিনং পুরুষং শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ। কাঞ্চনাসন ইতি—শ্যামসুন্দরস্যাধিকশোভা সূচিতা ॥ জী° ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদঃ স**—দ্বিজ **সমভ্যেত্য**—[সম্ + অভি + এত্য] সামনা সামনি সোজা গিয়ে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন, পথভুলে ঘোরা পথে নয়।—এরূপে দৈবানুকূল্য দেখান হল। **প্রতীহারৈঃ প্রবেশিত**—পুরমধ্যে দ্বারপালের দ্বারা নীত হল—'প্রতীহার' শব্দে বহুবচন ব্যবহার করা হল, এক এক করে ক্রমে প্রবেশনেও দ্বারের বাহুল্যে দ্বারপালের বাহুল্য হেতু। **প্রাবেশিতঃ**—প্রবেশ—[প্র + বিশ = (প্রবেশ করা) + অ (ভা°)] 'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ অতিশয় স্তুত্যাদির সহিত পথ দেখাতে দেখাতে অন্দর মহলে নীত হলেন। **অপশ্যদাদ্যং পুরুষং**—সর্বাবতার অবতারী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন 'কাঞ্চনাসনে'—এতে শ্যামসুন্দরের শোভা ঔজ্জ্বল্য সূচিত হল॥ জী° ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রতীহারৈর্দ্বারপালৈঃ॥ বি° ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রতীহারৈঃ**—দ্বারপালগণের দ্বারা॥ বি° ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকাঃ** দৃষ্ট্বা দূরাদেবালোক্য। অর্হণে হেতুঃ—ব্রহ্মণ্যদেবঃ সর্ব্বারাধ্যোঽপি ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণভক্তঃ সৌশীল্যাত্তাদৃশ ইত্যর্থঃ। যথেতি দৃষ্টান্তেন পরমভক্তিং বোধয়তি॥ জী° ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ তংদৃষ্ট্বা**—ব্রাহ্মণকে দূর থেকে দেখে (কৃষ্ণ আসন থেকে নেমে এসে পূজা করলেন।) এই পূজায় হেতু কৃষ্ণ **ব্রহ্মণ্যদেবঃ** সৌশীল্য হেতু কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ভক্ত। **যথা ইতি**—এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রাহ্মণে তাঁর পরমভক্তি বোঝানো হল॥ জী° ২৮॥

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ।
পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত ॥ ২৯ ॥

কচ্চিদ্দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ।
বর্ত্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সন্তুষ্টমনসঃ সদা ॥ ৩০ ॥

২৯। **অন্বয়ঃ** সতাং গতিঃ (সাধূনাং আশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অব্যগ্রঃ (আতিথ্যসিদ্ধ্যা স্বস্থ চিত্তঃ সন্) ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং তং (দ্বিজম্) উপগম্য (সমীপে গত্বা) পাণিনা পাদৌ অভিমৃশন্ (শনৈঃ সংমর্দয়ন্) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসিতবান্)।

২৯। **মূলানুবাদঃ** সাধুদের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ আতিথ্যকর্ম সম্পন্ন হওয়ায় সুস্থচিত্ত হয়ে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক ধীরে ধীরে তদীয় পাদদ্বয় সম্বাহন করতে করতে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

৩০। **অন্বয়ঃ** [হে] দ্বিজবর শ্রেষ্ঠ! সদা সন্তুষ্ট মনসঃ তে (তব) বৃদ্ধসম্মতঃ (প্রাচীন দ্বাদশ ভক্তানাং, আধুনিক স্বগুরু প্রভৃতীনাঞ্চ সম্মতঃ) ধর্ম্মঃ নাতিকৃচ্ছ্রেণ (অনতিকষ্টেন) বর্ত্ততে কচিৎ (অনুষ্ঠীয়তে কিম্)।

৩০। **মূলানুবাদঃ** হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ! সদা সন্তুষ্টচিত্ত আপনার প্রাচীন সম্মত (প্রাচীন দ্বাদশ ভক্ত ও আধুনিক স্বগুরু প্রভৃতিদের সম্মত) ধর্মানুষ্ঠান অনতিকষ্টে অর্থাৎ অনায়াসে সম্পন্ন হচ্ছে কি?

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** আত্মানং স্বং যথা দেবা অর্হয়ন্তি ॥ বি° ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আত্মানং**—নিজেকে যথা দেবতাগণ পূজা করেন ॥বি° ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অব্যগ্র আতিথ্যসিদ্ধান্যপরিত্যাগেন যা স্বস্থচিত্তঃ সন্নপৃচ্ছৎ; যতঃ সতাং সদ্ধর্ম্মাণাং গতিঃ প্রথমাশ্রয়ঃ ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ অব্যগ্র**—আতিথ্যসিদ্ধি হেতু অন্যকৃত্য পরিত্যাগ করত 'পৃচ্ছৎ' জিজ্ঞাসা করলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ **সতাং**—সাধুধর্ম সমূহের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ॥ জী° ২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** দ্বিজবরেষু তৎশ্রেষ্ঠেষ্বপি শ্রেষ্ঠঃ। তাদৃশত্বে কারণান্যেব পাদোনচতুর্ভির্দর্শয়ন্ তেষাং মূলমাদৌ সদয়প্রশ্নপূর্ব্বকং স্থাপয়তি—ধর্ম্ম ইতি। যজ্ঞাদিঃ বৃদ্ধানাং প্রাচীন-দ্বাদশভক্তানামাধুনিক-স্বগুরুপ্রভৃতীনাং চ সম্মত ইতি ধর্ম্মস্য তাবৎ শুদ্ধতা বর্ত্তত এব, কিন্তু কচ্চিৎ

সন্তুষ্টো যর্হি বর্ত্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্ম্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্॥ ৩১॥

৩১। **অন্বয়ঃ** যর্হি (যদা) স্বাৎধর্ম্মাৎ (স্বকীয় ধর্ম্মাৎ) অহীয়মানঃ (অস্খলিতঃ) ব্রাহ্মণঃ যেন কেন চিৎ সন্তুষ্টঃ বর্ত্তেত [তর্হি] সঃ [ধর্ম] হি অস্য অখিলকামধুক্ (অখিল কামদোগ্ধা ভবতি)।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম থেকে চ্যুতিরহিত হয়ে অযত্ন লব্ধ দেহ ধারণ উপযুক্ত যে কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ধর্মই তাঁর অখিল অভিলাষ পূরণ করে থাকে।

নাতিকৃচ্ছ্রেণ অনতিদুঃসম্পাদ্যেন বর্ত্তত ইত্যেব পৃচ্ছ্যত ইত্যর্থঃ। দুঃখং বিনা ধর্ম্মাসিদ্ধ্যা সুখেনেত্যনুক্তিঃ। অতিদুঃখস্য চানভীষ্টত্বাদতিশব্দঃ, স চ বৃত্ত্যাদেঃ, সন্তুতা প্রাপ্যত্বাদিকং বোধয়তি। ননূদ্যমে কৃতে কথং তৎ স্যাৎ? তত্রাহ—সদা প্রাপ্ত্যভাবেঽপি সন্তুষ্টমনস ইতি॥ জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ দ্বিজবর শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ দ্বিজদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। এরূপ শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ পরবর্তী তিনটি শ্লোকে দেখাতে গিয়ে তাদের মূল প্রথমে সদয়প্রশ্ন পূর্বক স্থাপন করছেন, ধর্ম ইতি অর্থাৎ আপনার ধর্মানুষ্ঠান অনতিকষ্টে সম্পন্ন হচ্ছে কি? **বৃদ্ধসম্মতঃ ধর্ম্মঃ**—'বৃদ্ধদের' অর্থাৎ প্রাচীন-দ্বাদশ ভক্তদের ও আধুনিক স্বগুরু প্রভৃতিদের সম্মত ধর্ম। ধর্ম বলতে তাবৎ শুদ্ধতা রয়েছেই বুঝা যায়, কিন্তু **কচ্চিৎ নাতিকৃচ্ছ্রেণ**—অনতি [ন+অতি] কষ্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি? এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন। দুঃখ বিনা ধর্ম অসিদ্ধি হেতু, 'সুখে' এই কথাটা তোলা হল না। 'অতিদুঃখ' বলাও অভীষ্ট না হওয়া হেতু 'অতি' শব্দ। **সদা সন্তুষ্টমনসঃ**—বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সর্বদা প্রাপ্তি প্রভৃতি বুঝানো হল। আচ্ছা বিনা উদ্যমে তা কি করে হতে পারে? এরই উত্তরে সদা প্রাপ্তি অভাবেও সন্তুষ্টমনা ইতি॥ জী° ৩০॥

২৯-৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অভিমৃশন্ সংবাহয়ন্ অব্যগ্রঃ তদ্বিবাহার্থমন্তর্বৈয়গ্র্যে সত্যপীতি ভাবঃ॥ বি° ২৯-৩০॥

২৯-৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অভিমৃশন্ পাদৌ**—পা দুটি টিপতে টিপতে। **অব্যগ্রঃ**—সেই বিবাহের জন্য অন্তরে ব্যগ্রতা থাকলেও অব্যগ্রভাবে॥ বি° ২৯-৩০॥

৩১। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তৎস্তুত্যর্থং সন্তোষমেব স্তৌতি—সন্তুষ্ট ইতি; যর্হি তর্হ্যেবাহীয়মানঃ অভ্রশ্যৎ। যদীতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ; হি এব, স এব, নত্বন্যঃ॥ জী° ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** সেই দ্বিজকে স্তুতির জন্য তার মনের সন্তোষকেই স্তুতি করা হচ্ছে—সন্তুষ্ট ইতি। যে কোন অবস্থায় নিজধর্ম থেকে **অহীয়মানঃ**—ভ্রষ্ট হয় না, এমন। 'যদি ইতি পাঠেও একই অর্থ **হি**—নিশ্চয়ার্থে **স হি**—সেই ধর্মই (অন্য কোনটা নয়) সমস্ত কামনা পূরণে সমর্থ॥ জী° ৩১॥

অসন্তুষ্টোঽসকল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ।
অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ॥ ৩২ ॥

বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাসকৃৎ।। ৩৩ ॥

৩২। **অন্বয়ঃ** অসন্তুষ্টঃ [ব্রাহ্মণঃ] সুরেশ্বরঃ (ইন্দ্রঃসন্) [অপি] অসকৃৎ নিরন্তরং লোকান্ আপ্নোতি (লোকাৎ লোকান্তরং পর্য্যটতি নৈকত্র নির্বৃতাস্তিষ্ঠতি), সন্তুষ্টঃ [ব্রাহ্মণঃ] অকিঞ্চনঃ (ধনরহিতঃ) অপি সর্ব্বাঙ্গ বিজ্বরঃ (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু 'বিজ্বর' তাপ-রহিত সন্) শেতে (সুখং আস্তে)।

৩২। **মূলানুবাদঃ** অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ ইন্দ্রত্ব লাভ করেও নিরন্তর লোক থেকে লোকান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাওই সুখে অবস্থান করে না। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ ধনরহিত হয়েও সর্বাঙ্গে জ্বররহিতের মতো বিষয় বিরক্ত হয়ে সুখে অবস্থান করে।

৩৩। **অন্বয়ঃ** [অহং] স্বলাভ সন্তুষ্টান্ ভূতসুহৃত্তমান্ (সর্ব্বপ্রাণিহিতেরতান্) নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ (রাগদ্বেষাদিরহিতান্) বিপ্রান্ অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) শিরসা নমস্করেমি।

৩৩। **মূলানুবাদঃ** যে সকল ব্রাহ্মণ উঞ্ছ বৃত্তিগত যথা লাভে সন্তুষ্ট, স্বধর্মনিষ্ঠ, সর্বজীবহিত-পরায়ণ, নিরহঙ্কারী এবং রাগদ্বেষাদি রহিত, সেইসব ব্রাহ্মণকে আমি অবনত মস্তকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** স্বীয়ধর্ম্মাৎ অহীয়মানশ্চ্যুতিরহিতঃ। স ধর্ম এব॥ বি° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **স্বধর্ম্মাৎ অহীয়মানঃ**—নিজ ধর্ম থেকে অস্খলিত। **স**—স্বধর্মই (অখিলকাম পূরণ করে থাকে)॥ বি° ৩১ ॥

৩২। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকাঃ** অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তদেব দর্শয়তি—অসন্তুষ্ট ইতি। অসকৃদিতি পুনঃ পুনরভীষ্টসিদ্ধাবপি সন্তোষানুদয়াৎ জ্বরশ্চিন্তাসন্তাপঃ॥ জী° ৩২॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** উপর্যুক্ত শ্লোকের কথাই অন্বয়-ব্যতিরেক মুখে দেখান হচ্ছে—অসন্তুষ্ট ইতি। **অসকৃৎ**—বার বার অভীষ্টসিদ্ধ হলেও সন্তোষ উদয় না হওয়া হেতু 'জ্বরঃ' চিন্তা সন্তাপ। [ক্রমসন্দর্ভ—**সর্ব্বাঙ্গবিজ্বর**—[বিগতজ্বর] সর্বাঙ্গ জ্বররহিতের মতো বিষয়বিরক্ত হয়ে অবস্থান করে]॥ জী° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** লোকান্ আপ্নোতি লোকাল্লোকান্তরং পর্য্যটতি নতু নির্বৃণোতী-

কচ্চিদ্বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ।
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৩৪ ॥

৩৪। **অন্বয় ঃ** [হে] ব্রহ্মন্! বঃ (যুষ্মাকম্) রাজতঃ (রাজ্ঞঃ সকাশাৎ) কুশলং কচ্চিৎ ? (কশ্চিদুপদ্রব ন স্যাৎ, সাহায্যঞ্চ ভবেদিত্যর্থঃ)। যস্য (রাজ্ঞ) বিষয়ে (দেশে) হি পাল্যমানাঃ প্রজাহি সুখং বসন্তি সঃ [রাজা] মে (মম) প্রিয়ঃ।

৩৪। **মূলানুবাদ :** হে বিপ্রবর! রাজার থেকে আপনাদের কোন উপদ্রব হয় না তো ? সাহায্য পেয়ে থাকেন তো ? যে রাজার দেশে পাল্যমান প্রজাসকল সুখে বাস করে সে রাজা আমার প্রিয়।

ত্যর্থঃ। সুরেশ্বর ইন্দ্রোঽপি ভূত্বা 'নাপ্নোতী'তি পাঠে তৃষ্ণাজ্বরার্ত্তিবশাৎ লোকান্ প্রাপ্তোঽপি ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ বি° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** লোকান্যাপ্নোত্যপি- লোক থেকে লোকান্তরে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু বিষয়বিরত হয় না। **সুরেশ্বরঃ**—ইন্দ্র হয়েও 'নাপ্নোতী'তি' পাঠে না অর্থাৎ—তৃষ্ণা জ্বরার্তি বশে লোক থেকে লোকান্তর পেয়েও পায় না॥ বি° ৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** এবং সন্তুষ্টিমাত্রেণ স্বয়ং সুখী স্যাৎ, তদনুগতৈগুণৈশ্চান্যৈঃ সর্ব্বান্ সুখয়ন্ পরমপূজ্যঃ স্যাদিত্যাহ—বিপ্রানিতি। বহুত্বং প্রত্যেকনমস্কারবিবক্ষয়া **শান্তান্** রাগদ্বেষাদিরহিতান্ তত্ত্বনিষ্ঠান্ বা; এষামুত্তরোত্তরস্মিন্ কৈমুত্যং শ্রৈষ্ঠ্যং বোহ্যম্। শিরসা, ন তু বাঙ্মাত্রেণ তচ্চাসকৃৎ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা স্বস্য মম লাভেন সন্তুষ্টান্; তথা চৈকাদশে (১১।১৩)—'ময়া সন্তুষ্টমনসঃ' ইত্যাদি। যতঃ সাধূন্ মদ্ভক্তান্ 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্' ইত্যাদি নবমে (৪।৬৮). ইত্যেবং বিশেষণানাং ব্যতিক্রমেণ হেতুত্বাদিকং জ্ঞেয়ম্। অয়ম্ভাবঃ—ভবানীদৃশ এবেতি কাপ্যপেক্ষা নাস্ত্যেব, তথাপ্যাগমনেন যন্মামনুজগ্রাহ, তেনাহং বশীকৃতস্তদ্বাঞ্ছাং যত্নতঃ সম্পাদয়িষ্যামীতি॥ জী°৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে আপন চিত্তে সন্তুষ্টিমাত্রেই স্বয়ং সুখী হয়, এবং তদনুগত অন্য গুণে সকলকে সুখদান করত পরমপূজ্য হয়, ইহাই বলা হচ্ছে 'বিপ্রান্ ইতি' শ্লোকে। **বিপ্রান্**—বহুবচন ব্যবহারে, এরূপ বিপ্রগণের সকলকেই নমস্কার বক্তব্য থাকা হেতু। **শান্তান্**—রাগদ্বেষাদি রহিত বা তত্ত্বনিষ্ঠ।—এই সব বিশেষণের মধ্যে 'সর্ব্বলাভসন্তুষ্টান্' ইত্যাদি পূর্ব পূর্ব বিশেষণের থেকে এই শান্তান্ অর্থাৎ স্বধর্ম নিষ্ঠ পর্যন্ত পর পর কৈমুতিক ন্যায়ে শ্রেষ্ঠতা বুঝে নিতে হবে। **শিরসা**—মাথা নত করে প্রণাম করে থাকি, শুধু মুখে নয়। **অসকৃৎ**—তাও আবার বার

যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্য্যেহ যদিচ্ছয়া।
সর্ব্বং নো ব্রূহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্য্যং করবাম তে ॥ ৩৫ ॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** ত্বং যতঃ (যস্মাৎ স্থানাৎ) যদিচ্ছয়া (যস্য কর্ম্মণঃ ইচ্ছয়া) দুর্গং (সমুদ্ররূপং) নিস্তীর্য্য (উত্তীর্য্য) ইহ (পুর্য্যাম্) আগতঃ [তৎ] সর্ব্বম্ অগুহ্যং চেৎ (যদি ভবতি) [তদা] নঃ (অস্মাকং) ব্রূহি (কথয়) তে (তব) কিং কার্য্যং করবাম তদ্ বদ।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** আপনি যে স্থান থেকে, যে কার্য সাধনের অভিলাষে এই সমুদ্র-দুর্গ পার হয়ে এই পুরীতে এসেছেন, তা আমাদের নিকট বলুন, যদি গোপনীয় না হয়। আমরা আপনার কি কার্য সাধন করতে পারি ?

বার। [শ্রীধর—**স্বলাভ**—আপনা হতে প্রাপ্ত, বা আত্মলাভ। এরদ্বারা 'সন্তুষ্টান্' অর্থাৎ পূর্ণ **সাধুন্**—স্বধর্মনিষ্ঠ বিপ্র।]

অথবা, **স্বলাভ**—,স্বস্য' আমাকে লাভ করত সন্তুষ্ট এরূপ অর্থই একাদশে ১৪।১৩ শ্লোকে 'ময়া সন্তুষ্টমনসঃ' বাক্যের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় প্রকাশিত, যথা—'স্বানুভব সুখে সন্তুষ্ট'।—**সাধুন্**—আমার ভক্তদিগকে (প্রণাম করি), কারণ 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং' অর্থাৎ 'সাধুগণ আমার হৃদয় আবার আমি সাধুদের হৃদয়। তাঁহারা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানে না, আমিও তাদের ছাড়া অন্য কাউকে জানি না।' এইরূপে বিশেষণগুলির উল্টাদিক্ 'শান্তান্' থেকে ক্রমানুসারে ভগবৎ-প্রিয়তার হেতু-আদি বুঝতে হবে। এখানে ভাব এরূপ, যথা—আপনি ঈদৃশ দ্বিজবর শ্রেষ্ঠ হওয়ার হেতু আপনার কোথাও কিছু অপেক্ষা নেই তথাপি এখানে আগমনের দ্বারা এই যে আমাকে অনুগ্রহ করলেন, সে হেতু ভক্তিতে আমি আপনার বশীকৃত হলাম, আপনার আজ্ঞা মতো কার্য আমি যত্ন সহকারে সম্পাদন করব ॥ জী° ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বেনৈব শিলোঞ্ছনাদিতো যো লাভস্তেনৈব তুষ্টান্ নতু পরতো লাভার্থিনঃ ॥ বি° ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **স্বলাভসন্তুষ্টান্**—স্বকৃত উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর কর্মাদি থেকে যে লাভ, তাতেই সন্তুষ্ট অন্যের কাছে যাঞ্চা করে না। [শ্রীবলদেবঃ **স্বলাভ**—আত্ম-সাক্ষাৎকার বা অকিঞ্চিৎকর লাভে সন্তুষ্ট] ॥ বি° ৩৩ ॥

৩৪। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** এবমতিকৃচ্ছ্রসাধ্যত্বেঽপি সন্তোষাত্তস্য ধর্ম্মসিদ্ধিমেব মত্বাপি তদ্বিঘ্নেষ্বতিকৃচ্ছ্রস্য যানভীষ্টতয়া তদুপগমহেতুং রাজানুগ্রহং পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি; কুশলং—কচ্চিত্তদুপদ্রবো ন স্যাৎ সাহায্যঞ্চ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ জী° ৩৪ ॥

এবং সংপৃষ্টসংপ্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা।
লীলাগৃহীতদেহেন তস্মৈ সর্ব্বমবর্ণয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। **অন্বয়ঃ** লীলাগৃহীতদেহেন পরমেষ্ঠিনা (পরমেশ্বরেণ) এবং (ইত্থং) সম্পৃষ্টসম্প্রশ্নঃ ব্রাহ্মণঃ তস্মৈ (শ্রীভগবতে) সর্ব্বং অবর্ণয়ৎ।

৩৬। **মূলানুবাদঃ** ক্রীড়ার্থে মনুষ্যদেহধারী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে উক্তপ্রকার প্রশ্ন করলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করলেন।

৩৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** [শ্রীসনাতন—উপর্যুক্ত বিপ্র-পরিপালক রাজাও প্রিয়।—কিম্বা রাজার দ্বারা পাল্যমান বিপ্রদের ধর্ম সিদ্ধ হয়,—এই আশয়ে জিজ্ঞাসা করছেন **কচ্চিৎ রাজতঃ**—রাজার কাছ থেকে **কুশলং**—কোনও উপদ্রব হয় না কি, এবং সাহায্য লাভ হয় কি। **নঃ ইতি**—জ্ঞাতিদের অপেক্ষায় বহুবচন।]

এইরূপে অতি কষ্টসাধ্য হলেও সন্তোষ হেতু ঐ বিপ্রের ধর্ম সিদ্ধ হয়ে থাকে মনে করেও তদ্বিধজনে অতিকষ্টের যা তাদের অভীষ্ট, তার উপগম-হেতু রাজ-অনুগ্রহ জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, কচ্চিৎ ইতি' **কুশলং**—কোনও উপদ্রব হয় না তো রাজ-সাহায্য পাওয়া যায় তো॥ জী॰ ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** অগুহ্যঞ্চেৎ সর্ব্বং ব্রূহীতি বিনয়াৎ। কিং করবাম তদাজ্ঞাপয়েতি শেষঃ। যদ্বা, করবাম কিমিতি প্রীতিভরেণ মনোরথঃ॥ জী॰ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** [**নঃ**—আমাদের এবং করবাম (বয়ং সম্পাদয়ামঃ) দুস্থানেই বহুবচন প্রয়োগ শ্রীবলরামাদির অপেক্ষায়—শ্রীসনাতন]

ব্রূহ্যগৃহ্যংচেৎ—যদি গোপনীয় কিছু না হয়, তবে খুলে সব কিছু বলুন—ইহা বিনয় বচন। **কিং করবাম**—কি করতে পারি, তা আজ্ঞা করুন। অথবা, প্রীতিভরে মনোভীষ্ট প্রকাশ এই বাক্যে॥ জী॰ ৩৫॥

৩৪-৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বিষয়ে দেশে॥ বি॰ ৩৭-৩৫॥

৩৪-৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **বিষয়ে**—দেশে॥ বি॰ ৩৪-৩৫॥

৩৬। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** পরমেষ্ঠিনেতি—সর্ব্বজ্ঞত্বমুক্তং, তথাপি প্রশ্নে হেতুঃ—লীলেতি। ক্রীড়ার্থং প্রকটিতমনুষ্যদেহেন তাদৃশ্যা এব মনুষ্যক্রীড়ায়া এব যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ; যদ্বা, লীলাভির্গৃহীতঃ সেবিতো দেহো যস্য, স্বেচ্ছয়া লীলাবেশাদিত্যর্থঃ। অতএব তাদৃশলীলায়া উপাদেয়ত্বাৎ। সংশব্দৌ চ সর্ব্বং স্বধর্ম্মনিষ্পত্ত্যাদিকমাগমনকারণং চাবর্ণয়ৎ সাক্ষাদেব। তত্র শ্রীরুক্মিণ্যু-

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ৩৭॥

৩৭। **অন্বয় :** রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্ত পত্রিকাং মুদ্রামুন্মুচ্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নম দর্শয়ং, ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণানুজ্ঞয়া বাচয়তি—

[হে] ভুবনসুন্দর !, [হে] অচ্যুত !, তব গুণান্ রূপঞ্চ শ্রুত্বা মে (মম) চিত্তমপত্রপং (বিগত লজ্জং) [সৎ] ত্বয়ি আবিশতি। শৃণ্বতাং (শ্রবণবতাং) [কন্যাজনানাং] কর্ণ বিবরৈঃ নির্বিশ্য অঙ্গতাপং হরতো, তে (তব) গুণান্ শ্রুত্বা তথা দৃশিমতাম্ অখিলার্থলাভং, তব রূপং চ শ্রুত্বা মে (মম) অপত্রপম্ (অপগতা দূরীভূতা 'ত্রপা' লজ্জা যস্মাৎ তৎ) চিত্তং ত্বয়ি আবিশতি (আসজ্যতে)।

৩৭। **মূলানুবাদ :** শ্রীরুক্মিণীদেবীর দ্বারা নিজহস্তে একান্তে লিখিত চিঠির সিল্ খুলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমচিহ্ন দেখালেন। ব্রাহ্মণ তৎপর শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় পড়ে শুনালেন—

হে ভুবনসুন্দর, হে অচ্যুত! আপনার গুণ ও রূপের কথা শুনে আমার চিত্ত নির্লজ্জ হয়ে আপনাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। আপনার রূপগুণের কথা শ্রবণবতী কন্যাজনদের কর্ণকুহরদ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করত তাঁদের অঙ্গতাপ জুড়িয়ে দেয়। তথা চক্ষুমান জনদের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ যে বিষয় নীলমণি প্রভৃতি তার যে বর্ণচয় নীলপীত ইত্যাদি—এ সকল হতেও মহামাধুর্য সম্বন্ধি লাভ যথায় সেই আপনার রূপের কথা শুনে আমার নির্লজ্জচিত্ত আপনাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

বাচেদমিত্যপ্যাহেত্যর্থঃ। পত্রিকাদ্বারেতি তু স্বাম্যভিপ্রায়ঃ, স চ তস্য ব্রাহ্মণস্য 'ইত্যেতে গুহ্য-সন্দেশাঃ' (শ্রীভা° ১০।৫২।৪৪) ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ কেবলসন্দেশহরত্বাৎ। রসশাস্ত্রোক্তেষু মিতার্থ-নিসৃষ্টার্থ-পত্রহারকাখ্যেষু স্বেচ্ছয়া মিথুনৈকতরদত্তভাবতয়া তৎসন্দেশমাত্রবাহিতয়া লব্ধ তত্তদাখ্যা-ক্রমেষু দূতভেদেষ্বন্তিম-লক্ষণ-প্রাপ্তে ব্যাখ্যানুসারেণ তস্য পত্রহরণ এব মুখ্যত্বাচ্চ॥ জী° ৩৬॥

৩৬। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদ : পরমেষ্ঠিনা**—পরমেশ্বরের দ্বারা, এরূপে কৃষ্ণের সর্বজ্ঞতা বলা হল। সর্বজ্ঞই যদি হন, তবে প্রশ্ন কেন? এরই উত্তরে **লীলাগৃহীতদেহেন**—ক্রীড়ার্থে প্রকটিত মনুষ্যদেহে তাদৃগ্ মনুষ্যোচিত ক্রীড়াই তাঁর পক্ষে যোগ্য হওয়া হেতু। অথবা 'লীলাগৃহীত' লীলাসেবিত দেহ যার সেই পরমেশ্বর অর্থাৎ যদৃচ্ছা লীলা-আবেশ হেতু প্রশ্ন করলেন। অতএব তাদৃশ লীলায় তিনি উপাদেয়। **সম্পৃষ্টসম্প্রশ্না**—দুটি 'সম' শব্দের পরই আবার **সর্বম্**,

অবর্ণয়ৎ—এখানে আর একটি 'সর্ব্ব' শব্দ দেওয়া হল এতে বুঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণের পত্রবাহকরূপ স্বধর্ম নিষ্পত্তি প্রভৃতি এবং আগমন কারণ সাক্ষাৎ ভাবেই সব বর্ণনা করলেন। পরবর্তী ৩৭ শ্লোকের **শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ**—'শ্রীরুক্মিণী বললেন' এ কথাটাও ব্রাহ্মণ নিজমুখেই বললেন। কিন্তু শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায় হল, কিন্তু ৩৭ শ্লোকের 'শ্রুত্বা গুণান্' ইত্যাদি পত্রদ্বারেই বলা হল। আর সেই ব্রাহ্মণের নিজ বক্তব্য পরবর্তী ১০।৫২।৪৪ শ্লোকের 'ইত্যেতে গুহ্য সন্দেশাঃ' অর্থাৎ 'আমি রুক্মিণীদেবীর গোপনীয় সংবাদ এনেছি, এক্ষণে যা কর্তব্য করুন ; ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত আছে।

রসশাস্ত্রে উক্ত অমিতার্থ—নিসৃষ্টার্থ পত্রবাহককে স্বেচ্ছায় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোনও একজনের দ্বারা দত্ত ভাবে ভাবিত হয়ে সেই পত্রবাহক তৎসন্দেশ মাত্র বহন করেন। সে কারণে লব্ধ সেই সেই দূতভেদের সংজ্ঞা প্রণালীর মধ্যে শেষ লক্ষণ (পত্রবহন) প্রাপ্ত হয়। সেহেতু ব্যাখ্যানুসারে তাঁর পত্রবহনই মুখ্য হওয়া হেতু উপর্যুক্ত শ্লোক ব্যাখ্যার অর্থ ঠিকই হয়েছে। [অমিতার্থ দূত—নায়ক ও নায়িকার ইঙ্গিত দ্বারা অর্থ জানিয়া উপায় বিশেষে যিনি উভয়কে মিলন করাতে পারেন। নিসৃষ্টার্থ দূত—যে দূত প্রেরকের আদেশ ব্যতীতও সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং ক্ষেত্র বুঝিয়া কালোচিত কথা বলিতে সমর্থ]॥ জী° ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সংপৃষ্টঃ সংপ্রশ্নো যস্য স ময়ি কোঽপি প্রশ্নশ্চেদস্তি পৃচ্ছতামিত্যুক্ত ইত্যর্থঃ। লীলয়ৈব দেব্যা গৃহীতঃ স্বীয়ত্বেনাঙ্গীকৃতো দেহো যস্য তেন ॥ বি° ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সংপৃষ্টঃ সংপ্রশ্নো**—লীলাতেই দেবীর দ্বারা নিজস্ব বলে অঙ্গীকৃত দেহ যার, সে যদি কোন প্রশ্ন উঠায় তবে তার উত্তর দেওয়াই ঠিক. তাই পরের শ্লোকাদিতে বলতে লাগলেন ॥ বি° ৩৬॥

৩৭। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকা ঃ** নৌমি শ্রীরুক্মিণী বাণীং স্ববাণীবৃদ্ধি-সিদ্ধয়ে।
সর্ব্বাকর্ষকনামাপি চকৃষে স দ্রুতং যয়া॥

শ্রুত্বেতি তৈর্ব্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাচ্যুতেত্যস্য ভুবনসুন্দরেত্যস্য চ ভাবঃ—কেত্যাদি। এবন্তু পদদ্বয়মিদং যদ্যপি দৈন্যপ্রতিপাদকং, তথাপি দৈন্যস্যাপ্যৌৎসুক্যগর্ভত্বাদৌৎসুক্যমিত্যুক্তম্। অঙ্গতাপমিতি—মনঃপ্রবেশেঽপ্যঙ্গোদ্ভবমপি তাপং হরন্তি, কিমুত মনউদ্ভবমিতি ভাবঃ। লাভাত্মকমিতি—লভ্যালভ্যয়োরভেদাভিপ্রায়েণ, স চ লাভস্যাবশ্যকতাবিবক্ষয়েতি ; যদ্বা, পরমকুলীনকন্যাদিত্বাৎ প্রথমতঃ স্বয়ং তাদৃশসন্দেশে প্রাপ্তাং লজ্জাং সর্ব্বেষামেব তদ্গুণরূপসমাকৃষ্টতাসামান্যেনাবৃণ্বতী দুর্ব্বারং ভাবং ব্যঞ্জয়তি—শ্রুত্বেতি ; হে ভুবনসুন্দর, ভুবনেষু পরমবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তেষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষু প্রকৃত্যা চাকৃত্যা চ শোভমানসর্ব্বাকর্ষকমাধুর্য্যেত্যর্থঃ। তত্রাপি হে অচ্যুত নিত্যমেব তাদৃশং তব প্রকৃতিশোভাভূতানাং গুণানামাকৃতি-শোভাভূতানাং রূপানাঞ্চ স্বরূপাভিন্নত্বাদিতি ভাবঃ ; এতদ্বিবোধয়িষয়ৈব 'শ্রুত্বা গুণান্' ইতি রূপমিতি

চ গুণরূপে এবোক্তে, ন তু স্বরূপমপি, তদ্বৎ পৃথগিতি তদেবং ভুবনসুন্দরাদিত্বমুৎপত্তিত এব তস্যাঃ স্ফুরতীত্যন্নেয়ম্। লক্ষ্মীত্বেন প্রাচীনসংস্কার-সম্ভবাৎ শ্রবণাদিবিশিষ্টত্বেনানুক্তত্বাৎ শ্রুত্বা গুণানিত্যাদিনা শ্রবণবিশিষ্টত্বেন তৃতীয়ান্তরাৎ তেন পৌনরুক্ত্যাৎ আবিশতীত্যাশব্দস্বারস্যাচ্চ। ততঃ প্রাচীন-সংস্কারতোঽশ্রুতেঽপি ত্বয়ি মম চিত্তং বিশত্যেব, শ্রুতে তু বিশেষত ইত্যাহ—তে তব গুণান্ সর্ব্বসুখদত্বাদীন্, তেষ্বেকমেকমপীত্যর্থঃ। রূপং কান্ত্যবয়বসৌষ্ঠবঞ্চ শ্রুত্বা শ্রবণপথপ্রাপ্তিমাত্রেণ বিশেষতোঽন্তর্ভূয় মম চিত্তং ত্রপারহিতং সৎ ত্বয়ি আ সম্যক্ অনুসন্ধানান্তর-রাহিত্যেন বিশতি, মগ্নং ভবতি, কুলীনকন্যায়াস্তাবদসঙ্গতং পুরুষং মনসাপি প্রবেষ্টুং ত্রপা জায়তে। তত্র তু সা ত্যক্তৈব, সম্প্রতি সাক্ষাদপি প্রার্থনং ক্রিয়তে; অহো সোঽয়ং তব সর্ব্বাকর্ষণস্বভাব এবেতি, মম কো বা দোষ ইতি ভাবঃ। নন্ু স্বমনঃ সংযম্যতাং, তত্রাপ্যাহ—অচ্যুতেতি; ত্বমপি তন্মাচ্চ্যুতো ন ভবসি, কথঞ্চিদপি ত্যক্তুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। তদেবং ত্বয্যেবং নিবেদয়িতুং যুক্তমিতি চ। সর্ব্বাকর্ষকতা-ব্যঞ্জক-সর্ব্বসুখদত্ব-পুরস্কৃতান্ গুণানেব বিশিংষতী তদেকরতেঃ স্বস্যাকর্ষণাদৌ কৈমুত্যমাপাদয়তি—শৃণ্বতামিতি, শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্তমাত্রাণাং, তত্রাপি শ্রোতুং প্রবৃত্তমাত্রাণামিত্যর্থঃ। কর্ণবিবরৈর্নির্বিশ্য তেষাং বিবরাত্মকত্বাৎ গুণানাঞ্চ শব্দবাহনত্বাৎ পুরুষপ্রযত্নাভাবেঽপি তদ্দ্বারা স্বত এব নিঃশেষেণ প্রবিশ্যান্তরমবগাহ্য তাপমাত্রং হরতঃ তচ্ছীলানিত্যর্থঃ। তান্ শ্রুত্বা মম চিত্তং ত্বয্যাবিশতি, অহো যোঽসাবেক এব তাদৃশানামনন্তানাং গুণানামাশ্রয়ঃ, স এব সাক্ষাদেবাশ্রয়িতুং যোগ্য ইত্যৌৎসুক্যেন সদা চিন্তয়তি তথা মাদৃশে ত্বনন্যরতাবত্যন্তাযুক্তত্বাৎ। কথঞ্চিজ্জাতমপি তাপং শীঘ্রমেব তে হরিষ্যন্তীত্যাশাং চ বর্দ্ধয়তীতি স বিশেষার্থঃ। এবং গুণানিতি প্রকৃত্যা শোভমানতা ব্যঞ্জিতা; আকৃত্যা রূপমিতি পূর্ব্ববদপি বিশিনষ্টি—দৃশামিতি, দৃগিন্দ্রিয়মাত্র-যুক্তানাং যাদৃশস্তাদৃশস্যাসামখিলার্থস্য লাভঃ সর্ব্বনাধুর্য্যস্যানুভবো যস্মিন্ যদন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। অতস্তদ্বিনা ভূতানামান্ধ্যনির্বিশেষত্বমেবেতি ভাবঃ; তচ্চ শ্রুত্বা তিষ্ঠত্যা মম চিত্তং ত্বয্যাবিশতি সদৈব সাক্ষাদনুভবিতুং বাঞ্ছতীতি স বিশেষার্থঃ, রূপস্য পশ্চাদুক্তিস্তদহো চক্ষুর্ম্মাত্রগম্যমপি সাক্ষাদিবানুভবামীতি ক্রমেণ নিজভাবোৎকর্ষজ্ঞাপনায়, তথা রূপস্য চক্ষুষাপ্যনুভবঃ স্যাদিত্যাধিক্যজ্ঞাপনায় চ। অতএব গুণানাং তাপহরণত্বমেবোক্তং, রূপস্য তু অখিলার্থলাভত্বমিতি। শ্রুত্বা গুণানিত্যেতাবদুক্ত্বা বাক্যমসমাপ্যৈব ভুবনসুন্দরেতি সম্বোধনমত্যন্তধৈর্য্যেণ, এবমচ্যুতেতি চ। অত্র পত্যুর্নামগ্রহণমেতাদৃশনাম্নো মহিমনামত্বান্ন দোষায়েতি॥ জী° ৩৭॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** নিজ কথার সিদ্ধির জন্য শ্রীরুক্মিণীদেবীর রসকথাকে প্রণাম, যার মোহিনী শক্তিতে কৃষ্ণের সেই সর্বাকর্ষক খ্যাতিও দ্রুত আহত হল।

[শ্রীধর—রুক্মিণীর দ্বারা স্বয়ং একান্তে লেখা চিঠির খামের সীলমোহর খুলে বের করত বাহক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে প্রেমচিহ্ন দেখালেন।]

কৃষ্ণের আদেশে ব্রাহ্মণ পড়ে শোনাতে লাগলেন—'শ্রুত্বা ইতি'। হে অচ্যুত! হে ভুবন-

সুন্দর! এই দুই সম্বোধনে রুক্মিণীর চিত্তের 'ঔৎসুক্য' প্রকাশিত হল। আপনার মহিমা কোথায়, আর কোথায় আমি রূপকুলশীলাদিযুক্ত হয়েও, তথাপি লজ্জা-রহিতা হয়ে চিত্ত আপনাতে দান করত অভিনিবিষ্ট হয়ে আছি, ইহাই বা কোথায়? এরই উত্তরে, **শৃণ্বতাং**—কর্ণরন্ধ্রপথে অন্তরে প্রবেশ করিয়ে **অঙ্গতাপম্**—অঙ্গতাপ জুড়িয়ে দিন। বা অঙ্গ+তাপম্ অর্থাৎ অঙ্গ! অর্থাৎ সম্বোধনে 'ওহে'! **হরতঃ**—হরণ করে থাকে। **শ্রুত্বা**—আপনার গুণ শুনে তথা **দৃশিমতাং**—চক্ষুষ্মান জনের 'দৃশাং' নয়ন, ও অখিল বিষয় লাভাত্মক রূপ শুনে।]

উপরের টীকা ব্যাখ্যায় 'অচ্যুত' ও 'ভুবনসুন্দর' বাক্যের ভাব—কোথায় আপনার মহিমা, আর কোথায় আমি রূপকুলাদিযুক্ত ইত্যাদি এইরূপে যদিও এই শব্দদ্বয় ('অচ্যুত' ও 'ভুবনসুন্দর'), দৈন্য প্রতিপাদক, তথাপি দৈন্য ও ঔৎসুক্যগর্ভ হওয়া হেতু রুক্মিণীর ভাবকে 'ঔৎসুক্য' বলা হল। **অঙ্গতাপং**—অঙ্গে উদ্ভব তাপ মনে প্রবেশ করলেও সেই তাপ হরণ করে, আর তাপ যদি মনোদ্ভব হয় সে তাপ যে হরণ করবে, সে আর বলবার কি আছে। **লাভাত্মকং**—এখানে লাভ-অলাভ অভেদ অভিপ্রায়ে প্রয়োগ রুক্মিণীর লাভের ইচ্ছা না থাকায়।

অথবা, পরমকুলীনকন্যা হওয়া হেতু প্রথমে স্বয়ং তাদৃশ খবর পাঠান বিষয়ে প্রাপ্ত লজ্জা আবরণ করে দিলেন. সকলেরই কৃষ্ণের গুণরূপ-সমাকৃষ্টতা-সাধারণীকরণের দ্বারা, তৎপরই দুর্বার ভাব প্রকাশ করলেন—শ্রুত্বা ইতি। **হে ভুবনসুন্দর**—পরম বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত ভুবনে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত লোকে প্রকৃতি ও আকৃতিতে শোভমান—অর্থাৎ সর্ব আকর্ষক মাধুর্য। স্বামি টীকায়ও 'হে অচ্যুত' [চ্যুতি রহিত] নিত্য তাদৃশ আপনার প্রকৃতি শোভাভূত গুণসমূহে আকৃতি-শোভাভূত রূপসমূহ আপনার স্বরূপ অর্থাৎ বিগ্রহ থেকে অভিন্ন—এই বিশেষ জ্ঞান দেওয়ার ইচ্ছাতেই 'শ্রুত্বা গুণান্'এই 'গুণান্' এবং 'রূপং' উভয়ই এক 'গুণান্' শব্দেই উক্ত হল। স্বরূপও কিন্তু নয়। তদ্বৎ কৃষ্ণের ভুবনসুন্দর রূপটি রুক্মিণীর জন্ম থেকেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান. এরূপ অনুমেয়।—কারণ লক্ষ্মীস্বরূপ হওয়ায় প্রাচীন সংস্কার সম্ভব হেতু, শ্রবণাদি বিশিষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হওয়া হেতু।—'শ্রুত্বা গুণান্' ইত্যাদি রূপে পৃথক্ পৃথক্ উক্তি হেতু শ্রবণ বৈশিষ্ট্যে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হওয়া হেতু এবং 'আবিশতি' শব্দ স্বারস্য (আশয়) হওয়া হেতু। অতএব প্রাচীন সংস্কার বশে সেই কৃষ্ণে আমার চিত্ত আসক্ত হয়েই আছে, শ্রবণে কিন্তু বিশেষভাবে আসক্ত হয়েছে: এই আশয়ে বলা হচ্ছে **তে**—আপনার গুণসকল সর্বসুখদ,—বহু প্রকারে, এর ধ্বনি হল, এই গুণের একটিও সর্বসুখদ। **রূপং**—কান্তি ও অবয়ব সৌষ্ঠব **শ্রুত্বা**—শ্রবণপথ অর্থাৎ কানে পৌঁছা মাত্রেই 'নির্বিশ্য' বিশেষভাবে অন্তর্গত হয়ে আমার অঙ্গতাপ হরণ করত আমার লজ্জা রহিত চিত্ত **ত্বয্যচ্যুত**—হে অচ্যুত! আপনাতে **আবিশতি**—[আ + বিশতি] সম্যক্ অর্থাৎ অনুসন্ধান ব্যবধান বিনাই 'ত্বয়ি' আপনাতে মগ্ন হয়ে যায়। কুলীন কন্যাদের তাবৎ অপরিচিত পুরুষকে মনেও প্রবেশ ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে পড়ে। ঐ কৃষ্ণবিষয়ে সেই

লজ্জা একেবারে ত্যক্ত হয়েই আছে, সম্প্রতি সাক্ষাতেও প্রার্থনা করা হচ্ছে। অহো এসবই আপনার সর্ব আকর্ষণ স্বভাবই, আমার কিবা দোষ, এরূপ ভাব। আচ্ছা, নিজ মনসংযম করুন-না, এর উত্তরে বলা হচ্ছে 'অচ্যুত ইতি' আপনিতো সর্বাকর্ষণ-স্বভাব থেকে চ্যুত হন না, কোনও প্রকারেই ত্যাগ করতে অসমর্থ হওয়া হেতু, এরূপ ভাব। সুতরাং আপনার নিজের কাছেই ঐ মনঃসংযমের কথা নিবেদন করা যুক্তিযুক্ত। আরও, সর্বআকর্ষকতা ব্যঞ্জক সর্বসুখদতা অগ্রে করে গুণচয়কে বিশেষান্বিত করতে গিয়ে সেই কৃষ্ণেতেই একান্ত রতিমতি নিজের আকর্ষনাদি সম্বন্ধে কৈমুতিক ন্যায়ে বিচার করছেন—'শৃণ্বতামিতি'। শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত, তার মধ্যেও আবার শ্রবণে প্রবৃত্তমাত্র জনদের কর্ণ বিবরে প্রবেশ করত—ঐ কর্ণগহ্বর স্বরূপ হওয়া হেতু গুণকীর্ত্তন-শব্দ-বাহন স্বরূপ হওয়ায় কোনও উদ্যম বিনাই সেইদ্বারে নিজে নিজেই প্রবেশ করত ডুবিয়া গিয়া সমুদয় তাপ নাশ করে—ঐ শব্দের স্বভাবই ঐরূপ হওয়া হেতু।

সেই সব গুণ শুনে আমার চিত্ত আপনাতে আসক্ত হয়ে গিয়েছে। অহো ঐ যে অদ্বিতীয়, তাদৃশ অনন্ত গুণাবলীর আশ্রয়, সেই জন সাক্ষাৎই আশ্রয় করবার যোগ্য—এইরূপ ঔৎসুক্যবশতঃ সদা চিন্তা হতে লাগল, তথা মাদৃশ অনন্য রতি জনের পক্ষে এরূপ দশা হওয়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হওয়া হেতু! কোনও প্রকারে জাত এই তাপ শীঘ্রই সেই গুণাবলীই হরণ করবে, এই আশাও বেড়ে বেড়ে উঠছে, ইহাই বিশেষার্থ। এইরূপ 'গুণান্' ইতি প্রকৃতিতে শোভমানরূপে প্রকাশিতা। 'রূপম্,' ইতি আকৃতিতে 'রূপ'। পূর্ববৎ একেও বিশেষান্বিত করা হচ্ছে—'দৃশাম্,' এইরূপ যেমন-তেমন ভাবে চক্ষুমাত্রের সংলগ্ন যাদের হয়, সেই তাদের অখিলার্থ 'লাভং' সর্বমাধুর্য অনুভব হয়, যাতে হয়, সেই আপনাতে ইত্যাদি। ইহা বিনা অন্ধত্ব অর্থাৎ ইতর-বিশেষ জ্ঞান রাহিত্য, এরূপ ভাব। ['বর্হায়িতে তে নয়নে'—(ভা° ২।৩।২২) অর্থাৎ কৃষ্ণমাধুর্য যাদের চোখে ধরা পড়ে না, তাদের চোখ ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চোখের ন্যায়]—সেই গুণাবলী 'শ্রুত্বা' শ্রবণপর হয়ে অবস্থিত আমার চিত্ত **ত্বয়ি আবিশতি**—হে অচ্যুত! আপনাতে আসক্ত হয়ে গিয়েছে সদাই সাক্ষাৎ অনুভব করতে বাঞ্ছা করছি।

এখানে বিশেষার্থ এরূপ, যথা—রূপের পশ্চাৎ উক্তি, তা অহো চক্ষুমাত্র গম্য হলেও সাক্ষাৎ অনুভব করব, এই ক্রমে নিজ ভাবোৎকর্ষ জানাবার জন্য, তথা রূপের অনুভব চক্ষুদ্বারাও হয়, এই আধিক্য জানাবার জন্যও। অতএব 'গুণাবলীর তাপহরণত্বও উক্ত হল, রূপের গুণ কিন্তু অখিলার্থ লাভাত্মক। 'শ্রুত্বা গুণান্' এতদূর বলে বাক্য অসমাপ্ত রেখেই 'ভুবনসুন্দর' সম্বোধন অত্যন্ত বিবশতা হেতুই। এরূপই 'অচ্যুত' সম্বোধনটিও।—এখানে স্বামীর নাম গ্রহণ দোষের হচ্ছে না, এতাদৃশ নাম মাহাত্ম্যপূর্ণ হওয়া হেতু ॥ জী° ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্তপত্রিকাং মুদ্রামুদ্রিত্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নমদর্শয়ৎ। ব্রাহ্মণং শ্রীকৃষ্ণজ্ঞয়া বাচয়তীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। নম্বদৃষ্টাশ্রুতচরীং নৃপকন্যাং ত্বাং মহ্যং

বরায় পত্রিকাং স্ববিবাহার্থং লিখন্তীং নির্লজ্জাং কথমঙ্গীকরোমিতি চেৎ সত্যমহমপি সুদুর্ব্বশস্য স্বচিত্তস্য স্বভাবমেবাবেদয়ামি তৎ শ্রুত্বা অপেক্ষস্ব উপেক্ষস্ব বা অনুগৃহাণ নিগৃহাণ বা তত্র খলু দুর্লভস্য তব লাভালাভাভ্যাং সদা সুখং জীবিষ্যন্ত্যা অদ্যশ্বো বা মরিষ্যন্ত্যা মম ন ভয়-লজ্জে ইত্যাহ,—শ্রুত্বেতি সপ্তভিঃ। হে অচ্যুত, তব গুণান্ রূপঞ্চ শ্রুত্বা মম চিত্তমপত্রপং বিগতলজ্জং সৎ ত্বয়ি আবিশতীতি মচ্চিত্তস্য নিস্ত্রপীকরণে তব গুণ-রূপে হেতু মম চ কর্ণাবিত্যাবয়োরুভয়োরেব দোষ ইতি ন ত্বয়াহমুপালম্ভনীয়া নাপি ময়া ত্বমুপালম্ভনীয় ইতি ভাবঃ। হে অচ্যুতেতি মচ্চিত্তং নিস্ত্রপীভূয়াপি তয্যাবিশতি তস্মাত্ত্বং চ্যুতো ন ভবসি ন জানে কিমপরং চিকীর্ষসীতি ভাবঃ। নন্বন্যস্যাপি পুরুষস্য গুণরূপে প্রকৃষ্টে ভবত এবেতি স কিং ন দূয্যতে তত্র মৈবং বাচ্যমিতি বদন্তী প্রথমং গুণান্ বিশিনষ্টি,—শৃণ্বতাং শ্রবণবতাং কন্যাজনানাং কর্ণবিবরৈর্নবিশ্যাঙ্গতাপং অঙ্গয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োরুভয়োরেব তাপং সমস্তমেব হরতো নাশয়ত ইত্যেবং ভূতা গুণাঃ কস্যান্যস্য পুংসো বর্ত্তন্তে তং বদেতি ভাবঃ। রূপং বিশিনষ্টি,—দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং জনানাং দৃগাং দৃগিন্দ্রিয়াণাং অখিলা অন্যূনাং শ্রেষ্ঠা যে অর্থা বিষয়াঃ নীলমণিনীলোৎপলাদীনাং কনককুঙ্কুমাদীনাং পদ্মরাগবন্ধূকাদীনাং চন্দ্রকান্তচন্দ্রাদীনাঞ্চ যে বর্ণা নীলপীতরক্তশুক্লাস্তেভ্যঃ সকাশাদপি মহামাধুর্য্যসম্বন্ধী লাভো যত্র তৎ রূপং ত্বদীয়গাত্ররসনাধরনখাদিসৌন্দর্য্যং তস্মাদেবম্ভূত রূপং কস্যান্যস্য বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। অতএবানুরূপং সম্বোধয়তি,—হে ভুবনসুন্দর, ভুবনেষূর্দ্ধ্বাধো মধ্যবর্ত্তিষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতেষু লোকেষু সুন্দর প্রকৃত্যা চারুত্যা চ শোভমান॥ বি° ৩৭॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** রুক্মিণীদ্বারা স্বয়ম্ একান্তে লিখিত ও সেই ব্রাহ্মণের হাতে দত্ত পত্রের সীল খুলে কৃষ্ণকে প্রেমচিহ্ন দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্মণ ঐ পত্র পড়ে শুনালেন, শ্রীস্বামিচরণের টীকায় এরূপই আছে। কৃষ্ণ যেন বলছেন, আচ্ছা অদৃষ্ট-অশ্রুতচরী নৃপকন্যা আমার কাছে নিজেকে বিবাহরীতিতে সমর্পণ করার জন্য পত্র লিখে নিজের নির্লজ্জতা প্রকাশ করেছে। 'এই নির্লজ্জাকে কি করে অঙ্গীকার করব'—এরূপ যদি কৃষ্ণ বলেন, তা বলতেই পারেন, ইহা সত্যই বটে—তবে আমিও সুদুর্বশ স্বচিত্তের স্বভাবেই আবেদন করব,—তা শুনে অপেক্ষী-উপেক্ষী, বা অনুগ্রহী নিগ্রহীই হন, তাতে দুর্লভ আপনার লাভে-অলাভে সদাসুখে বেঁচে থাকা, আজ বা কাল মৃত্যু কবলে সম্ভাবিতা আমার ভয়-লজ্জা নেই, তাই বলছি 'শ্রুত্বা ইতি' ৭টি শ্লোকে।—**অচ্যুত**—হে অচ্যুত, আপনার গুণ ও রূপ শুনে আমার চিত্তবিগত লজ্জ হয়ে আপনাতে **আবিশতি**—আসক্ত হয়েছে, তাই আমার চিত্তের নির্লজ্জ করণে আপনার গুণ-রূপ হেতু, আর আমার কর্ণযুগলও হেতু—এই রূপে আমাদের দুজনেরই দোষ। সুতরাং আপনি আমাকে তিরস্কার করতে পারেন না, আমিও আপনাকে পারি না॥ [হে] **অচ্যুত**—এই সম্বোধনের ধ্বনি, আমার চিত্ত নির্লজ্জ হয়েও আপনাতে আসক্ত হয়, তাই আপনি ছেড়েও যান না' জানি না এরপর আপনি আর অপর কি করতে ইচ্ছা করেন। প্রশ্ন যদি তোলা হয়—অন্য পুরুষেরও গুণরূপ প্রকৃষ্ট হতেই পারে, তাকে দোষারোপ করছেন না কেন? এরই

কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ-
বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা
কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভিরামম্॥ ৩৮॥

৩৮। **অন্বয়ঃ** (অহো কুলকন্যানামিদমতি ধার্ষ্ট্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ) [হে] মুকুন্দ! (হে সর্ব্বেষাং সর্বদুঃখমুক্তিপূর্বক-পরমসুখপ্রদ! অথবা, হে কুন্দবৎ দীপ্ত মুখ!) [হে] নৃসিংহ (নরশ্রেষ্ঠ!) কালে (বিবাহাবসরে) কা কুলবতী, মহতী (রূপ গুণবতী), ধীরা (বুদ্ধিমতী) কন্যা কুলশীল-রূপ-বিদ্যা-বয়ো-দ্রবিণ-ধামভিঃ (কুলং, শীলং=দয়ালুত্ব বদান্যত্বাদি, রূপং, বিদ্যাঃ, বয়ঃ=নিত্যনবযৌবনোদ্ভেদঃ, দ্রবিণং=দ্রব্যসম্পৎ, ধাম=প্রভাবশ্চ তে তৈঃ) আত্মতুল্যং নরলোকমনোভিরামং (নরলোকস্য মনসাং অভিরামঃ অভিরমণং যস্মাৎ তং) ত্বা (ত্বাং শ্রীকৃষ্ণং) পতিং ন বৃণীত (সর্বা এব বৃণীত ইত্যর্থঃ।)

৩৮। **মূলানুবাদঃ** অহো কুলকন্যাদের এরূপ ধার্ষ্ট্যামি, এরূপ বাক্যবাণের আশঙ্কায় বলছেন—হে মুকুন্দ! হে নরশ্রেষ্ঠ! বিবাহবাসরে কোন্ কুলবতী-রূপগুণবতী, বুদ্ধিমতী কন্যা—কুল-শীল-রূপ-বিদ্যা-নিত্যনবযৌবন প্রকাশন-দ্রব্যসম্পৎ ও প্রভাব—এত সবের দ্বারা আত্মতুল্য নরলোক মনোভিরাম কৃষ্ণকে কে-না পতিরূপে বরণ করে, অর্থাৎ সকলেই বরণ করে।

উত্তরে রুক্মিণী বলছেন, এরূপ বলতে পারেন না, অতঃপর কৃষ্ণের গুণসকল বিশেষভাবে তুলে ধরছেন—**'শৃণ্বতাং'**—শ্রবণবতী কন্যাজনদের কর্ণবিবরের দ্বারা প্রবেশ করত **'অঙ্গতাপং'** অঙ্গের স্থূলসূক্ষ্ম উভয়ের তাপ সমস্তই **'হরত'** নাশ করে দেয়, তাই বলছি এরূপ গুণ কোন্ অন্যপুরুষের আছে, তাতো বলেন, এরূপ ভাব। **রূপং**—কৃষ্ণের রূপ বিশেষভা বেতুলে ধরা হচ্ছে, **'দৃশিমতাং অখিলার্থলাভং'** চক্ষুষ্মান্ জনদের **'দৃশাং'** দর্শনেন্দ্রিয়ের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ যে বিষয়—নীলমণি নীলোৎপল প্রভৃতির, কনককুঙ্কুমাদির পদ্মরাগ-বাঁধুলিফুল প্রভৃতির, চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রাদির যে বর্ণচয় নীলপীত-রক্ত-শুক্ল—এ সকল হতেও মহামাধুর্য সম্বন্ধি লাভ যথায় সেইরূপ আপনার গাত্র-জিহ্বা-অধর-নখাদি সৌন্দর্য—তাই বলছি এরূপ রূপ কোন্ অন্যজনের আছে? এরূপ ভাব।

অতএব অনুরূপ ভাবে সম্বোধন করলেন—**হে ভুবনসুন্দর**—ভুবনে ঊর্দ্ধ-অধঃ-মধ্যবর্তী প্রাকৃত-অপ্রাকৃত লোকে **'সুন্দর'** প্রকৃতিতে ও আকৃতিতে শোভমান॥ বি০ ৩৭॥

৩৮। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নন্বেতচ্ছ্রবণেনান্যা হসিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য এতাঃ প্রতি সের্ষ্যং, তং প্রতি সদৈন্যমাহ—কা ত্বেতি। হে মুকুন্দ—সর্ব্বেষাং সর্ব্বদুঃখমুক্তিপূর্ব্বক-পরমসুখদ, হে নৃসিংহ—সর্ব্বোদ্ধানন্তগুণরূপত্বাৎ প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সর্ব্ব-পুরুষশ্রেষ্ঠ, হে স্বভাবেনৈব তত্তদ্রূপেত্যর্থঃ। তাদৃশত্বং

দুর্জ্ঞেয়মিতি চেৎ, প্রকটলীলয়া চ কুলাদিভিরাত্মতুল্যমসমোর্দ্ধং, তথা নরলোকমনোভিরামং সর্ব্বজীবমনঃসুখদঞ্চ ত্বাং কা স্ত্রী স্ত্রীজাতিঃ পুরুষমাত্রে লুব্ধস্বভাবা পতিত্বেন ন বৃণীত? তত্র কন্যা কুলবতী মহতীত্যুত্তরোত্তরত্বাভাবে সতি ক্রমান্নিতরাং ন বৃণীতাং নাম, স্বাযোগ্যত্বমননত্বাৎ। তত্তদ্ভাবেঽপি ধীরা কা ন বৃণীত? অপি তু দৈবদগ্ধবুদ্ধিরেব ন বৃণীতেত্যর্থঃ। তত্র বিবাহাবসরেঽপীতি—ধীরাত্বাভাবস্যাতিশয়িতা, লজ্জায়াশ্চ অত্যযোগ্যতা ব্যঞ্জিতা, সর্ব্বনাশোপপত্তেঃ; অথবা মহতী ধীরা কুলবতী বা কা কন্যা ন বৃণীত? তত্তদভিমানেন যা যা ন বৃণীত, সা সা মহত্যাদিরেব ন ভবতীত্যর্থঃ। বিবাহাবসরেঽপীতি তাদৃশগৌণকল্পমালম্ব্যাপীত্যর্থঃ। তত্র কুলং সদ্বংশাবতীর্ণত্বং, শীলং দয়ালুত্ব-বদান্যত্বাদি, বয়ো নিত্যনবযৌবনশোভোদ্ভেদঃ। কুলস্য সর্ব্বাধিক্যমত্র সর্ব্বাধিকস্য তব তত্রোদয়াবগতমেব। 'অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলম্' (শ্রীভা° ১।১০।২৬) ইতিবদিতি ভাবঃ। সপ্তানাং কুলাদিমাত্রাণামুক্তিঃ প্রেয়সীভাবযোগ্যত্বাৎ, এবমন্যেঽপ্যেষামন্তর্ভাবেন জ্ঞেয়াঃ। তে চ যথা শৃঙ্গারতিলকে—'ত্যাগী কুলীনঃ কুশলো রতেষু, কল্যঃ কলাবিত্তরুণো ধনাঢ্যঃ', 'ভব্যঃ ক্ষমী স্থিররুচিঃ সুভগোঽভিমানী, স্ত্রীণাং মতঃ সুভগবানিহ নায়কঃ স্যাৎ' ইতি; 'ভব্যঃ সুবেশঃ; সুভগঃ সুন্দরঃ; স্থিররুচিঃ স্থিরপ্রেমা; অত্র শীলেনৈব ত্যাগিত্বং ক্ষমিত্বং স্থিররুচিত্বঞ্চ, বিদ্যয়া রতিকুশলত্বং কলাবিত্বং চ রূপেণ ভব্যত্বং সুভগত্বঞ্চ, ধাম্না কল্যত্বমভিমানিত্বঞ্চান্তর্ভাব্যতে। স্পষ্টমন্যৎ ॥ জী° ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** আক্ষেপে, উপর্যুক্ত কথা শ্রবণে অন্যেরা হাসছে, এরূপ আশঙ্কা করে এদের প্রতি আক্ষেপের সহিত, আর কৃষ্ণের প্রতি সদৈন্যে বলছেন, 'কা ত্বা ইতি'। [হে] মুকুন্দ এই সম্বোধনের ধ্বনি সকলের সকল দুঃখ মোচনপূর্বক পরমসুখদ, '[হে] নৃসিংহ! সর্বোর্দ্ধ অনন্ত গুণ-রূপ বিশিষ্ট হওয়া হেতু প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্বপুরুষ শ্রেষ্ঠ [হে] স্বতঃসিদ্ধভাবেই সর্বপুরুষ শ্রেষ্ঠ। 'তাদৃশ রূপতো দুর্জ্ঞেয়' এরূপ যদি বলা হয়—এরই উত্তরে, প্রকট লীলায়ও কুলাদিতে বৈশিষ্ট্য, আপনার নিজের সহিতই একমাত্র তুলনীয় অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ, তথা নরলোক মনোজ্ঞ ও সর্বজীব মনোসুখদ—তাঁকে কা—স্ত্রীজাতির মধ্যে কেই-বা জীবমাত্রে মনলোভানো তাঁকে পতিত্বে হৃদয়ে বরণ করবে না? তার মধ্যে আবার 'কন্যা-কুলবতী-মহতী' এই ক্রমানুসারে 'কন্যা' থেকে কুলবতী অবশ্য, 'মহতী' হলে অতি অবশ্য বরণ করবে।

কিন্তু কেবলমাত্র দৈবদগ্ধবুদ্ধিসম্পন্নজনই বরণ করবে না। এর মধ্যেও আবার কালে—বিবাহবাসরেও (বরণ করবে না) এখানে ধীরত্বগুণের অভাবের অতিশায়িতা ও লজ্জা হেতু অতি অযোগ্যতা ব্যঞ্জিতা, সর্বনাশ উপস্থিত হেতু। অথবা, 'মহতী-ধীরা-কুলবতী' কোন্ কন্যা বরণ করবে না—ঐ ঐ অভিমানে যারা যারা বরণ করবে না, তারা তারা মহতী-ধীরা-কুলবতী বলে চিহ্নিত হবে না। বিবাহাবসরেঽপি ইতি—এখানে 'অপি' শব্দের ধ্বনি, অন্য তাদৃশ গৌণ শাস্ত্রীয় বিধি অবলম্বন করেও যারা বরণ করবে না তারাও ধীরাদি বলে গণ্য হবে না। তথায় 'কুলং' সৎবংশে অবতীর্ণত্ব,

'শীলং' দয়ালুতা-বদান্যতা প্রভৃতি, 'বয়ো' নিত্যনবযৌবনশোভা বিকাশ, এখানে কুলের সর্বাধিক্য, সর্বাধিক আপনার সেই কুলে উদয় অবগতই আছি।—'অহো অতিশয় শ্লাঘ্যতম যদুকুল' (শ্রীভা° ১।১।২৬) ইতিবৎ। শ্রীরুক্মিণীর কুল থেকে 'ধাম' পর্যন্ত ৭টির উক্তি তাঁর প্রেয়সীভাব-যোগ্যতা হেতু।—এইরূপে অন্য সকল গুণেরও অন্তর্ভাব বুঝতে হবে। সেই সবগুণ শৃঙ্গার তিলকে এরূপ আছে, যথা—'ত্যাগী-কুলীন, রতি-কুশল' কল্যঃ কলাবিদ্ তরুণ, ধনাঢ্য। 'ভব্য-ক্ষমী স্থিররুচি সুভগ-অভিমানী—স্ত্রীদের অভিমতে সুভগবান্ এই জননায়ক।'—'ভব্যঃ' সুবেশ, 'সুভগঃ' সুন্দর; 'স্থিররুচিঃ' স্থিরপ্রেমা; এখানে শ্লোকে উল্লিখিত 'শীলের মধ্যেই ত্যাগিত্ব-ক্ষমিত্ব-স্থিররুচিত্ব আর বিদ্যা শব্দে রতিকুশলত্ব ও কলাবিত্ব— রূপ শব্দে ভব্যতা অর্থাৎ সাধুতা এবং সুভগত্ব অর্থাৎ সুখদত্ব এবং 'ধাম' শব্দে মঙ্গলকরতা ও অভিমান অন্তর্ভুক্ত বলে বুঝে নিতে হবে। আর সব স্পষ্ট॥ জী° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বস্তু মল্লক্ষণঃ পুরুষ এব ত্রিজগত্যস্মিন্নিরুপমঃ কিং কন্যাপি শ্রোত্রনেত্রবতী জগত্যস্মিংস্ত্বমেবৈকা বর্ত্তসে যত এবমন্যা ন নির্লজ্জাবতীতি তত্রাহ,—কাত্বেতি। হে মুকুন্দ, মুখে কুন্দবদ্ধাসো যস্যেতি মামেব হসিতুং প্রাপ্তাবসরেত্যর্থঃ। কা মহতী রূপগুণবতী ধীরা বুদ্ধিমতী কুলবতী ত্বাং পতিং ন বৃণীত। তেন কুরূপা দুঃশীলা কুবুদ্ধিরনভিজাতৈব অশৃণ্বতী বা ত্বাং ন বৃণীতে ইতি ভাবঃ। কীদৃশং কুলাদিভিরাত্মনৈব তুল্যং নিরুপমমিত্যর্থঃ। কালে স্বসময়ে ইতি অন্যা অপি মত্তুল্যাঃ বহব্য এব কন্যাঃ স্বসময় এব ত্বাং বরিষ্যন্তি নত্বধুনৈব মৎসময় ইতি ভাবঃ। হে নৃসিংহ, নরশ্রেষ্ঠ, হে সিংহবদ্দুর্বশেতি ন মে ত্বদ্বশীকারে কাপীচ্ছাস্তীতি ভাবঃ। তদপি নরলোকমাত্রস্যৈব ত্বং মনোঽভিরময়সীতি মন্মনসঃ কোঽপরাধ ইতি ভাবঃ॥ বি° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ধরে নিলাম মল্লক্ষণ পুরুষই এই ত্রিজগতে নিরুপম, কন্যাও কি চোখ-কানযুক্ত এই জগতে আপনি একাই, যেহেতু অন্য কোনও লজ্জাহীনা দেখা যাচ্ছে না। এর উত্তরে 'কাত্বেতি'—**হে মুকুন্দ**—যার মুখে কুন্দবৎ হাসি অর্থাৎ আমাকেও হাসিতে ভরিয়ে তুলতে সুযোগ পায়। **মহতী**—রূপ-গুণবতী ধীরা—বুদ্ধিমতী, কুলবতী কন্যা কে না তাঁকে পতিত্বে বরণ করে? অর্থাৎ সকলে করে, এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে,—কুরূপা-দুঃশীলা- কুবুদ্ধি অনভিজাত জনের দ্বারাই বা শ্রবণ না-করা জনের দ্বারাই কেবল বৃত হন না। কিদৃশ কুলশীলাদি বিশিষ্ট জনের দ্বারা বৃত হন? এরই উত্তরে—শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই তুল্য, নিরুপম জনের দ্বারাই বৃত হন। **কালে**—নিজ নিজ সময়ে। আমার মত বহু বহুই অন্য কন্যাও নিজ নিজ সময়েই তাঁকে বরণ করে থাকে—অধুনাই যে কেবল আমার সময়, এরূপ নয়। হে **নৃসিংহ**—নরশ্রেষ্ঠ, হে সিংহবৎ দুর্বশ। আমার মনেও কিন্তু আপনার বশীকারে কোনও অনির্বচনীয় ইচ্ছা বর্তমান। আপনার নিরুপম রূপগুণই নরলোক মাত্রেরই মনে রমণীয় রূপে বিরাজিত হয়ে ক্রীড়া করে। আমার মনের কি অপরাধ ॥ বি° ৩৮॥

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্ষতু চৈদ্য আরাদ্-
গোমায়ুবন্মৃগপতের্ব্বলিমম্বুজাক্ষ ॥ ৩৯ ॥

৩৯। **অন্বয়ঃ** হে বিভো (সর্বসামর্থযুক্ত।) তৎ (তস্মাৎ) মে (ময়া) ভবান্ খলু (নিশ্চিতং) পতিঃ বৃতঃ আত্মা চ ভবতঃ (তুভ্যং) অর্পিতঃ [অতস্ত্বং] অত্র (ইহ, আগত্য) [মাং] জায়াং বিধেহি। অম্বুজাক্ষ ! মৃগপতেঃ (সিংহস্য) বলিং গোমায়ুবৎ (শৃগাল ইব) বীরভাগং (বীরস্য তব ভাগং) [মাং] আরাৎ (সমীপে) [বর্তমানঃ] চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) মাভিমর্ষতু (মা স্পৃশতু)

৩৯। **মূলানুবাদ ঃ** হে অঙ্গ ! হে সর্বসামর্থযুক্ত ! এ কারণে—আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ ও আত্ম-সমর্পণ করেছি, অতএব আপনি এসে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমললোচন ! দেখবেন, শৃগাল যেমন সিংহের ভোগ্যবস্তু স্পর্শ করতে অসমর্থ, সেইরূপ বীর আপনার ভোগ্যা আমাকে নিকটেই উপস্থিত শিশুপাল যেন স্পর্শ না করতে পারে।

৩৯। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** এবমন্যগতেরপি, স্ত্রিয়াশ্চেন্মম ত্বনন্যগতের্স্থানেবোভয়-লোকনাশ আপতিতঃ। কদাচিদীশ্বরোঽসৌ নাপ্যবধানং কুর্য্যাদিতি কিং বা লজ্জয়েতি ব্যাকুলা সত্যুত্তরোত্তরং ক্রিয়াত্রয়েণ স্পষ্টমেবাহ—তদিতি। অঙ্গ হে বিভো ইতি মুহুঃ সম্বোধনং দৈন্যেন। আত্মা দেহস্বাম্যেব, কিমুত দেহ ইত্যর্থঃ। ভবত ইতি সম্প্রদানতা-প্রাপ্তাবপি শেষে ষষ্ঠী, নিত্য-তদীয়ত্বাভিপ্রায়েণাত্যন্তদানাসম্ভবাৎ। অত্র সতি ভবতো জায়াং মাং বিধেহি, যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিতি। ন চ কিঞ্চিদশক্যমিত্যাহ—হে বিভো সর্ব্বসামর্থ্যযুক্তেতি। বীরেতি—অন্যথা তব বীর্য্যহানিপ্রসক্তি-রিতি ভাবঃ। অথ টীকায়ামেত্য আগত্যেত্যুত্তরশ্লোকগতস্য টীকাত্র প্রথমলেখকভ্রমাল্লিখিতা ইতি লক্ষ্যতে মূলাভাবাৎ। আরাদিতি—যস্মান্নিকটমাগচ্ছন্নাস্তে, তস্মাৎ শীঘ্রমাগত্যেত্যর্থঃ। অত আরাৎ সমীপে বর্ত্তমানশ্চৈদ্যঃ। ইত্যাগমনে শৈঘ্র্যায়, অন্যথা তে লজ্জাপিস্যাদিতি দৃষ্টান্তেনাহ—গোমায়ুবদিতি, হে অম্বুজাক্ষেতি সততত্বৎসৌন্দর্য্যস্ফুরণস্বাভাব্যাৎ স্বদৃষ্ট্যা মম তাপং শময়েতি বিবক্ষাতশ্চ ॥ জী০ ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ভাই রুক্মীর ইচ্ছানুসারে অন্যগতি থাকলেও—স্ত্রীলোক হওয়া হেতু অনন্যগতি আমারতো মহা অমঙ্গলরূপ, উভয়লোক নাশ উপস্থিত। ঈশ্বর হলেও এই শ্রীকৃষ্ণতো কদাচিৎ অবধান নাও করতে পারেন—আমারইবা লজ্জার কি আছে ?—এইরূপে ব্যাকুল হয়ে পর পর ক্রিয়াত্রয়ে যথা—(বৃত, বিধেহি, অভিমর্ষতু) স্পষ্ট করেই মনের ভাব প্রকাশ করলেন—'তন্মে ইতি' শ্লোকে।

অঙ্গ—হে বিভো অঙ্গ বলে সম্বোধন করেই পুনরায় বিভো, পুনরায়ও অম্বুজাক্ষ—এইরূপে

মুহুর্মুহু সম্বোধন, দৈন্যে। **আত্মা-অর্পিত**—দেহ-স্বামীই অর্পিত, দেহের কথা কি বলবার আছে? 'ভবতঃ' শব্দে পঞ্চমীতে সম্প্রদান বোঝা গেলেও—এখানে রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য স্ত্রীসম্বন্ধ থাকায় 'ভবতঃ' শব্দে ষষ্ঠী ধরতে হবে কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য তদীয়তা অভিপ্রায়ে সর্বতো-ভাবে দান অসম্ভব। **অত্র**—এখানে এসে আপনার 'জায়া' পত্নী আমাকে **বিধেহি**—যথা ইচ্ছা তথা করুন। আপনি কিঞ্চিৎমাত্রেও অসমর্থ নন, এই আশয়ে সম্বোধন করছেন হে বিভো—সর্বসামর্থ্য বিশিষ্ট। **বীর**—অন্যথা বীরসমাজে আপনার বীর্যহানি প্রচার হবে। [শ্রীধর টীকায় প্রথমে 'এত্য আগত্য' লেখক ভ্রম হওয়ায়, উহাই পর পর চলেছে মূল অভাব হেতু] **আরাৎইতি**—যেহেতু শিশুপাল নিকটেই এসে উপস্থিত, সেহেতু শীঘ্র এসে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন। অতএব 'আরাৎ' শব্দে সমীপে বর্তমান শিশুপাল, তাই আগমনে তাড়াহুড়ো করার কথা বলা হল, অন্যথা রাজকন্যোচিত লজ্জাওতো ছিল বাধারূপে, ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলা হচ্ছে **গোমায়ুবৎ ইতি**—শৃগালের সিংহের আহার গ্রহণের ন্যায়। **হে অম্বুজাক্ষ**—হে কমলনয়ন, এই নয়ন শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য স্ফুরণ স্বভাব হেতু স্বদৃষ্টিপাতে আমার তাপ উপশম করে দেয়—ইহাও বলবার **ইচ্ছা**॥ জী° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যস্মাদেবং তস্মাৎ ময়া ভবান্ পতির্বৃতঃ প্রথমমেব নত্বধুনা ত্রিয়সে আত্মা জীবো দেহশ্চার্পিতঃ। পত্রীপ্রেষণং তু ভবন্মনোনির্দ্ধারজ্ঞাপনার্থমেব ভবতোঽঙ্গীকারে সতীমং পালয়ামি অনঙ্গীকারে তু জ্বালয়ামি ন তু কস্মৈচিদপি দদামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য স্বয়ং বদেদিতি ভাবঃ। কিন্ত্বাত্মনিবেদনমিদং মে বলিরাজবন্ন নির্ভাবমেব কিন্তু স্বভাবমেবেত্যাহ,—হে বিভো, ভবতো জায়াং বিধেহি। যথা কশ্চিৎ কস্মৈচিৎ কিমপি ভোজ্যং দত্ত্বা ইদং ত্বয়া স্বয়ং ভোক্তব্যমেবেতি ব্রূতে ইত্যতো নির্ভাবাৎ স্বভাবমাত্মনিবেদনং প্রেমস্পর্শিত্বাচ্ছ্রেষ্ঠমিতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, স্বস্যাঙ্গীকার-মনঙ্গীকারং বা ব্রাহ্মণং শীঘ্রং প্রেষ্যাহং জ্ঞাপনীয়েত্যাহ,—মেতি। বীরস্য তব ভাগমিমং চৈদ্যোমাভি-মর্ষতু। ময়ি ত্বদাশয়া দেহমিমমদ্যহন্ত্যামকস্মাৎ চৈদ্য আগত্য যদি স্পৃশেৎ তৎক্ষণএব ত্বদাশায়াং নিবৃত্তায়াং ত্বদ্বিরহাগ্নিরেবাতিপ্রজ্বলিত এনং ভস্মীভূতং কুর্য্যাদেব। কিন্তু, তবাপ্রতিষ্ঠাভাবিনীতি মে ভয়মিতি ভাবঃ। অপ্রতিষ্ঠামেবাহ,—'মৃগপতের্বলিং গোমায়ুঃ শৃগাল ইবে'তি অম্বুজাক্ষেতি তদানীং স্বনয়নকমলং ধ্যায়ন্ত্যা মম তু দেহে দহ্যমানেঽপি ন তাপো ভাবীতি ভাবঃ॥ বি° ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যেহেতু আপনার রূপগুণে আমি মোহিত তন্মে—[তৎ+মে] 'তৎ' সেহেতু আমার দ্বারা আপনি পতিরূপে বৃত হয়েছেন, বরণ করেছি প্রথম থেকেই, অধুনা যে, তাই নয়। **আত্মা**—জীবাত্মা ও দেহ উভয়ই অর্পিত হয়েছে আপনার শ্রীচরণে। এই পত্র প্রেরণতো আপনার মনের ভাব জানবার জন্য। আপনার অঙ্গীকার পেয়ে গেলে এই দেহ পালন করব, অঙ্গীকার না পেলে জ্বালিয়ে দিব। দিব না কিন্তু অন্য কাকেও. স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি এসে বলেন, এরূপ ভাব। আমার এই আত্ম নিবেদন বলিরাজের মত ভাবশূন্য নয়, কিন্তু আমার নিজস্ব ভাব।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, হে বিভো! **জায়াং বিধেহি**—আপনি

পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র-
গুর্ব্বর্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং
গৃহ্লাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥ ৪০ ॥

৪০। **অন্বয়ঃ** পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্রগুর্ব্বার্চ্চনাদিভিঃ ('পূর্ত্তং' কূপাদি খননং, 'ইষ্টং' অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞং, 'দত্তং' হিরণ্যাদি দানং, 'নিয়মঃ' তীর্থপর্য্যটনাদিঃ, 'ব্রতং' কৃচ্ছ্রাদি, একদশ্যাদি বা, দেববিপ্রগুর্ব্বর্চ্চনাদিভি' 'দেবানাং' বিপ্রাণাং গুরোশ্চ অর্চ্চনং, আদিভিঃ' সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদিভিঃ তে তৈঃ, ময়া), যদি পরেশঃ (কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুঞ্চ সমর্থঃ) ভগবান্ অলং (অত্যর্থং) আরাধিতঃ [তদা] গদাগ্রজ (কৃষ্ণঃ) এত্য (আগত্য) মে (মম) পাণিং গৃহ্লাতু, ন অন্যে দমঘোষসুতাদয়ঃ (শিশুপালাদয়ঃ) গৃহ্লন্তু ।

৪০। **মূলানুবাদঃ** যদি আমার দ্বারা কূপাদি খনন-অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম-হিরণ্যাদি দান-তীর্থপর্যটনাদি-একাদশী প্রভৃতি—দেবতা বিপ্র গুরুর অর্চন-এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রবণ কীর্তনাদির দ্বারা যদি পরেশ (অর্থাৎ করতে, না করতে, অন্যথা করতে সমর্থ) শ্রীভগবান্ আতিশয্যের সহিত আরাধিত হয়ে থাকেন তা হলে যেন গদাগ্রজ কৃষ্ণ নিজেই এখানে এসে আমার পাণিগ্রহণ করেন, শিশুপালাদি অন্য কেউ যেন না করে।

আমাকে পত্নীরূপে স্বীকার করুন। কেউ কাউকে কোনও ভোজ্যবস্তু দিয়ে বলে ইহা তোমার নিজেকেই খেতে হবে, একেই বলে নির্ভাবে দেওয়া। 'স্বভাব' হচ্ছে স্বরূপানুবন্ধি—এখানে রুক্মিণীর স্বভাব হচ্ছে আত্মনিবেদন—ইহা প্রেমস্পর্শী হওয়া হেতু শ্রেষ্ঠ, এরূপ বুঝতে হবে। আরও নিজের অঙ্গীকার বা অনঙ্গীকার যাই হোক ব্রাহ্মণকে শীঘ্র ফেরৎ পাঠিয়ে আমাকে জানানো উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'মে ইতি'।

মা বীর ভাগম্ ইতি—বীর আপনার এই ভাগ শিশুপাল যেন স্পর্শ না করে। আমাতে এই আশাবারি সিঞ্চিত হচ্ছে বলেই এই দেহ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে না। অকস্মাৎ শিশুপাল এসে যদি স্পর্শ করে, তবে সেই ক্ষণেই আপনার আশার নিবৃত্তি প্রাপ্তিতে আপনার বিরহাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এই দেহ ভস্মীভূত করে দিবে নিশ্চয়। কিন্তু আপনার যে অপ্রতিষ্ঠা হবে, ইহাই আমার ভয়, এরূপ ভাব। সেই অপ্রতিষ্ঠা কি-তাই বলা হচ্ছে, **গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিং**—শৃগালের সিংহের আহার গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্য শিশুপাল নিয়ে গিয়েছে, এরূপ অমর্যাদা ঘোষিত হবে। **অম্বুজাক্ষ**—তদানীং আপনার নয়নকমল ধ্যানকারিণী আমার দেহে কিন্তু তাপ বোধ হবে না বিরহাগ্নিতে জ্বলতে থাকলেও ॥ বি° ৩৯ ॥

শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্ম্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্ ॥ ৪১ ॥

৪১। **অন্বয়ঃ** অজিত! শ্বঃ (আগামিনি দিবসে) ভাবিনি (ভবিতব্যয়া নির্দ্দিষ্টে) উদ্বহনে (বিবাহে) ত্বং [প্রথমং] গুপ্তঃ (কেনাপি অলক্ষিতসন্), বিদর্ভান্ (কুণ্ডিনপুরীং) সমেত্য (সম্যক্ এত্য, অন্তঃপ্রবিশ্যেত্যর্থ, পশ্চাৎ) পৃতনাপতিভিঃ (সেনাপতিভিঃ) পরীতঃ (পরিবৃত সন্) চৈদ্যমগধেন্দ্র বলং নির্ম্মথ্য প্রসহ্য (বলাৎ) বীর্য্যশুল্কাং মাং রাক্ষসেন বিধিনা উদ্বহ।

৪১। **মূলানুবাদঃ** নিজের অতি ব্যগ্রতায় শ্রীরুক্মিণীদেবী নিজেই ঐ বিবাহের উপায় উপদেশ করছেন দুটি-শ্লোকে 'শ্ব ইতি'—আগামী দিনে অনিবার্যভাবে নির্দিষ্ট বিবাহে আপনি প্রথমে কোনও প্রকারে অলক্ষিত হয়ে কুণ্ডিনপুরীতে অন্দরমহলে আগত হয়ে পরে সেনাপতি বলদেবাদির দ্বারা পরিবৃত হওয়ত শিশুপাল-জরাসন্ধের মিলিত সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে মথিত করে দিয়ে বীর্য্যশুল্ক আমাকে রাক্ষস বিয়ের বিধিতে গায়ের জোরে বিয়ে করুন।

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নন্বেতন্মহাপুণ্যেনৈব লভ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যানাদি-জন্মপরম্পরা-পুণ্যানি চ তদর্থমেব সঙ্কল্পয়ন্তী সন্দেশমধ্যে তদপি বৈয়গ্র্যেণ নিক্ষিপতি—পূর্ত্তেতি; পূর্ত্তাদিভির্পীতঃ, আদি-শব্দাৎ সাক্ষাৎ শ্রবণাদিভিশ্চ, পূর্ত্তাদীনাং যথোত্তরমারাধনে শ্রৈষ্ঠ্যং, ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ। অলমত্যর্থং যদ্যারাধিতস্তর্হি। নন্থ পরমদুর্ঘটমিদংকথং সিধ্যেত? তত্রাহ—পরেশ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুঞ্চ সমর্থ ইত্যর্থঃ। ভগবদ্গদাগ্রজয়োরভেদোক্তির্নিজাভিরুচিত-পরমমাধুর্য্যময়-নরলীলত্বেন ভেদভাবনয়া; যদ্বা ভগবান্ গদাগ্রজ ইত্যুভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। তত্তোঽন্যে যে কেচিন্মনুষ্যা দেবাস্তদংশা বা। অত্র দম-ঘোষসুতস্যাদিতং তদ্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাৎ, যদীতি নিশ্চয়ে এব॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা এতো মহাপুণ্যেই পাওয়া যেতে পারে, এরূপ মনের আশঙ্কায় অনাদি জন্মপরম্পরা পুণ্যাদির জন্য সঙ্কল্পকারিণী শ্রীরুক্মিণী এই পত্রের মধ্যে সে কথাটাও মনের ব্যগ্রতায় বিন্যস্ত করলেন—পূর্ত্তেতি 'পূর্তাদিভিঃ' 'আদি' শব্দে বুঝা যাচ্ছে সাক্ষাৎ শ্রবণাদি দ্বারাও সঙ্কল্প সিদ্ধ হতে পারে—'পূর্ত' কূপাদি খনন, 'ইষ্ট' অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম—এখানে 'আদি' শব্দে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নামগুণাদি শ্রবণাদি দ্বারাও এদের পর পর একটার থেকে আর একটা আরাধনে শ্রেষ্ঠ। 'শ্রীভগবান্' শ্রীনারায়ণ। 'অলম্' বিস্তর যদি আরাধিত তা হলে সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে, এতে বলবার কি আছে?—আচ্ছা পরমদুর্ঘট ইহা কি করে সিদ্ধ হবে? এরই উত্তরে—

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্
ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্ ।
পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা
যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥ ৪২ ॥

৪২। **অন্বয় ঃ** বন্ধূন্ (তদীয় বান্ধবান্) অনিহত্য অন্তঃপুরান্তরচরীম্ ত্বাং কথং উদ্বহে ইতি (আশঙ্কসে চেৎ তদা) উপায়ং প্রবদামি—পূর্ব্বেদ্যুঃ (বিবাহ দিনস্য পূর্ব্বেঽহনি) মহতী (মহা বাদ্যাদ্যুৎসবেন সুব্যক্তা) কুলদেব-যাত্রা অস্তি, যস্যাং নববধূ বহিঃ (পুরাৎ বহির্দেশে) গিরিজাং (অম্বিকাং) উপেয়াৎ (পূজার্থমন্তিকে) গচ্ছেৎ।

৪২। **মূলানুবাদ ঃ** তোমার বন্ধুগণকে হত্যা না করে অন্তঃপুরের ভিতরে নিবাসিনী তোমাকে কি করে বিয়ে করব ? এরূপ যদি আশঙ্কা করেন তবে উপায় বলছি—বিয়ের আগের দিন মহাবাদ্যদি কোলাহলের সহিত কুলদেব-যাত্রা আছে যাতে নববধূর পুরীর সেখান থেকে বাইরে দেবীদুর্গার পূজার্থে তার নিকটে যাওয়ার প্রথা—সেখান থেকে আমাকে হরণ করে নিয়ে যাবেন।

'পরেশঃ' করতে, না করতে, অন্যথা করতে সমর্থ তিনি। ভগবান্ ও গদাগ্রজের অভেদ-উক্তি নিজ-অভিরুচিত-পরমমাধুর্যময় নরলীলরূপেঽভেদ ভাবনা হেতু। অথবা ভগবান্ গদাগ্রজ ইতি—উভয় স্থানেই অন্বয়—অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য যে কোন মনুষ্য—দেবতা বা অন্য অংশ রাম নৃসিংহাদি আমাকে যেন হরণ না করে।—এখানে যে শিশুপালাদি অন্য কেউ আমাকে স্পর্শ না করে, এরূপ-ভাবে যে কথাটা বলা হল, তা তার সঙ্গে বিবাহ আগেই ঠিক করা থাকায়, এখানে যদি শব্দটি নিশ্চয়ার্থে অর্থাৎ আমার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরাধিত তো নিশ্চয়ই হয়েছেন ॥ জীঃ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অয়ে মহাদুর্লভপুরুষ, ত্বং নৈকজন্মসুকৃতলভ্যস্তস্মাৎ সামান্যতস্ত্বৎ-প্রাপ্তিকাময়া নিষ্কাময়া বা যদি ময়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসু বহূনি সুকৃতানি কৃতানি তদা তেষামেব এব ফলবিশেষো ভূয়াদিতি প্রার্থয়তে,—পূর্ত্তেতি। পূর্ত্তৈর্দত্তৈর্ভগবৎসংপ্রদানকৈর্নিয়মৈস্তীর্থস্নানাদিভি-ব্রতৈরেকাদশ্যাদিভির্দেববিপ্রগুর্ব্বর্চ্চনৈর্ভগবদর্চ্চনাদ্যৈর্যদি ময়া ভগবান্ অলমতিশয়েনারাধিতস্তদা মানুষ্যা মে মানুষ এব ভগবান্ গদাগ্রজঃ আগত্য পাণিং গৃহ্নাতু নত্বন্যে নারায়ণাদয়োঽপি দেবা মানুষা বেত্যর্থঃ দমঘোষসুতস্য তত্রাদিত্বেনোল্লেখস্তু তদ্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাদেব ॥ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ওহে মহাদুর্লভ পুরুষ ! আপনি মাত্র এক জন্মগত সুকৃতিতেতে লভ্য নন ; সুতরাং সামান্যতঃ তৎপ্রাপ্তিকামা হয়ে বা নিষ্কামভাবে যদি আমি পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু বহু সুকৃতি করে থাকি, তা হলে উহাদেরই ফল বিশেষে আপনার প্রাপ্তি হোক, এই প্রার্থনা

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

৪৩। **অন্বয়ঃ** হে অম্বুজাক্ষ! উমাপতিঃ ইব মহান্তঃ (শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ) আত্মতমোপহত্যৈ আত্মনঃ তমঃ অজ্ঞানং তস্য 'অপহত্যৈ' মূলতো বিনাশায়) [তব] অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং (শ্রীচরণ-(কমলয়োঃ রজসঃ 'স্নপনং' ক্ষালনোদকং) বাঞ্ছন্তি, ভবতঃ প্রসাদং যদি ন লভেয়, [তর্হি ব্রতকৃশান্ অসূন্ (প্রাণান্) জহ্যাং (ত্যাজেয়ং) [এবং কৃতে] শত জন্মভিঃ স্যাৎ (তব প্রসাদঃ ভবেদিত্যর্থঃ)।

৪৩। **মূলানুবাদঃ** হে কমলনয়ন! উমাপতি মহেশ্বরের ন্যায় শ্রীব্রহ্মাদি মহান্তগণ স্বকীয় তমোগুণ (তমোগুণ অধিষ্ঠাতৃত্ব) সমূলে নাশের জন্য যাঁর পদরজে স্নান প্রার্থনা করেন, আমি যদি সেই আপনার কৃপালাভ না করি, তা' হলে ব্রতোপবাসাদি দ্বারা কৃশতা প্রাপ্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করব। এরূপ প্রাণত্যাগ করতে করতে শত জন্মেও তো আপনার অনুগ্রহ লাভ হবে।

করছি—'পূর্তেতি' 'পূত" কূপাদি খননান্তর দানের দ্বারা ভগবানে সংপ্রদানক নিয়মের দ্বারা তীর্থস্নানাদি দ্বারা, 'ব্রতৈঃ' একাদশী প্রভৃতি ব্রতের দ্বারা, দেব-বিপ্র-গুরুর অর্চনের দ্বারা যদি আমি ভগবান্‌কে অতিশয় রূপে আরাধনা করে থাকি তা হলে মানুষ আমাকে মানুষ গদাগ্রজ ভগবানই এসে পাণিগ্রহণ করুণ, অন্য কেউ নয়, নারায়ণাদিও নয়—কোনও দেবতা বা মানুষও নয়॥ বি০ ৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নিজাতিবৈয়গ্র্যেণ স্বয়মেবোপায়মপ্যুপদিশতি দ্বাভ্যাম্ —শ্ব ইতি। গুপ্তঃ খ্যাপিতৈর্নামদেশ-ভাষান্তরৈঃ কেনাপ্যনুপলক্ষিতঃ, সম্যক্ এত্য অন্তঃ প্রবিশ্যেত্যর্থঃ। পৃতনানাং পতিভিরিতি সৈন্যস্য তৎপতীনাং চ বাহুল্যমভিপ্রেতং, তচ্চ স্নেহস্বাভাব্যেন ; তত্র তু হে অজিতেতি—এতাদৃশ-প্রেরণাসাহসে হেতুরুক্তঃ, তত্র মগধেশ-বলস্যাপি নির্ম্মথনং চৈদ্যসহায়ত্বাৎ। নির্ম্মথ্যেতি—বলস্য সমুদ্রত্বং ধ্বন্যতে। তেন চ পূর্ব্বং যথা সমুদ্রং নির্মথ্য মামুদ্ধৃতবানসি. তথাধুনাপি চৈদ্যাদিবলার্ণবং নির্ম্মথ্য সমুদ্ধরেতি। বীর্য্যশুল্কামিতি—রাক্ষসবিবাহস্যৈব যোগ্যতা-প্রার্থনাদি-নিরপেক্ষতা চোক্তা, কার্য্যসিদ্ধিস্তজিতত্বাদেব ভবিষ্যতীতি॥ জী০ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** নিজের অতি ব্যাগ্রতায় শ্রীরুক্মিণী নিজেই ঐ বিবাহের উপায় উপদেশ করছেন, দুটি শ্লোকে 'শ্ব ইতি'—গুপ্ত—নামদেশ-ভাষান্তরের দ্বারা কোনও কিছু অনুমান বিষয়ীভূত না হয় সেই ভাবে **সম্যেত্য**—[সম্ + এত্য] সম্যক প্রকারে অন্দরমহলে

প্রবেশ করত **পৃতনাভাং পতিভিরিতি**—['পৃতনা'—সেনাদল, ১২১৫ পদাতি, ৭২৯ অশ্ব, ২৪৩ হস্তী, ২৪৩ রথে একটি পৃতনা গঠিত হয়] এত সবে পরিবৃত হয়ে, এই বাক্য প্রয়োগে সৈন্যের ও তৎপতিদের বাহুল্য অভিপ্রেত, এও বলা হল কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর স্নেহস্বভাবে। ওখানে কিন্তু সম্বোধন করলেন, 'হে অজিত' বলে। এতাদৃশ প্রেরণা ও সাহস দানে হেতু বলা হচ্ছে—'চৈদ্যমগধেন্দ্র বলং' শিশুপাল চৈদ্যের সহায়তা করবার জন্য মগধ অধিপতি জরাসন্ধের আগমনে প্রতিপক্ষের সৈন্যের সমুদ্রত্ব ধ্বনিত হল 'নির্মথ্য' শব্দের প্রয়োগে পূর্ব সম্বন্ধ ধরে অর্থ আসছে সমুদ্রের নির্মন্থনে আমাকে শ্রীলক্ষ্মীরূপে যথা উদ্ধৃত করেছিলেন. সেইরূপ এখন আমাকে উদ্ধার করুন, চৈদ্যাদি সৈন্য সমুদ্র নির্মন্থন করত। **বীর্যশুল্কাম্ মাং ইতি**—যার বিবাহের পণ ধার্য হয়েছে, পাত্রের বীর্য, সেই আমাকে বিধি অনুসারে বিবাহ করুন। —এরূপে 'রাক্ষস' অর্থাৎ বলপূর্বক বিবাহের যোগ্যতা—প্রার্থনাদি ও নিরপেক্ষতা উক্ত হল—কার্যসিদ্ধি যে হবেই তা প্রকাশ করলেন 'অজিত' শব্দের প্রয়োগে। জী° ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সত্যং কৃতৈঃ পূর্ব্বসুকৃতৈস্ত্বমঙ্গীকার্য্যৈব ময়া কিন্তু চৈদ্যায় বন্ধুভির্দাস্যমানায়াং ত্বয়ি কিমধুনা করণীয়মিত্যপেক্ষায়াং স্বয়মেবোপায়মুপদিশতি,—শ্ব ইতি। হে অজিত, ত্বং কৈরপি জেতুমশক্য ইত্যর্থঃ। অতো নির্ভয়ত্বাৎ শ্বো ভাবিনি উদ্বহনে বিবাহে প্রথমং স্বসৈন্যরহিত এব গুপ্তোঽলক্ষিত এবাগত্য কুণ্ডিনপুরীং প্রবিশ্য পশ্চাদেব স্বশোভাখ্যাপনার্থং পৃতনাপতিভিঃ পরীতো ভব। অন্যথৈতৎ পুরপ্রবেশো ঝটিতি দুষ্করঃ। অত্রত্যৈর্বীরৈর্দূরাদেব ত্বয়া সহ যোদ্ধুং প্রযাস্যতে অবশ্যমিতি ভাবঃ। পুরপ্রবেশে তু সতি ময়া বিবাহশোভা প্রেক্ষণার্থমেবাগতমিতি বদতা ত্বয়া সহ যদি বীরা যোদ্ধুং কারণাভাবাদেব ন প্রক্রংস্যন্তে তদা ত্বয়া সুখেনৈবাহং হরণীয়া। যদি চানিষ্টাশঙ্কিনো যোৎস্যন্ত এব তদা স্বশৌর্য্যমাবিষ্কার্য্যমেবেত্যাহ,—নির্ম্মথ্যেতি। সমুদ্রং নির্ম্মথ্য যথা লক্ষ্মীর্গৃহীতা তথৈবেতি ভাবঃ। প্রসহ্য হঠাদেব বীর্য্যং প্রভাবদর্শনমেব শুল্কং বৈবাহিকদেয়ং যস্যাস্তাং মাম্ ॥ বি° ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণ যদি বলেন, তোমার পূর্বসুকৃতি অনুসারে তুমি যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, আমার দ্বারা তা অঙ্গীকৃত হয়েছে এরই উত্তরে রুক্মিণীদেবী বলছেন, ভাই রুক্মীপ্রভৃতি বন্ধুগণতো শিশুপালকে সম্প্রদান করতে চায়, এ অবস্থায় আপনার এখন কি করণীয়? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় রুক্মিণী নিজেই চিঠিতে উপদেশ দিচ্ছেন।—শ্ব ইতি।

হে **অজিত**—আপনাকে কেউই পরাজিত করতে সমর্থ না। অতএব 'ভাবিনি উদ্বহনে' ভাবী বিবাহে প্রথমে স্বসৈন্যরহিতই গুপ্ত অলক্ষিত ভাবেই এসে কুণ্ডিনপুরীতে প্রবেশ করত পরেই নিজ ঔজ্জ্বল্য খ্যাপনার্থ সেনাপতিগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যাউন। অন্যথা তৎপুরী-প্রবেশ ঝটিতি

দুষ্কর হবে, কারণ পুরীর বাইরে রুক্মী-সৈন্যদের সহিত অবশ্য যুদ্ধ বেধে যাবে। পুরীতে প্রবেশ করত দাড়িয়ে থাকলে, কোনও প্রতিবাদের মুখে আমরা বিবাহ-শোভা দর্শনের জন্য আগত হয়েছি, এরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়া আপনার সহিত যদি রুক্মীসৈন্যরা কারণ অভাবেই যুদ্ধ করতে আরম্ভ করবে না—তখন আপনি সুখেই আমাকে হরণ করে নিয়ে যেতে পারবেন। আর যদি বা অনিষ্ট আশঙ্কাকারীগণ যুদ্ধ করেই তা হলে আপনার পক্ষে নিজ ঐশ্বর্যপ্রকাশ করাই ঠিক হবে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'নির্মথ্যেতি'।—সমুদ্র মন্থন করত যথা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই রূপেই আমাকে গ্রহণ করুন। **প্রসহ্য**—হঠাৎই। **বীর্য্যং**—প্রভাব দর্শনই বৈবাহিক **শুল্কং**—যৌতুক দেয় যার, সেই আমাকে (গ্রহণ করুন)। বি° ৪১॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততোঽপ্যতিব্যগ্রা শোভাবিনীত্যত্র কারণং বিবৃন্বতী পুনর্বিশেষতোঽপ্যুপদিশতি অন্তঃপুরস্যাপি মধ্যপ্রকোষ্ঠং যত্তচ্চরীমিতীতি তত্রেত্যর্থঃ। পূর্ব্বেদ্যু র্বিবাহ-পূর্ব্বদিনে কুলদেবযাত্রা ইতি তস্যা আবশ্যকত্বমুক্তম্। নন্থ পূর্ব্বেদ্যুরপি কস্মিংশ্চ ক্ষণে ভবেদিতি কথং জ্ঞেয়ম্? তত্রাহ - মহতীতি। মহাবাদ্যাদ্যুৎসবেন সা সুব্যক্তৈবেত্যর্থঃ উপেয়াৎ পূজার্থ-মম্বিকে গচ্ছন্তীতি বিধিরস্তীত্যর্থঃ॥জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অতিশয় ব্যগ্রতাবশতঃ আগামীকল্য যে কার্যসিদ্ধি হবে তার কারণ বিস্তারিত বলতে গিয়ে শ্রীরুক্মিণী পুনরায় বিশেষভাবেও উপদেশ করছেন—**অন্তঃপুরান্তরচরীম্**—অন্তপুরেরও মধ্যকক্ষে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই তাকে তথায় কি করে বিবাহ করব, এরূপ চিন্তা যদি কর, তবে উপায় বলছি, শোন—**পূর্ব্বেদ্যু**—বিবাহের পূর্ব-দিনে 'কুলদেবযাত্রা' অর্থাৎ কুলদেবতার স্থানে গমন হবে। এর আবশ্যকতা বলা হচ্ছে, 'গিরিজাং উপেয়াৎ' বিবাহ পূর্বদিনে পূজা করার জন্য দেবীদুর্গার নিকটে গমন-বিধি আছে। পূর্বদিন কখন এই যাত্রা হবে তা কি করে বুঝা যাবে, এরূপ সংশয়ের উত্তরেই 'মহতী' শব্দটি দেওয়া হল—মহাবাদ্য উৎসবে সেই যাত্রা চারিদিকে প্রচারিত হবে।জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্থ চৈবং ভবতু শিশুপালাদি বলপ্রমথনমন্তঃপুরস্থায়াস্তব হরণে স্বদ্বন্ধুবধোঽপি প্রসজ্জেতেত্যত আহ, অন্তঃপুরেতি। কথমিতীত্যনন্তরং ব্রূষে চেদিতি শেষঃ। পুরাদ্বহির্ব্বর্ত্তমানাং গিরিজামম্বিকাং, অম্বিকাগৃহাদেব মম হরণং সুকরমিতি ভাবঃ॥বি° ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণ যদি বলেন, শিশুপালাদি সৈন্য নির্মন্থন হোক না, কিন্তু পুরীর ভিতর থেকে তোমার হরণে তোমার বন্ধুগণেরও বধের প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে যে, **কথম্ ইতি** কি করে বিনা বন্ধুবধে কার্যসিদ্ধি হতে পারে? —উত্তরে শ্রীরুক্মিণী বললেন পুরীর বাইরে এক দুর্গামন্দির বিরাজমান সেখান থেকে আমার হরণ অনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে বিনা বন্ধুবধে।বি° ৪২॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ স্নপন-শব্দেন রজসাং গঙ্গাপ্রভবত্বাদিনা সর্ব্বতীর্থময়ত্বং ধ্বন্যতে। যদ্বা, রজসঃ স্নপনং ক্ষালনোদকমিত্যর্থঃ। মহান্তঃ শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ, আত্মনস্তমোঽজ্ঞানং, তস্য হত্যৈর্মূলতো বিনাশায়, উমাপতিরিবেতি দৃষ্টান্তঃ। তস্য গঙ্গাধরত্বেন রজঃস্নপনবাঞ্ছায়াঃ সুপ্রসিদ্ধত্বাৎ, তস্য চ তমস্তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্বং, তস্যাপহত্যৈ ; উমায়াঃ পতিরিতি—যথাত্মারামেণাপি শ্রীশিবেন তদ্ভক্তিবশতয়া জন্মান্তরেঽপ্যুমা যত্নেনোদ্বোঢ়া, তথা ত্বয়াপ্যহমুদ্বোঢ়ব্যা ইতি ভাবঃ। এবং পরমমহত্ত্বেন ত্বমেব পতির্যোগ্যো ন ত্বন্যঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। তথা পরমসৌন্দর্য্যেণাপীত্যাহ—হে অম্বুজাক্ষেতি। তস্যেতি যচ্ছব্দাক্ষেপাৎ, ভবদিতি—চ্ছান্দস এব যষ্ঠ্যা লুক্ যদি ভবতঃ প্রসাদং পত্নীত্বেন স্বীকারলক্ষণং ন লভেয়, তদা জহ্যামিতি হেতুহেতুমতোর্লিঙ্। তত্র জহ্যামিতি—কামপ্রবেদনে প্রৌঢ়্যা সম্ভাবনে চ স্যাৎ। ত্যাগপ্রকারমাহ—ব্রতকৃশান্ শত ইতি ; এবং কৃপার্থং দুঃখমরণং বোধ্যতে। যদ্বা, স্বত এব ত্বদর্থে ব্রতৈঃ কৃশান্, অধুনা ত্বৎপ্রসাদালব্ধ্যা স্বয়মেব নির্গচ্ছতোঽনায়াসেনৈব জহ্যামিত্যর্থঃ। ইতি মরণস্য সুকরত্বমুক্তং, ততশ্চৈবং শতজন্মভিরপি স্যাদিতি। ব্রতকৃশেতি পাঠে স এবার্থঃ। শতশব্দোঽয়মনির্ণেয়সংখ্যত্বে। অন্যৈস্তুঃ কিন্তু স্বস্যা নরকন্যালীলামাবিশ্যোক্তিরিয়ম্। যদ্বা, ননু ত্বং মে ন পত্নীযোগ্যাসীতি কথমুদ্বহেয়মিতি চেৎ, সত্যমেব, যতঃ শ্রীব্রহ্মাদীনামপি সুদুর্লভোঽসি, ক্বাহং ক্ষত্রিয়কন্যা, তথাপি বহুজন্মসু প্রাণপরিত্যাগেঽপি ত্বদর্থং যতিষ্য ইত্যাহ—যস্যেতি। বাঞ্ছন্ত্যেব, ন ত্বদ্যাপি লভন্তে। অতঃ স্যাদিতি, সম্ভাবনায়ামেব লিঙ্। শতজন্মভিরসূন্ জহ্যাম্ শতজন্মভির্বা প্রসাদঃ স্যাদিত্যেতদর্থঃ। কুতঃ? তদাহ—হে অম্বুজাক্ষেতি। পরমমাধুর্য্যেণ মনোব্যাকুলতাবিধানাদেবেতি ভাবঃ। অথবা নন্বহমন্তর্গোপিকাবিরহদূনো ন করিষ্যাম্যেব, বিবাহং তস্মাদন্যমেব গুণরূপাভ্যাং মহান্তং কঞ্চিদ্বৃণু ইত্যাশঙ্ক্য উপায়ান্তরমপশ্যন্তী তুরন্তাং মরণ-পর্যন্তাং নিজ-কৃচ্ছ্র-পরম্পরামুদ্দিশ্য করুণয়া ধর্মভয়েন চ তং প্রত্যাবর্ত্তয়তি—যস্যেতি॥জী° ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং ইতি—'স্নপন' শব্দে স্নান ও প্রক্ষালন। 'স্নান' অর্থ ধরে কৃষ্ণপদরজে স্নান ব্রহ্মাদি প্রার্থনা করে। (গঙ্গার মত প্রভাবাদি হেতু ইহা সর্বতীর্থময়ত্ব হওয়া হেতু) অথবা 'স্নপন' শব্দে 'প্রক্ষালন' ধরে কৃষ্ণপদকমলপ্রক্ষালন জল (ব্রহ্মাদি প্রার্থনা করে)। **মহান্তঃ** শ্রীব্রহ্মাদি। **আত্মতমো**—নিজের অজ্ঞানতা **অপহত্যৈ** মূলের থেকে বিনাশের জন্য, (পদরজে স্নান প্রার্থনা করে) 'উমাপতির মত' ইতি দৃষ্টান্ত। গঙ্গাধর হওয়া হেতু তাঁর রজস্নপন বাঞ্ছা সুপ্রসিদ্ধ। আরও তাঁর যে তমোগুণ-অধিষ্ঠাতৃত্ব উহারই বিনাশ উদ্দিষ্ট হল। **উমাপতিরিব**—যথা শ্রীশিব আত্মারাম হলেও উমার ভক্তিবশতা হেতু জন্মান্তরেও তাঁর সহিত যত্নে বিবাহে মিলিত হলেন। তথা আমিও আপনার দ্বারা বিবাহিতা হওয়া যুক্তিযুক্ত। এইরূপে পরমমাহাত্ম্য বিশিষ্ট হওয়া হেতু তিনিই পতিযোগ্য, অন্য কেউ নয়, এরূপ ভাব। তথা

পরমসৌন্দর্যেও তিনি যোগ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে অম্বুজাক্ষ ইতি **যস্যাঙ্ঘ্রি**— 'তস্য' অর্থাৎ 'তাঁর পদপঙ্কজ' এরূপ না বলে যে যৎশব্দের 'যস্য' অর্থ ধরে, 'যার পদপঙ্কজ' এরূপ পরোক্ষ শব্দ ব্যবহার করলেন, তা আক্ষেপে অর্থাৎ মনস্তাপে। **ভবৎপ্রসাদং**—আপনার 'প্রসাদ' অর্থাৎ পত্নীরূপে স্বীকারলক্ষণ প্রসাদ যদি লভ্য না হয় তবে **জহ্যামসূন্**—প্রাণপরিত্যাগ করব, —কামের অতি বেদনায় ও প্রৌঢ় প্রেমের সম্ভাবনে অর্থাৎ অনুভবে এরূপ প্রাণ পরিত্যাগের ইচ্ছা হয়ে থাকে। —(খেদোৎপাদক ভাবই 'প্রৌঢ়প্রেম')। কি প্রকারে প্রাণত্যাগ, তাই বলা হচ্ছে, **ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ**— শতজন্মব্রতোপবাসাদি দ্বারা কৃশ হয়ে—এইরূপে কৃপার জন্য দুঃখমরণ বোঝান হল। অথবা, স্বভাবতঃই তাঁর জন্য ব্রতের দ্বারা কৃশ, অধুনা তাঁর প্রসাদ লব্ধ না হওয়ায় পঞ্চপ্রাণ নিজে নিজেই বের হতে উদ্যত হলে অনায়াসেই পরিত্যাগ করব।—এইরূপে মরণের সুখকরত্ব উক্ত হল। আরও অতঃপর এইরূপে শত শত জন্মের দ্বারাও অনুগ্রহ হোক। —এখানে 'শত' শব্দের অর্থ অসংখ্য অসংখ্য। [শ্রীধর—অহো, নানা অনর্থকারী নির্বন্ধে তাবৎ প্রখ্যাত গুণকর্ম্মা শিশুপালও যোগ্যবর রূপে কি এসে গেল না? এরই উত্তরে, 'যস্য' ইতি] কিন্তু নিজের এই উক্তি নরকন্যালীলার ভাবাবেশে করা হয়েছে।

অথবা, আচ্ছা কৃষ্ণ যদি বলেন তুমি আমার পত্নীযোগ্য নও, কি করে বিবাহ করব? তাঁর এ কথাতো সত্যই বটে, যেহেতু ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ আপনি, এই ক্ষত্রিয়কন্যা আমি কোথাকার কে? তথাপি বহুজন্মে প্রাণপরিত্যাগের দ্বারাও আপনাকে পাওয়ার জন্য যত্ন করব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যস্য ইতি। বাঞ্ছা তো করছিই, কিন্তু অদ্যাপি পাইনি, অতএব সম্ভাবনায় 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করা হল শ্লোক শেষে। শতশত জন্মে প্রাণত্যাগ করব—শতজন্মে বা প্রসাদ লাভ হয়, এইজন্য। কেন এমন করবে? এরই উত্তরে হে অম্বুজাক্ষ ইতি—পরমমাধুর্যে মনোব্যাকুলতা বিধান হেতুই, এরূপ ভাব। অথবা কৃষ্ণ যদি বলেন আমি অন্তরে গোপিকা-বিরহদুঃখে কাতর আছি, বিবাহ তো করবই না, সুতরাং অন্য গুণে ও রূপে মহাশয় কোনও ব্যক্তিকে বরণ কর। এরূপ কথার আশঙ্কা করে উপায়ান্তর দেখতে না-পাওয়া রুক্মিণী দুরন্ত মরণ পর্যন্ত নিজ ব্রতাদি-কষ্ট পরম্পরা তুলে ধরে করুণা হেতু ও ধর্মভয়ে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করত নিজ অনুকূলে আনছেন—যস্য ইতি। জী° ৪৩॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা: যদি চৈবং ব্রূষে ভো রাজপুত্রি, মৎপ্রাপক-প্রাচীন-সুকৃতানি ন তে সন্তি কথং মৎপ্রসাদং লপ্স্যসে ইতি তর্হি ভাবিনি জন্মনি ত্বংপ্রাপ্ত্যর্থমেতজ্জন্মনি ব্রহ্মচারিণী সতী তপঃ করিষ্যে যদি চৈকজন্ম তপসা ন পর্য্যাপ্তিস্তর্হি কোটিজন্মপর্য্যন্তমপি তপঃ করিষ্যে। মম ত্বৎপ্রাপ্ত্যাগ্রহস্তু ময়া দুর্বার এব, যদি চ বক্ষ্যসে মৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকানি বহুনি তে দুরিতানি সন্তীতি তর্হি তপসৈব লভ্যাভিস্তচ্চরণধূলিভিস্তান্যপি ধ্বংসয়িষ্যাম্যেবেত্যাহ, যস্য ভবতোঽঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোভিঃ

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব ময়াহৃতাঃ।
বিমৃশ্য কর্ত্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
রুক্মিণ্যুদ্বাহে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—[হে] যদুদেবঃ! ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশাঃ ময়া আহৃতাঃ (আনীতাঃ) তৎ (তস্মাৎ) অত্র যৎ কর্ত্তুম্ (কর্ত্তুমুচিতং তৎ) বিমৃশ্য অনন্তরং (শীঘ্রমেব) ক্রিয়তাং।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** হে যদুদেব! আমি শ্রীরুক্মিণীদেবী থেকে এই গোপনীয় সংবাদ এনেছি, এ বিষয়ে যা কর্তব্য বিচার পূর্বক সত্বর সম্পাদন করুন।

স্নপনং আত্মনস্তমসোঽপহত্যৈ উমাপতিরিব মহান্তো বাঞ্ছন্তীত্যহমপি তপো লব্ধৈস্তেরেব স্নাত্বা স্বদুষ্কৃতানি নাশয়িষ্যামীতি ভাবঃ। ভবদিতি ষষ্ঠ্যা লুগার্ষঃ। তস্য ভবতো যর্হি যদি প্রসাদং ন লভেয় তদা ব্রতৈরুপবাসাদিভিঃ কৃশান্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ম্। ততঃ কিমিত্যত আহ,—শতজন্মভিরিতি। এবমেবং বারং বারং জহ্যাং যাবচ্ছতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি হে অম্বুজাক্ষেতি। তব সুন্দরনয়নাবলোকলিপ্সৈব মমৈতাদৃশ কৃচ্ছ্র করণে হেতুরিতি ভাবঃ ॥বি° ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যদিও এরূপ বলছ, কিন্তু ভো রাজপুত্রি! মৎপ্রাপক প্রাচীন সুকৃতি তোমাতে নেই, কি করে আমার প্রসাদ পাবে, কৃষ্ণ যদি এরূপ বাদ তোলেন, এই আশঙ্কায় শ্রীরুক্মিণী বলছেন—ভাবি জন্মে আপনাকে পাওয়ার জন্য এই জন্মে ব্রহ্মচারিণী হয়ে তপস্যা করব, যদি একজন্মে তপস্যায় সম্প্রাপ্তি না হয়, তা হলে কোটিজন্ম পর্যন্তও তপস্যা করব। আপনার প্রাপ্তি-আগ্রহ নিবারণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আরও যদি বলেন 'আমার প্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক বহু বহু তোমার দুষ্কৃতি আছে,'—তা হলে তপস্যা দ্বারা লভ্য আপনার চরণধূলি দ্বারা সে সব দুষ্কৃতিও ধ্বংস করব নিশ্চয় – এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং– আপনার পদকমলরজে স্নান স্বকীয় তমোগুণের সমূলে বিনাশের জন্য শিবের মতো ব্রহ্মাদি মহান্তগণ বাঞ্ছা করেন তাই আমিও তপস্যায় লব্ধ সেই রজের দ্বারাই স্নান ক'রে স্বকীয় দুষ্কৃতিসমূহ বিনাশ করব। **যর্হি**– যদি সেই আপনার কৃপালাভ না করি **ব্রতৈঃকৃশান্**—তা হলে উপবাসাদি দ্বারা দুর্বল পঞ্চপ্রাণ ত্যাগ করব। কৃষ্ণ যদি বলেন, তাতেই বা কি হবে? এরূপ কথার আশঙ্কায় **শতজন্মভিঃ স্যাৎ** এইরূপে বার বার ত্যাগ করতে থাকব যাবৎ শতজন্মের তপস্যাতেও আপনার লাভ না হয়, **অম্বুজাক্ষ** হে কমলনয়ন। বি° ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** গুহ্যত্বেন সন্দেশানাং গৌরবম্। বহুবচনেন নানাপ্রকারত্বাৎ যুক্তিমত্ত্বঞ্চ, স্বস্য চ পরমবিশ্বসনীয়ত্বং নিঃশেষবক্তৃত্বঞ্চ ব্যক্তম্। তথা ত্বয়াপি গোপনীয়া এবেতি, অন্যথা বন্ধুষু তস্যা লজ্জাদ্যুৎপত্তেঃ। ময়া আহৃতা আনীতা ইতি মম তু কৃত্যমেতাবদেবেতি ভাবঃ। বিমৃশ্যেতি—বিনয়ভরেণ স চ সম্যক্ প্রবর্ত্তনার্থম্। বয়ং ব্রাহ্মণা ঋজবঃ, সর্ব্বোপরিবুদ্ধিস্তু তবৈবেতি ভাবঃ। তত্র গুহ্যত্বে সতি যদুভির্মন্ত্রণং বিনা ন স্বয়ং কর্ত্তুমুৎসহ ইতি ন বাচ্যং, যতঃ হে যদুদেব, তব বুদ্ধিবলাধীনা এব তেঽপীতি ভাবঃ। তস্মাৎ যৎ কর্ত্তব্যং, তত্তনন্তরমেব ক্রিয়তাং, প্রাপ্তাবসরত্বান্মন্ত্রণাদিবিলম্বং ন সহত ইতি ভাবঃ॥ জী° ৪৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশম-টিপ্পন্যাং দ্বিপঞ্চাশত্তমোধ্যায়ঃ।

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ গুহ্যসন্দেশা**- গুহ্য হওয়া হেতু এই সন্দেশের গৌরব। 'সন্দেশ' শব্দটি বহুবচনে দেওয়াতে ব্যক্ত হল, এই সন্দেশের নানাপ্রকার ভাব ও যুক্তিমত্তা; আর পত্রবাহক বিপ্রের নিজের পরমবিশ্বাসনীয়তা ও বক্তব্যের সম্পূর্ণতা। তথা আপনার দ্বারাও অবশ্য গোপনীয়া, অন্যথা বন্ধুমহলে শ্রীরুক্মিণীদেবীর লজ্জাদি জাত হবে। আমার দ্বারা **আহৃতা**- আনিত হয়েছে, এইটুকুই আমার কৃত্য, আর কিছু নয়। **বিমৃশ্য ইতি**—বিবেচনা করত যা হয় করবেন -কথাটি বিপ্র বিনয়ভরে নিবেদন করলেন, তাও পত্রানুযায়ী কাজে সম্যকরূপে সত্বর নিয়োজিত করার জন্য। আমরা ব্রাহ্মণ সরলপ্রকৃতির লোক—সর্বোপরি বুদ্ধিতো আপনারই এরূপ ভাব। এই চিঠির বিষয় গুহ্য হওয়া হেতু যদুদের সহিত মন্ত্রনা বিনা নিজে নিজে কিছু করতে উৎসাহ পাচ্ছিনা, এরূপও বলতে পারেন না—যেহেতু হে যদুদেব! আপনার বুদ্ধিবলাধীনই তাঁরাও, এরূপ ভাব। সুতরাং যা কর্তব্য তা সত্বর করুন- যেটুকু সময় হাতে আছে তাতে মন্ত্রণাদিবিলম্বের অবসর নেই, এরূপ ভাব॥ জী° ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গুহ্যসন্দেশা ইতি ভগবন্, মম শপথো ন কার্য্যেতে প্রকাশ্যান্তর্হি তস্যা লজ্জা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। যদুদেব ইত্যত্রার্থে যদুভিরপি সহ মন্ত্রণা ন কার্য্যা। যতস্তেষামপি ত্বমেব দেব ইতি স্বয়মেব স্ববুদ্ধ্যা বিমৃশ্য যৎ কর্ত্তুং কর্ত্তব্যং তৎক্রিয়তাং অনন্তরমিতি কার্য্যমিদং বিলম্বং ন সহত ইতি ভাবঃ॥বি° ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গুহ্যসন্দেশা ইতি** আমার দিব্যি, এইসব কথা কারুর কাছেই প্রকাশ করবে না, করলে তাঁর লজ্জা হবে, এরূপ ভাব। **যদুদেব ইতি**—এই সম্বোধনে এখানে এরূপ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে, যথা যদুদের সঙ্গে মন্ত্রনা করা উচিত হবে না। যেহেতু তাদেরও আপনি ঈশ্বর বুদ্ধিদাতা নিজেই নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করত যা করা কর্তব্য বলে ঠিক করবেন, তাই করুন **অনন্তরং ইতি**—কার্য বিলম্ব সইবে না, এরূপ ভাব॥ বি০ ৪৪॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত
দশমে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

—০—